ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত

অর্থাৎ

বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি

প্রত্যেক জেলার সংক্ষেপ বিবরণ।

শ্রীরসিককৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত,

রচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, সোমপ্রকাশ যন্ত্রে,

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৪।

মূল্য ৶০ আনা।

উপহার

—•••—

পরম কল্যাণীয়

শ্রীযুক্ত কুমার বনমালী রায়চৌধুরী তড়াসাদি অধিপতি
বাহাদুর সজ্জন প্রতিপালকেষু।

ভূপতে!

ভবদীয় বিদ্যানুরাগিতায় ও দেশহিতৈষিতায় সন্তুষ্ট হইয়া আমরা নানাদেশ হইতে, কুসুম সংগ্রহে যে মাল্য গ্রন্থন করিয়াছি, তাহা আপনার গলদেশে অর্পণ করিলাম। গরিব বিপ্রপ্রদত্ত উপহার যদি রাজাভরণের যোগ্যও না হয়, আশা করি, স্বীয় অমায়িকতাগুণে গ্রহণান্তর কৃতার্থ করিবেন।

উল্লিখিত কুমারকে বারম্বার ভূপতি উল্লেখ করায় কেহ কেহ হয় তো আমাকে কুমারের স্তাবক বলিতে পারেন, বাস্তবিক তাহা নয়। কুমার বাহাদুর যথার্থ রাজার যোগ্য পাত্র। ইনি নবাবী আমলের পুরাতন জমিদার, দ্বিতীয়তঃ মদীয় কল্যাণভাজন। কল্যাণভাজনকে নিজ ইচ্ছা মত আভরণে সাজাইতে কোন প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না। এমত অবস্থায় কুমার বাহাদুরকে ভূপতি সম্বোধন বোধ হয় অযথা হইতে পারে না। ইতি।

নিত্য আশীর্ব্বাদক—

শ্রীরসিককৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভ্রমণকারির ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

অর্থাৎ

বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা আসামের প্রত্যেক জেলার সংক্ষেপ বিবরণ।

মেদিনীপুর।

বারশত এক নবতি সালের হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভে তুলারাশির শেষ ভাগে ভ্রমণ বাসনায় কলিকাতা মহানগরী পরিত্যাগানন্তর ছোট নাগপুর ও উৎকল গমনের পথ অবলম্বন করিলাম। হুগলি জেলার উলুবেড়ে মহিষ রেখা প্রভৃতি কয়েক স্থান অতীত করিয়া গম্য পথের পথিক হইতে হয়। প্রস্তাবিত জেলার সে স্থান দ্বয়ের উল্লেখ করিলাম উহার সবিশেষ বর্ণনায় এক্ষণে ক্ষান্ত রহিলাম, যৎকালে হুগলীর সমুদায় স্থান বর্ণনা হইবে তৎকালে উক্ত স্থান দ্বয়ের বিশেষ বিবরণ বিবৃত করিব। এক্ষণে মেদিনীপুর জেলা হইতে লিখিতে প্রস্তুত হইলাম,। কলিকাতা হইতে বজবজ হইয়া উলুবেড়ে ও মহিষরেখা অতিক্রম পুর্ব্বক রূপনারায়ণ নদের তীরে উপস্থিত হইলাম, রূপনারায়ণের উত্তর পার হুগলী জেলার অন্তর্গত, দক্ষিণ পার মেদিনীপুর জেলার যে স্থানে পার হইলাম ইহাকে কোলার ঘাট কহে। আলিপুর হইতে প্রথমত দশ মাইল বজ বজ, রোড্ আসিয়াছে বজবজ হইতে ছয় মাইল উলবেড়্যা রোড্ তদপর উলুবেড়ে হইতে ক্রমাগত দক্ষিণমুখে উড়িষ্যার কটক রোড সংস্থাপিত, প্রস্তাবিত উৎকল রোড মেদিনীপুর ভেদ করিয়া বালেশ্বর কটক প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া পুরী অবধি গিয়াছে এই রথ্যাকে কটক রোড কহে। আমরা এই কটক রোড অবলম্বন করিয়া হুগলি জেলা পরিত্যাগানন্তর রূপনারায়ণের পরপার কোলায় উপস্থিত হইলাম। পার ঘাট বলিয়া এ স্থানটী উল্লেখের যোগ্য, নচেৎ এ স্থলে বর্ণনার বিষয় কিছুই নাই। ঘাটের উপরেই একটী চটী ও আউট পোষ্ট ও একটী পোষ্ট আফীস আছে, কোলা হইতে ষোড়শ মাইল অতিক্রম করিলে কংশাবতী নাম্নী আর একটী তটিনী অতিক্রম করিতে হয়, এই স্থানের নাম পাঁশকুড়া, এখানের বাজারটী বৃহৎ একটী পুলিষ ষ্টেশন আছে তদ্ভিন্ন কেনাল কোম্পানীর

কেনালের লক ইত্যাদি ঐ সংক্রান্ত কর্মচারী এবং পবলিক ওয়ার্কের সব ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁহার আফিস ও কেনালের জলকর আদায়ের একটী তহশীল কাছারী আছে। নদীর দক্ষিণ পারে একটী ইংরেজ বণিকের রেস মেব কুটি দৃষ্টি হইল। পাশকুড়ায় দুগ্ধ মৎস্য বেগুণ প্রভৃতি বেশ সস্তা দরে পাওয়া যায়, দুগ্ধ পাকীসেরে দুই তিন পয়সা, পাঁসকুড়ায় সস্তা দরের দুগ্ধ মৎস্য ভক্ষণ করিয়া পুনরায় মেদিনীপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম, চব্বিশ মাইল যাইয়া মেদিনীপুর পাইলাম, পাঁশকুড়ায় যে কংশাবতী নদীকে অতিক্রম করা হইয়াছে, মেদিনীপুরের চারি মাইল বাকী থাকিতে পুনরায় ঐ নদীকে পার হইতে হইল, এই চতুর্বিংশতি মাইল মধ্যে উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কিছু দৃষ্ট হইল না। কেবল রথ্যার উভয় পার্শে বিস্তির্ণ ধান্য ক্ষেত্র ও তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটী গ্রাম, অষ্টাদশ মাইল পরে একটী পাথরা নামক গ্রামে অনেকগুলি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বাস, মেদিনীপুর জেলাটী দীর্ঘ আয়তন অনেক গুলি পৃথক পৃথক বাজার এবং অনেকগুলি উপনিবেশী ভদ্রলোকের বসবাস হইয়াছে। বাণিজ্যও বিস্তার রূপ চলিতেছে, তদ্ভিন্ন জেলার আবশ্যকীর বিচারালয় প্রভৃতি তো আছেই। বাহালা মধ্যে মেদিনীপুর হাইস্কুল মেদিনী সংবাদ পত্র ও প্রেস এবং মিসনরিদের একটী প্রেস আছে, সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় কিন্তু দুগ্ধ মৎস্য মহার্ঘ, স্বাস্থ্য ভাল, শুনিলাম কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে একবার, ম্যালেরিয়া হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা নাই, কংশাবতী নদীর ও কুয়ার জল বেশ পরিষ্কার ও স্বাস্থ্য প্রদ একটী মিউনীসিপাল স্কুল ও আছে।

মেজিনীপুর হইতে ভারতের সকল দিকে গতি বিধির পথ আছে, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি দক্ষিণে কটক রোড পুরী অবধি গিয়াছে এবং উহারি শাখা সম্বল পুর ও মান্দ্রাজ অবধি বিস্তার আছে, জজ কোর্টের সন্মুখ হইতে একটী রাস্তা পশ্চিম দিকে জেলার সীমা অবধি গিয়া সিংহ ভূমের রথ্যার সহিত মিলিত হইয়াছে, সিংহ ভূমে পৌছিয়া ছোট নাগপুর হইয়া পশ্চিমে যাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন উত্তর পশ্চিম দিকে রাণিগঞ্জে যাইবার একটী রাস্তা গিয়াছে, ঠিক্ উত্তরে গড়বেতা চৌকিভেদ করিয়া বগড়ী পরগণা হইয়া বাঁকুড়ায় অপর এক রথ্যা মিলিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য পূর্ব্ব হইতে

কলিকাতা গমন করিয়াছে অর্থাৎ যে পথে আমরা আসিয়াছি প্রস্তাবিত জেলা ব্যাপী রথ্যা সমূহের শাখা প্রশাখা বিস্তার হইয়া শাখা খণ্ড সমূহে সংলগ্ন হইয়াছে, আসিবার সময়ে যে পাঁশকুড়ার উল্লেখ করিয়াছি উহার ঠিক পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে দ্বাদশ মাইল একটী শাখা নির্গত হইয়া তমলুক উপবিভাগে গিয়াছে আবার তমলুক হইতে অপর একটি প্রশাখা ত্রিংশৎ মাইল দক্ষিণে যাইয়া হিজলি কাঁথি উপবিভাগে উপস্থিত হইয়াছে। এই রথ্যাটী এখন কাঁচা আছে এবং ইহার মধ্যে তেরপেকে ও কালিনগরের নদী নাম্নী দুইটী ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হয়, কাঁথি সবডিবিজনে জেলা হইতে যাইবার আর একটী ভাল পথ আছে, মেদিনীপুর হইতে কটক রোড়ের বিংশতি মাইল অন্তর বেলদা নামক স্থান হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে প্রায় বিংশত মাইল যাইলে কাঁথি পৌছাইতে পারা যায়। জেলা হইতে উক্ত মহকুমায় ঐ পথেই লোকে যাতায়াত করে। উত্তরে গড়বেতা চৌকি ভেদ করিয়া যে রাস্তা গিয়াছে উহাতে জেলা হইতে দ্বাদশ মাইল অন্তর কেশপুর নামক স্থান হইতে পূর্ব্ব মুখে প্রায় দ্বাত্রিংশ মাইল একটী শাখা বহির্গত হইয়া ঘাঁটাল মহকুমায় সংমিলিত আছে, যদিও এ রাস্তাটী পুরাতন কিন্তু সকল স্থান বন্যার ভয়ে সুদৃঢ় রূপে নির্ম্মিত হয় নাই। তদপর দক্ষিণে একবিংশ মাইল অতীত করিলেই মেদিনীপুরের সীমা শেষ। সুবর্ণ রেখানদী মেদিনীপুর ও উড়িষ্যাকে বিভিন্ন করিয়াছ বহমান সুবর্ণ রেখার এই পার ঘাটকে রাজঘাট কহে, সুবর্ণরেখা বর্ষা সমাগমে বৃহৎ কায় ধারণ পূর্ব্বক বিষম বেগবতী হন একারণ আমাদের দেশে উৎকল আগমন উপলক্ষে প্রবাদ বাক্য আছে। যদি গেলে সুবর্ণ রেখা ঘুচল মাবাপের দেখা।

উপরে মেদিনী পুরস্থিত সমুদায় স্থল পথের বর্ণনা করিলাম, তদপর উলুবেড়ে হইতে একটী কেনাল অর্থাৎ খাল নির্ম্মিত হইয়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত আমাদের উল্লিখিত কটক রোডের পার্শ্বে পার্শ্বে গিয়াছে, এই পয় প্রণালী যোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্পীয়যান ও তরণী দ্বারা লোকের গতি বিধি ও পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান হইতেছে। পূর্ব্বে রথ্যা যোগে আগমন কালীন তিন চারটী নদী পার হওয়ায় উল্লেখ করিয়াছি, এমত অবস্থায়

পাঠকগণ বলিতে পারেন নদীর উপর দিয়া খাল কি রূপে গমন করিল। বাস্তবিক এই কেনালটী বড়, কৌশলে রচিত হইয়াছে। উলুবেড়ে হইতে মেদিনীপুর প্রায় সাইট ফুট উচ্চ একারণ সমস্ত নদীর মুখে এক একটী লক নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে দুই খানি করিয়া করাট দেওয়া হইয়াছে। যখন জলযানকে নিম্ন হইতে উপরে তুলিতে হইবে নিম্নের যে জলে যান আছে প্রথমতঃ সম্মুখের কপাটের নিম্ন দিয়া অগ্রে ২ জল বাহির করিয়া কপাট খুলিয়া দেওয়া হয়, কেন না উচ্চ জল বাহির হইয়া নিম্নের সমান হয়. যান লকে প্রবেশ করে অমনি কপাটটী বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তৎপরে অপর কপাটে যে উচ্চ জল আবদ্ধ রহিয়াছে তাহার নিম্নে অস্থ ছিদ্র থাকে ঐ ছিদ্রে আবর্ত্তন দেওয়া রয়, যান প্রবেশের পর উক্ত ছিদ্র দিয়া অল্প অল্প জল ছাড়িতে থাকে জল, ক্রমে ২ লকের ভিতর প্রবেশ করিয়া সম্মুখের কপাটে যে পরিমাণ জল ঊর্দ্ধে আটক আছে তাহার সমান হয় তখন সম্মুখের কপাট খুলিয়া দিলে যান সকল চলিয়া যায়। যে নিয়মে ঊর্দ্ধে উঠান হয় ঐ রূপেই নিম্নে নামাইয়া দেওয়া হয়. বাস্তবিক এদৃশ্যটী প্রত্যক্ষ দৃষ্ট না করিলে লিখিয়া বুঝান ততটা সহজ নহে, ফল মেদিনীপুর কেনালে ঐ রূপে গতিবিধি চলিতেছে।

মেদিনীপুরের প্রাকৃতিক অবস্থা একরূপ নহে পশ্চিম প্রান্তে বিশাল সালবন সমূহ বিস্তার, তদীয় মধ্যে ২ ক্ষীণকায় ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সকল মৃদু মন্দ ভাবে অবিরত দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতেছে দক্ষিণে বঙ্গ-উপসাগর সবেগে সর্ব্বদা গর্জ্জন করিতেছেন, পূর্ব্বে রূপনারায়ণ নদ যোয়ার ভাটা যোগে দিবা নিশি কলকল স্বরে বহমান এবং মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ বালুকাময় বক্ষ স্ফীত করিয়া স্থির ভাবে যেন নিম্নের স্রোতলক্ষ করিতেছেন উত্তরে শিলাবতীনাম্নী ক্ষুদ্র নদী, সততই পূর্ব্ব বাহিনী, পশ্চিম দিকের ভূমি ততটা উর্ব্বরা নহে, অপর সকল দিকই বেশ উর্ব্বরা, এজেলার প্রধান শস্য ধান্য। পূর্ব্ব হইতে এক্ষণে অধিক ধান আবাদ হইতেছে। তমলুক হিজলি কাঁথি ও দাতন মহকুমায় অধিকাংশ ভূমিই লবণ উৎপন্নে ব্যবহৃত হইত, প্রায় বিশ বাইস বর্ষ অতীত হইল লবণ গোলান এবালিস

হইয়াছে ঐ সকল ভূমিতে এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইতেছে। ধান্যের ভূমিতেই খেসারি কলাই কথক পরিমাণে জন্মায়। তদ্ভিন্ন জেলার সমস্ত স্থলেই বিরি (কড়াই বিউলি অথবা কালি কলাই কিম্বা ঠীকরা কহে) কতক কতক হয় এবং পশ্চিমাংশে কৃষ্ণ মুগ জন্মে। ইহা ভিন্ন গম ছোলা মটর ইত্যাদি অতি অল্প কোন কোন স্থানে হয় মাত্র। এই সকল কলাইয়ের মধ্যে অল্প পরিমাণে বিরি ও মুগ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় রপ্তানি হয়। কলিকাতা অবধি হুগলি নদীর উভয় পার্শ্বে মেদিনীপুরের ধান্য ও চাউল ষড় ঋতুতেই রপ্তানি হইয়া থাকে বঙ্গ উপসাগর ও রূপনারায়ণ নদীর তীরবর্ত্তী তমলুক ও কাথি মহকুমার স্থানে স্থানে কতক কতক নারিকেল গাছ দৃষ্ট হয়। আম্র বৃক্ষ সকল স্থলেই আছে, কাঁঠাল দৈবাৎ দেখা যায়, পশ্চিম দিকে তালতরু প্রায় নাই; অপরাপর স্থলে আছে। তমলুক মহকুমায় তালের গুড় অনেক উৎপন্ন হয়। সকল গুড় অপেক্ষা তালের গুড় বেশী মিষ্ট ও বিলক্ষণ সৌরভ বিশিষ্ট। শীতের শেষ হইতে গ্রীষ্মের শেষ পর্য্যন্ত এই গুড় জন্মায় ও বেশ থাকে বর্ষা পড়িলে আর আস্বাদ ভাল থাকে না কাজলি ও দেশী ইক্ষু চাষ মধ্যে মধ্যে ২ আছে। কাজলি ইক্ষু হইতে যে গুড় হয় দেখিতে কিছু কাল কিন্তু উত্তম দানা দার হয়, মধ্যে মধ্যে এ জেলায় গুড় চিনি ও মিছরির কারবার আছে নওয়াদা নামক স্থানে যথেষ্ট মিছরি উৎপন্ন হইয়া কলিকাতা প্রভৃতিতে প্রেরিত হয়। ইহা ভিন্ন সর্ব্ব প্রকার তরকারী ও কদলী সকল স্থানে আছে আমাদের দেশে যাহাকে বরিচে কলা বলি এবং উহার মোচাই ব্যবহারে আইসে। কলা অতি ক্ষুদ্র ও বীজময়। এ দেশে এ কলা কাঁচ কলা অপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ হয় কিন্তু বীজ পূর্ণ, ইতর লোকের ইহা বহু ব্যবহার্য্য, আজ কাল এখানে কফি ইত্যাদি চাষ করিতেছে।

রেসমের আবাদ অর্থাৎ তুতের আবাদ করিয়া পোকা পুষিয়া তুত পাত খাওইয়া রেসম উৎপন্ন এ জেলায় নিতান্ত মন্দ হয় না। পূর্ব্বে ঘাটাল মহকুমায় রাধানগর কনসারণ নামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান রেসমের কুঠী ছিল এবং উহার অধীনে ছত্রিশটি কুটি চলিত তৎপরে ওয়াটসন কোম্পানীর উক্ত কুঠী সকল খরিদ করিয়া এ পর্য্যন্ত চালাইতেছেন।

ইহা ভিন্ন ঘাঁটালের দুই মাইল অন্তরে পাথুরে ঘাটা নামক স্থানে আর একটী ইংরেজ কোম্পানীর কুটী আছে, এবং মধ্যে মধ্যে দেশীয়েরা অল্প অল্প রেসম কাটাই করে সমুদায় রেসমীই যে বিদেশে রপ্তানি হয় এমত নহে, তবে ইংরেজ কুটয়েল দিগের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয় তাহা প্রায়ই বিদেশে প্রেরিত হয়। আর দেশীয় দ্বারা যে সকল উৎপন্ন হয় তাহায় কতকাংশে পরিধেয় বস্ত্র ও গাত্রে দিবার খেশ প্রস্তুত হইয়া উৎকল ও বঙ্গের নানা স্থানে প্রেরিত হয়, ঘাটাল ও কেসেড়া নামক স্থানে এই সকল পশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়, কাঁথি মহকুমায় মছলন্দী মাদুর খুব উৎকৃষ্ট হয় এবং বাঁসের সূক্ষ্ম ছটি তুলিয়া তাহাতেও এক প্রকার মাদুর প্রস্তুত করে তাহাও উত্তম হয়।

ওয়াটসন কোম্পানীয় নীলের আবাদ উত্তর পশ্চিমাংশে আছে। কোন কান বাঙ্গালী জমীদারেরাও ঐ স্থানে নীল উৎপন্ন করিতেছেন কিন্তু তাহা অতি অল্প, উক্ত কোম্পানীরই অধিকাংশ।

মেদিনীপুরের উত্তর ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত লোকের আহার ব্যবহার হুগলী চব্বিশ পরগণায় ন্যায়। এই মহকুমার অধিকাংশ স্থানই পূর্ব্বে হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল কয়েক বর্ষ হইল মেদিনীপুরের সীমানা হইয়া ঘাটাল সবডিবিজানের মধ্যগত হইয়াছে। তমলুক কাঁথি দাঁতন মহকুমার লোকেরা প্রায় একরূপ তবে কিছু২ রূপান্তর মাত্র। এই তিনটী উপবিভাগে অধিকাংশে চাষি কৈবর্ত্তের বাস। প্রত্যেক স্থান প্রায় বার চন্দ আনা পরিমাণে কৈবর্ত্ত জাতি অপর জাতি অতি সামান্য। ইহাদের জীবিকা সংস্থান ভূতেই অধিকাংশ, যে অন্য অন্য জাতি গ্রামে থাকে তাহা গ্রামের অন্য অন্য সরবরাহ জন্য যেমন পুরাহিতের কার্য্যার্থ ব্রাহ্মণ ক্ষৌর কার্য্যার্থে নাপীত, এইরূপ কামার কুমার প্রভৃতি এবম্বিধ বিভিন্ন জাতি সকল গ্রামেই আছে এমত নহে, কোন গ্রামে কিয়দংশ ব্রাহ্মণ কোন গ্রামে নাপিত কোন স্থানে স্বর্ণকার, লৌহকার অথবা গ্রামবিশেষে কয়েক জাতি একত্রও দেখা যায়। ফলতঃ যে জাতিই থাকুন ও জাতি ব্যবসা করুন প্রায় সকলেরি কিছুনা কিছু কৃষি কার্য্য আছেই আছে, এই জন্য কি কৈবর্ত্ত কি অন্য জাতি যখন বসবাস করিবে এবং যাহার ভূমি বাসার্থে গ্রহণ করিবে,

তাহার নিকট অগ্রেই প্রার্থনা করিবে চাষার্থে কি পরিমান জমী দিবেন। যদি কৃষি অর্থে ভূমি প্রদান না করে তাহা হইলে কেবল বাসার্থে জমী গ্রহণ করিবে না, একারণ ভদ্রাসনের সহিত কৃষি উপযোগী কতকটা ভূমি আছেই আছে। তদপর ইহারা এমনি গৃহস্থ যখন প্রথম গৃহ নির্ম্মাণ করে ঐ সকল গৃহের মাটীর দেয়াল দেয়, ঐ দেওয়াল দেওয়া উপলক্ষে যে খাদ ভূমিতে হয় ক্রমে ক্রমে উহা বাড়াইয়া পুষ্করণীতে পরিণত করে। সকল ভদ্রাসনেই ক্ষুদ্রই হউক আর বৃহৎই হউক এক একটী সরোবর ও এক এক একটী বাঁশের ঝাড় দৃষ্ট হইবে, তদভিন্ন তুঁত চাষ কিছু। প্রায় দৃষ্ট হয় এই সকল প্রজাদের অন্নকষ্ট কম ও কিছুনা কিছু সঙ্গতি অ ছেই আছে। এক একজন চাষের উন্নতি করিয়া ইজার দার তালুকদার পর্য্যন্ত হইয়াছে। ইহাদের সংসারিক ব্যয় অতি কম. সকলেরি চেষ্টা ধান্য ক্রয় করিয়া না খাইতে হয়, যে ভূমিতে ধান্য উৎপন্ন করে উহার রাজস্ব তুঁতের উৎপন্ন হইতে বাকী মজুর খাটীয়া সংগ্রহ করে। তদ্ভিন্ন গাভীর দুগ্ধ ঘৃত দ্বারাও কিছু হয়, এইরূপ কৌশলে কর দেয়, ধান্য গৃহে থাকিলে আর উহাদের চিন্তা থাকে না, তুঁত ক্ষেত্রে প্রায়ই বেগুণ ওল শাকাদি উৎপন্ন করে, এই সকল স্থলে ওল বড় উত্তম হয় এবং এদেশে উহা বার মাস ব্যবহার্য্য। তদ্ভিন্ন মুখী কচুর ন্যায় একরূপ কচু হয় ইহাকে ইহারা সারু কহে। ইহাও সঞ্চিত থাকে এবং খেসারির দাল ধান্যের ভূমিতে হয়, এদেশে মৎস্য বিলক্ষন জন্মে একারণ সকল গৃহস্থেরি দুই এক গাছি জাল আছে স্ত্রীলোকের মাছ ধরার্থে ছোট ছাকনী জাল আছে ইহাতেই মৎস্য সংগ্রহ হয়, কিবল তৈল লবণ পান ও স্থপারি প্রভৃতি খরিদ করে, ধান্যের ভূমিতে এক জাতি কার্পাসের চাষ করে কিন্তু ইহা পরিমাণে অতি অল্প, কৃষিতে যাহা পায় তদ্ভিন্ন তুলাক্রয় করিয়া সকল গৃহস্থই চরকায় শুতা কাটে। ঐ চরকার শুতার সহিত বিলাতি মোটা শুতা মিশ্রিত করিয়া ছয় সাত বা আট হাত বস্ত্র দেশী তন্তুবায় দ্বারা বয়ন করিয়া পুরুষেরা পরিধান করে, স্ত্রীলোকদিগের প্রমাণ নয় দশ হাত প্রস্তুত করায়। যদিও ইহারা এই বস্ত্রের পক্ষপাতি তত্রাচ ধীরে ধীরে বিলাতি বস্ত্র সকল গৃহেই প্রবেশ করিয়াছে। ফল ইহারা অল্পেই সন্তুষ্ট থাকে. ইহারা যখন আত্মীয় স্বজনকে বিবাহ ও অন্য অন্য কার্য্য উপলক্ষে উপঢৌকন প্রদান

করে বৃহৎ বৃহৎ কতকগুলি মাটীর হাঁড়িতে চুন হরিদ্রা সিন্দূর প্রভৃতি দ্বারা রংকরে, তদপর তন্মধ্যে হাত মাথা মুড়কি এবং যে হাঁড়িটীতে পাঁচসের বাতাসা ধরিবে তাহাতে অর্দ্ধসের মাত্র দিয়া মুখটী ওলপ দিয়া বন্ধ করিয়া প্রেরণ করে, এইরূপ আদান প্রদানই ইহাদের পক্ষে যথেষ্ট, স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার মধ্যে রূপার তাবিচ পৈঁচে গোট মল এবং গলায় কয়েকটী মাদুলী তাহার সহিত দানা মিলিত থাকে ইহাকে ইহারা মালা ডুমুরা কহে এবং এ গুলি স্বর্ণ নির্ম্মিত, তদ্ভিন্ন কর্ণে চাঁপা ও নাকে বেসর নামক স্বর্ণ অলঙ্কারই ইহাদের পর্য্যাপ্ত, সঙ্গতিপন্ন কৈবর্ত্ত কুলের ইহাই যথেষ্ট। তবে আজ কাল যাহারা কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিতেছে ও ইজারদার তালুকদার হইয়াছে তাহারা আমাদের অনুকরণে অলঙ্কার ব্যবহার করিতেছে—

প্রস্তাবিত কৈবর্ত্ত কুলের আর একটী ব্যবহার ভাল কি মন্দ আমরা স্থির করিতে পারি নাই, সাধারণে বিবচনা করিবেন পুর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি কৈবর্ত্ত জাতি সংখ্যায় অধিক একারণ ইহারাই গ্রামের চৌকিদার মণ্ডল (মণ্ডলকে আমিন কহে) এই আমিনের একজন সহকারি থাকে মুখ্যা (কোন স্থানে আমিনকে বাড়ুরাকহে ইহারা জমীদার কতৃক প্রজার সম্মতি ক্রমে বাহাল হয়, ইহারা অর্থাৎ আমিন মুখ্যা চৌকিদার ও কএক জন প্রধান কৈবর্ত্ত মিলিত হইয়া উহাদের একটী গ্রাম্য কাছারি স্থাপন হয়, গ্রামে দেওয়ানি ফৌজদারি সমাজিক যে কোন ঘটনা হউক যাবতীয় বিষয় উহাদের বিচার অধীন হইতে হইবে এমন কি গ্রামে যদি কোন বিশিষ্ট ভদ্র লোক থাকেন তাঁহাকেও উহাদের মতের অধীন হইতে হইবে। যদি না হন তাহা হইলে উহাদের কাছারি হইতে এই আদেশ প্রচার হইবে যে অমুক ব্যক্তি দেশের কাছারির হুকুমাধিন হয় নাই অতএব উহার সহিত গ্রামের কেহ সংশ্রব রাখিতে পারিবে না, অর্থাৎ তাহার মজুর খাটা কি কোন কাজ কর্ম্মে কেহই সহায়তা করিবে না এক ঘরে হইয়া থাকিতে হইবে। পুনরায় উহাদের শরণাপন্ন হইয়া উদ্ধার হওয়া অথবা গ্রাম ত্যাগ ভিন্ন উপা-য়ান্তর নাই। এইরূপও অন্যরূপ বিবিধ ছল করিয়া সমুদায় বিষয়ই অর্থ দণ্ড করিয়া লয়, প্রকাশ করে দশের টাকা শিবের গাজনে খরচ করিবে, এ দেশে গাজনকে গাড় কহে, উহাতে উহাদের কতকটা দেশী ধরণের যাত্রা

গান হইয়া আমোদ করে, এ দেশের প্রধান পরবই এই। ঐ উপলক্ষে অর্থ দণ্ড আদায় করিয়া তাহার অধিকাংশ কাছারির দল আত্ম সাৎ করে, কিন্তু দংশ মাড় জন্যে রাখে মাত্র, আর ইহারা গ্রামের লোক সকলের অবস্থা জানে, দোষানুরূপ দণ্ড নহে ক্ষমতানুসারে দণ্ড করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। ঐ কাছারিতে টাকা দিলে বেশ্যা হইয়া গিয়া পুনরায় জাতি পায় এবং বাটীর মধ্যে ভাইজ ভাদ্র বধূ কি যে কোন বিধবা থাকুক গ্রামের কাছারিতে টাকা দিয়া তাহার আত্মীয় মধ্যে যে কেহ হউক লইয়া স্ত্রীপুরুষের ন্যায় থাকিতে পারে, তাহাতে তাহাদের জাতি যায় না কি সমাজিক দোষ হয় না। কৈবর্ত্ত কি উহাদের ব্রাহ্মণ ও এই জেলায় মধ্যম শ্রেণি বলিয়া এক জাতি ব্রাহ্মণ আছেন উৎকল শ্রেণী ও আছেন ইহাদের মধ্যে সধবা বিধবা নির্ণয় দুষ্কর।

উপরে যে মধ্যম শ্রেণী ব্রাহ্মণের উল্লেখ হইল, ইহার মুল কিছু পাওয়া যায় না। উহাদের মুখেই শুনা যায় যে পূর্ব্বে উহারা রাঢ়ীয় শ্রেণী ছিল কেবল ঘটক মান্য না করায় রাঢ়ি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মধ্যম শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। উহাদের এই উক্তি মত আমরা ঘটকদিগের কুলচি অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম কোন স্থানে উহাদের বিষয় উল্লেখ নাই। একারণ যুক্তি দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে উহারা রাঢ়ির মধ্যে থাকিয়া কারণ বশত সমাজ ভ্রষ্ট হইয়া উৎকলীয়দিগের সহিত মিলিত হইবার বাসনায় এই স্থানে আইসেন। কিন্তু উড়েদের জাতি অভিমান বেশী। তাহারা সমাজে গ্রহণ না করায় অগত্যা এই স্থানে রহিয়া যান ও রাঢ় এবং উৎকলের মিলন স্থানে অবস্থিতি জন্য মধ্যভাগ হইল, আখ্যাও মধ্যম শ্রেণী।—

তদপর মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশের কথা ঐ অংশে জঙ্গলময়; একারণ অধিকাংশ সাঁওতাল ভূমিজ মাঝি নধা প্রভৃতি বন্য জাতীর বাস। গ্রাম্য লোক মধ্যে ছোট নাগপুর অঞ্চলের এবং বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের লোকের মত কতটকা ধরণ ধারণ, ফল ইহারা অতি নিরীহ ভাব, চাস চষা ভাত খাওয়া ইহাই বোঝেন বন্যদের জমীদারবর্গ অধিকাংশ খাটাইয়া লয় তদ্রূপ যুক্ত মজুরি দেন না। দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অনেক উড়ের বাস হইয়াছে, উৎকলের ন্যায় রীতিনীতি তাহাদের আছে, কিন্তু অনেকাংশে বাঙ্গালী

ভ্রমণে চলিতেছে, ইহাদের মধ্যে অনেক সম্পত্তিপন্ন গৃহস্থ ইহারাও বন্য বয়ন পূর্ব্বক স্বার্থলাভে বিমুখ নন।

মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি প্রসিদ্ধ জমিদার আছেন কিন্তু ইহার মধ্যে সকলেই ধরা ধরি রাজাখ্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং ইহাদের বাস স্থানকে গড় বলিয়া উল্লেখ করা হয়, এরূপ গড় বলিয়া উল্লেখের আমরা একটী কারণ অনুমান করিয়াছি। কারণটী এই, এজেলায় যে কয়েকটী পুরাতন রাজা ছিলেন, তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, এবং তাঁহাদের রাজধানীকে গড় বলিত। যথা ময়নাগড়; ময়নাগড়ের ময়নার রাজা প্রসিদ্ধ। একণে পূর্ব্ব রাজবংশ নাই, নাম মাত্র এক রাজা আছেন নিজবাদি সামান্য এই অনুকরণে ভূস্বামী মাত্রেই রাজা ও তদীয় আবাসস্থান গড় বলিয়া নির্দ্দেশ হয়। ইহার মধ্যে ময়নাগড়, গড় সমুবাসান, মহিষাদলের গড়, নারায়ণ গড়, রামগড়, লালগড়, বিশেষ খ্যাতপন্ন। ময়নার গড়টী বড় সুদৃশ্য, প্রথমে একটী পয়প্রণালী, মধ্য স্থল, ঐ স্থল ভাগ নিবিড় জঙ্গলময়, উহাতে ময়ূর হরিণ প্রভৃতি বিবিধ বনচর পশুপক্ষী বিরাজিত। তদপর আর একটী প্রশস্ত খাল মধ্যস্থলে রাজবাটী। যদিও মধ্যেজল ভাগ, কিন্তু উভয় খালটীতে জলস্রোত মিশ্রিত আছে, তরণী ভিন্ন রাজবাটীতে যাইবার উপায় নাই। আর গড় সমুবসান তমলুকের রাজধানী ময়ূর ভঞ্জ রাজবংশীয় মধ্যে ময়ূরেধ্বজ নামক জনৈক রাজা এই তমলুকে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ রাজা হইতে বর্ত্তমান রাজা পর্যান্ত সপ্তদশটি পুরুষ গনণা হইতেছে। তমলুকের নাম পূর্ব্বে তাম্রলিপ্তা ছিল। ইহার নিম্নদিয়া রূপনারাণ নদী বহমান। পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশীয়েরা যখন সমুদ্রে গমন করিতেন তখন এই তমলুক হইতেই যাইতেন; এস্থলে অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। ইহার অপর একটী নাম পুরপুরী, এখানে, বর্গভীমা নাম্নী এক মহাপীট ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মূর্ত্তি আছে (লোকে ইহাদিগকে জিসুহরি কহে) তমলুক সম্বন্ধে বহুবিধ বর্ণনা নানা স্থলে আছে, একণে এখানকার রাজা কর্ত্তী কেবল কিঞ্চিৎ দেবত্তর উপসত্ত্বে দিনপাত করিতেছেন। মহিষাদল মেদিনীপুর জেলার মধ্যে একটী প্রধান ইষ্টেট। এই রাজারা কয়ন্তে ব্রাহ্মণ, তদ্ভিন্ন কাঁথির রাজাদিগের বাসস্থান বাজনা

গড়। এ গড়জীও পুরাতন একণে ইহাদের বহু সম্রীক হইয়া হীন অবস্থা হইয়াছে। বিশেষ ইহাদের জমিদারী দশশালা বন্দবস্ত ভূক্ত নহে, যৎকালে দশশালা বন্দবস্ত হয় তৎকালে ইহারা এই স্থির করেন সূর্য্যাস্তে রাজস্ব নাদিলে জমী জারী যখন একেবারে হস্তচ্যুত হইবে, তখন কাইমী বন্দোবস্তে কাজ নাই, মিয়াদি ভাল। তদনুসারে এপর্য্যন্ত সেইরূপ চলিতেছে, ইহাই গভর্ণমেণ্টের মেদিনী পুরের খাস মহাল, এই খাস মহাল কাঁথির রাজাদের হস্তে যে সমস্তই আছে এমত নহে, কাঁথির ছয় মাইল অন্তর গড় বাসুদেব পুরের রাজাদের হস্তেও আছে, এই উভয় রাজাই খাস মহালের প্রধান প্রজা, প্রবাদ বিরাটের দক্ষিণ গো গৃহ মেদিনীপুরে ছিল, তজ্জন্য মেদিনীপুর জেলার এক মাইল পশ্চিম পার্শ্বে একটী স্থানকে গোপ বলিয়া উল্লেখ হয়, চিহ্ন মধ্যে একটী অর্দ্ধ পোয়াপবিমান উচ্চ পর্ব্বতের উপর একটী অট্টালিকা, কিন্তু উহা পুরাতন বলিয়া অনুমান হয়না, কিন্তু কাঁথির রাজাদের এলাকা মধ্যে নিজ কাঁথির তিন মাইল উত্তরে একটী প্রাচীর ও কয়টী শিবালয় দৃষ্ট করিলে, এহা যে প্রাচীন, বিশেষ প্রতিপন্ন হয়।

প্রাচীরটীর ভগ্নাংশ যে স্থানে অভগ্ন আছে আন্দাজ বিংশ কি দ্বাবিংশ হস্ত উর্দ্ধ হইবে, লোক প্রবাদ বিরাটের গোরক্ষার স্থান, আমরা এবিষয়ে অত কোন চিন্তার অবসর পাই নাই কাঁথির রাজা কায়স্থ, বাসুদেব পুরের উৎকল ব্রাহ্মণ, লাল গড় রাম গড়ের রাজারা ভট্ট জাতি, নারায়ণ গড়ের রাজা নিবংশ। তদীয় ইষ্টেটের অধিকার কলিকাতার দুর্গাচরণ লাহা আর তজা মুঠা নামক একটী ইষ্টেট বর্দ্ধমান রাজ ইষ্টেটের অন্তর্গত হইয়াছে, নিজ মেদিনীপুর জেলার অধিকারী নাড়াজোলের রাজা। ইহারা জাতিতে সদগোপ এতদ ভিন্ন মলভুম বাঁসবুনি নাম্নী দুইটী ক্ষত্রির রাজা আছেন ইহাদের জঙ্গল মহালেই জমিদারী ও রাজধানী, তদব্যতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক অনেক গুলি জমীদার আছেন সমুদায় নির্ণয় করিতে প্রস্তাব বাহুল্য হয়।

মেদিনীপুর জেলায় শিক্ষা কার্য্যের বেশ উন্নতি, এত অধিক পাঠশালা বা ছাত্র সংখ্যা কোন জেলায় নাই। হাইস্কুল বা কলেজ চলিতেছে বর্ষে, বর্ষে বহুতর ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে।

মেদিনীপুরের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। শিক্ষাবিভাগের বিস্তার বশত অধিকাংশ কৈবর্ত্ত ও অন্য অন্য কৃষক পুত্র সামান্য শিক্ষা পাইয়া মোকদ্দমা করা বাহাদুরি জানে অধিক সংখ্যা মোকদ্দামা উৎপন্ন করিতেছে। নিজ জেলায় জজ তো আছেনই মাজিষ্টেট ও তাঁহার সাহায্য কারি জয়েণ্ট মাজিষ্টেট এবং চার পাঁচ জন ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট সবজজ ও তিন জন মুনশেফ তত্রাচ মোকদ্দামার শেষ হয় না। তদভিন্ন খাস মহল সম্বন্ধীয় একটী সেরেস্তা আছে। তাহাতে কয়েক জন ডিপুটী ও সব ডিপুটী কার্য্য করেন তমলুক কাঁথি, দুই শাখা খণ্ডে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের সাহায্যকারী একজন করিয়া সব ডিপুটী থাকেন এবং মুনসেফ দুই জন নিয়ত থাকেন, সময় সময়ে অতিরিক্ত আর এক জন মুনসেফ উক্ত উপবিভাগদ্বয়ে আবশ্যক হয়। এরূপ অধিক বিচারকের সংখ্যা সত্বেও পক্ষগণকে সাক্ষ্য লইয়া তিন চারি দিন ফিরিতে দেখা যায় মোকদ্দমা দেওয়ানিতে অধিক হয় না। ছোট আদালত রাজস্ব সম্বন্ধীয় ও ফৌজদারিই অধিক, খাতের মোকদ্দমা ও কম নহে। অনেক সময়ে প্রস্তাবিত আদালত সমূহে জাল দালিল দাখিল উপলক্ষে জালের মোকদ্দমার কথা শুনা যায়। অল্প শিক্ষায় এই রূপ মোকদ্দমা বৃদ্ধি ও নানা অনর্থ ঘটনার কারণ এ জেলার দক্ষ জজ মাজিষ্টেটের প্রয়োজন, প্রায় দেখিতেও সেরূপ মেলে।

মেদীনিপুর জেলা উৎকল ছোট নাগপুর ও বাঙ্গালার মিলনের সন্ধিস্থল, প্রথম যে রূপনারায়ণ নদী পার হইয়াছি পূর্ব্বে ঐ নদীই উৎকলের সীমা ছিল, এবং মেদিনীপুর উৎকলান্তর্গত ভূভাগ। বৃটিশ বন্দবস্তে সুবর্ণ রেখা নদী উড়িষ্যার সীমা হইয়াছে। ফল উৎকল, জঙ্গল, মহাল ও বাঙ্গালার একত্রে সমাবেশ মেদিনীপুরে পরিলক্ষিত হয়। প্রস্তাবিত ত্রিবিধ মনুষ্যের বাসও এই স্থলে। যদিও মেদিনীপুর এক্ষণে বাঙ্গালার অন্তর্গত কিন্তু উড়িষ্যার আমলী সন এখনও এখানে চলিতেছে। ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশীর দিন হইতে এই সাল আরম্ভ। বাঙ্গালায় নয় মাসের অর্থাৎ বার আনা রাজস্ব দিয়া ধান্য ফসল গৃহজাত করিতে হয় এখানের প্রজাদের পাঁচ আনা না দিয়াও শস্য সংগ্রহান্তর পৌষ মাঘ মাসে আট আনা

কি চৈত্র মাসে একেবারে তের আনা খাজনা মীমাংসা করিয়া দেয়। রাজস্ব ছয় সাত কিস্তিতে আদায় হয় কিন্তু সকল কিস্তি সমান নয়। এ বিষয় উৎকল বর্ণনার সময় সবিশেষ বর্ণন করা যাইবে। রাজস্ব আদায় জন্য জমীদারদিগকে বহুসংখ্যক আদালতের আশ্রয় লইতে হয়। মেদিনীপুরের কাঁথি ও বাসুদেবপুর রাজাদের অধীন যে খাস মহলের উল্লেখ করিয়াছি উক্ত খাসমহাল কয়েক বর্ষ হইল গবর্ণমেণ্ট হইতে জরিপ জমাবন্দী হইয়া প্রজাগণকে নাস্তানাবুদ করিয়াছেন, উহারা অন্যায় কর হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য হাইকোর্ট অবধি মোকদ্দমা করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, এদিকে গবর্ণমেণ্টের বাকি রাজস্ব আদায় জন্য প্রজাদের যথা সর্ব্বস্ব সার্টিফিকেট জারীদ্বারা বিক্রয় হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের নিজ জমিদারীর অবস্থা দৃষ্টে আমাদের পূর্ব্বের জমিদারের স্মরণ হয়।

পাঠক মহোদয়গণকে সুবর্ণরেখার তীর দেখাইয়া এ পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের নানা বিষয়িণী ব্যাপারে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলাম, উড়িষ্যার সীমায় লইয়া উৎকল পরিদর্শনের আভাষ প্রকাশ করিয়াছি যখন, তখন দেখাইবই। আপাতত কিছু ধৈর্য্যাবলম্বন করিরা ছোটনাগপুরের রাঁচিবিভাগ দেখুন।

মেদিনীপুরের ঠিক পশ্চিমে যে রাস্তা গিয়াছে সিংহভূম জেলার রাস্তার সহিত মিলিত হওয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মেদিনীপুর হইতে রাঁচি বিভাগে যাইবার ইহাই প্রশস্ত পথ। মেদিনীপুর জেলা হইতে অষ্টত্রিংশ মাইল পশ্চিমে যাইতে হইবে, ইহার মধ্যে ষোড়শ মাইলের পর কংশাবতী নদীকে একবার পার হইয়া শেষ সীমায় পৌঁছাইতে হয়। সীমাস্থলে একটী ক্ষুদ্র তটিনী আছে, ঐ তটিনীর পূর্ব্ব পার্শ্বে মেদিনীপুর জেলা শেষ, পশ্চিম পারে সিংহভূম জেলা আরম্ভ। এই নদী পার হইতে তরণী আদির আবশ্যক হয় না, অতি অল্প স্রোত, মনুষ্য গো গোশকটাদি ইহার উপর দিয়াই যাতায়াত করে, যেস্থানে পার হইতে হয় ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে ওয়াট্‌সন কোম্পানির একটী নীলের কুটী আছে, মেদিনীপুর ও সিংহভূমে উক্ত কোম্পানির নীল রেসমের কার্য্য প্রায় একচেটে বলিলে অসম্ভব হয় না, যাহা হউক এস্থলে পথিমধ্যে ও সকল কথার বাহুল্য নিস্প্রয়োজন। প্রস্তাবিত নদীটী পার হইয়া যে রাস্তাটী সিংহভূমে গিয়াছে এ রাস্তাটী এখনও মৃণ্ময় পাকা হয় নাই, মেদিনীপুরের

সীমা পর্য্যন্ত পাকায় পাকায় আসিয়া এইবার কাঁচায় পড়িলাম, বিষম ধূলী ধুলার পরিমাণ প্রায় এক এক স্থলে এক ফুটের কম হইবে না, যদিও রাস্তাটীর এবম্বিধ অবস্থা তত্রাচ নিয়তই গো যান মহিষ যান সকল পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিতেছে। বাণিজ্য দ্রব্য যাহা মেদিনীপুরে যায় তন্মধ্যে শাল-কাষ্ঠই অধিক, রাস্তাটীর ছয় আট ক্রোশ পার্শে পার্শে এক একটী হাট হয়, ঐ সকল হাটে ক্রয় বিক্রয় জন্য বহুতর গো মহিষের শকট যায়, বিশেষ ঐ সকল স্থলে ভদ্রলোকের পক্ষে গো-যান অব্যবহার্য্য নয়। আমরা ধুলার জন্য আর পদব্রজে যাইতে অক্ষম হইয়া গো-যান অবলম্বনপূর্ব্বক প্রথম দিন দ্বাদশ মাইল গমনের পর একটী হাট ও একটী পল্লি দেখা গেল, ঐ গ্রামের মধ্যে একটী দেশীয় রাজপুত গৃহস্থের আতিথ্য গ্রহণ উদ্দেশে তাহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। ইহাও বলা আবশ্যক প্রস্তাবিত গৃহস্থের আলয় ব্যতীত এস্থলে ভদ্রলোকের বিশ্রামস্থল আর নাই। বাটীর সদর প্রস্তুটী বেশ প্রশস্ত চারিদিকে চকমিলান মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালের গৃহ। বাটীতে গিয়া দেখি এক দিকের চকের মধ্যে তিন চারিটী ভদ্রলোকের ন্যায় মনুষ্য বসিয়া নানা-রূপ কথা কহিতেছে, তাহারাও পথিক। তাহাদের দ্রব্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই চারি মিনিটের পরেই জানিতে পারিলাম একজন স্থানীয় পুলিশের হেড কনেষ্টবল ঐকনেষ্টবলের সহিত একটু মোটা রকমের একটী লোক বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছেন তিনিই গৃহস্বামী, ফল হেড কনেষ্টবল যে প্রণালীতে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন ও কার্য্যের হুকুম সকল প্রদান করিতেছেন তাহাতে তাঁহাকে তদস্থলের শাসনকর্ত্তা কহিলে অসম্ভব হয় না। গৃহস্বামী প্রস্তাবিত নবাব বাবুর মনস্তুষ্ট আশায় কত রকম কথা কহিতেছেন ও তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ জন্য ব্যস্তব্যস্ত। আমরা নীরবে বসিয়া তামাসাই দেখিতেছি, কেন না তখন দিবাসার্দ্ধ অষ্ট ঘটিকার বেসী হয় নাই, এজন্য আহারাদির জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন ছিল না। ক্রমে প্রায় দশটা বাজে তখন গৃহস্বামী হেড কনষ্টেবল বাবুকে স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন, তাঁহার পাকের জন্য সিধা দিলেন, হেড কনষ্টেবল বাবুর জনৈক অনুসঙ্গি পাক করিতে গেল, বাবুও তৈল মাখিয়া স্নান করিয়া আসিলেন, আমরা এ পর্য্যন্ত বসিয়া আছি কি করা যায় ভাবিতেছি, এমত সময় হেড কনেষ্টবলটী আমার নিকট আসিয়া পরিচয়াদি

জিজ্ঞাসা করিল, আমি উদাসীন ব্রাহ্মণ এই উত্তর দিলাম। তখন হেড কনষ্টেবল আমায় কহিলেন স্নান আহার করিবেনতো, আমরা কহিলাম ইচ্ছা বটে, তখন সেই হেড কনষ্টেবল কহিলেন আপনি স্নান করিয়া আসুন আমি সমুদয় জোগাড় করিয়া দিতেছি; তদপর স্নান করিয়া আশার পর হেড কনেষ্টবল গৃহস্বামীর নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন, পরিশেষে দালভাত দধিদ্বারা আহার করিয়া সমস্ত দিবা তথায় অতীত করত রজনী শেষে পুনরায় গো-যানে গমন করিতে লাগিলাম। যামিনীতে পথে দুই একজন লোক কি দুই একখানি যান যাইবার উপায় নাই, দুই পার্শ্বে জঙ্গল মধ্যস্থল দিয়া রাস্তা গিয়াছে, এরূপ তিন চারি মাইল জঙ্গল অতিক্রম করিলে জঙ্গলা জাতীয়ের এক একটী বসত গ্রাম মাত্র, তথায় সহসা আশ্রয় পাইবার উপায় নাই, তবে যে যে স্থলে হাট হইয়াছে সেই সেই স্থলে দেশী গ্রাম্য লোকের বাস আছে। আমরা ঐ দিনেও দ্বাদশ মাইল অতিক্রম করিয়া নৃসিংহ গড় নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম, এ স্থানটী বেস জনাকীর্ণ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোকের বাস, এক সময়ে ধলভূমের রাজাদিগের এই স্থানে স্বাধীন রাজদণ্ড চালিত হইয়াছিল। প্রাতেই ঐ স্থানে পৌঁছিলাম, সমস্ত দিন একটী আপণে অতীত করিয়া পরদিন প্রাতে রওনা হইয়া ষষ্ঠ মাইল অতিক্রমের পর সুবর্ণরেখাতীরে উপস্থিত হইলাম। মেদিপুর সীমাপ্রান্তে উৎকল সীমার প্রারম্ভ স্থল রাজঘাটে যে সুবর্ণরেখার পরিচয় দিয়াছি ইনিও সেই সুবর্ণরেখা, ছোটনাগপুরের পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রস্তর বলুকারাশি ও স্বর্ণকণা বক্ষে করিয়া ছোট-নাগপুর বিভাগের নানাস্থান দিয়া বক্র গতিতে দক্ষিণ মুখে গমনপূর্ব্বক মেদিনীপুর উৎকলকে ভেদ করিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছেন। ইহার নাম সুবর্ণরেখা হইবার কারণ, ইনি বক্ষে যে সকল বালুকা বহন করেন তন্মধ্যে স্বর্ণরেণু সকল মিশ্রিত থাকে, এজন্য ইহার তটবাসী শ্রমজীবিগণ প্রস্তাবিত বালুকা সংগ্রহপূর্ব্বক তাহা হইতে স্বর্ণরেণু বাছিয়া বাহির করে, কিন্তু ইহা পরিমাণে অতি অল্প। অনুসন্ধানে জানিলাম বহু পরিশ্রমে কোন শ্রমজীবি লব্ধস্বর্ণ হইতে চারি পাঁচ আনার বেশী দৈনিক পারিশ্রমিক পোষাইতে পারে না। উল্লিখিতরূপ সুবর্ণ কোন স্থান হইতে আইসে বৃটিশ অনুচরবর্গ এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে সখ্য হন নাই, অদ্যাপি বিবিধবিধ গবেষণা চলিতেছে।

স্মুবর্ণরেখার কুল উপকুল অতীব মনোহারিণী, প্রাকৃতিক শোভায় শোভিত। কোথাও কেবল বিশাল সালবন আবৃত, কোন স্থানে বা অন্য বিধ তরুরাজি লতাকুঞ্জে মিলিত হইয়া নিদাঘে শ্রমশীল পথিকের আশ্রয়স্থল হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এক এক স্থলে বিবিধ পানীয় তরু প্রথামত সজ্জিত রহিয়াছে, আবার অপর দৃশ্য এই যে বিস্তীর্ণ গিরিমালা শীর উত্তোলন পূর্ব্বক যেন স্বদীয় পদতলস্থিত পাদপরাজির অন্তরাল অতিক্রম করত স্বর্ণগর্ভা স্রোতস্বতীর গর্ভ অবলোকন করিতেছেন, এবং সেই সকল ভূধরবাসী জঙ্গলাগণ গিরিরাজের লক্ষ পথ সুগম করার জন্য যেন সতত জঙ্গল বিনাশে রত রহিয়াছে। ধীবরদল দলে দলে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তটে অবস্থিতি পূর্ব্বক জীবনদায়িনীর প্রতি সদাই স্বপ্রেম লক্ষ্য করিতেছে। এই স্থলে যে পারঘাট এখনও তাহার পূর্ব্বপারে আমরা অবস্থিতি করিতেছি, এস্থলে আরও কতক দৃশ্য আছে। প্রথমত এই পারঘাটের বামপার্শ্বে ৺ ধলেশ্বরী দেবী (ইহঁার অপর নাম রঙ্কিনী দেবী) মেদিনীপুরের সীমা অতিক্রম করিয়া সিংহভূমের সীমায় এ পর্য্যন্ত যতদূর আসিলাম এ সমুদয় ধল ভূমের র জার অধিকার, ধলভূমের ভূপতি কর্ত্তৃক ধলেশ্বরী দেবী স্থাপিতা, ধলরাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত এজন্য ধলেশ্বরি নাম, আশ্বিন মাসে শারদীয় মহাষ্টমীর দিবসে এস্থানে যে মহিষ বধ করা হয়, তাহা একবারে দ্বিখণ্ড করে না, এদেশে জঙ্গলাদের মধ্যে এখনও তীর চালনার রীতি বেশ আছে তদজন্য মহিষটীকে রীতিমত উৎসর্গ করিলে প্রথম ধলভূমের রাজা একটী তীর বিদ্ধ করিবেন, তদন্তে উপস্থিত জাবতীয় প্রজাবৃন্দ তীর বিঁধিয়া মহিষটীকে বধ করে। দেবী প্রস্তরে খোদিত সিংহবাহিনী মুর্ত্তি, ক্ষুদ্রায়তন একটী সঙ্কীর্ণ অট্টালিকায় স্থাপিত, দেবীর আলয়ের বামপার্শ্বে একটি পুলিবষ্টেশন, তদন্তে ঠিক স্মুবর্ণরেখার কিনারায় রাজবাটী। মধ্যাহ্নে আহারাদি শেষ করিয়া অপরাহ্নে রাজাটীর সহিত সাক্ষাতার্থ সংবাদ প্রেরণ করিলাম, অনুমতি হইল। তাঁহার বৈঠকখানা বাটীতে সাক্ষাৎ নির্ণয় হওয়ায় তদস্থলেই উপস্থিত হইলাম, উপস্থিত মাত্রেই প্রণাম করিয়া বসিতে আদেশ হইল, জাতিতে ক্ষত্রিয় বয়স দ্বাবিংশ বর্ষ, এক বর্ষমাত্র রাজকার্য্য হস্তে পাইয়াছেন, বসিয়া দেখি চারিটী বারাঙ্গণা সজ্জিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে এবং কয়েকজন মোসাহেব আসে পাশে আজ্ঞা

যোগাইতেছেন, আমরা কিরূপে কোন পথে গিয়াছি রাজা জিজ্ঞাসাদি করিয়া জমাদারের উপর বাসা ও বাসাখরচ দেওয়ার হুকুম হইল, আমরা বাহিরে গেলাম জমাদার কহিল মহাশয় যে বাসায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তথায় থাকুন, নূতন বাসা দেওয়া ভার হইয়াছে, কেন না প্রত্যহ নূতন লোকের আমদানী, আর বাসাখরচ কল্য দিব, আমাদের সকল কথাই হাঁ, আপত্তের কোন আবশ্যক ছিল না, তথায় থাকিবারও কোন প্রয়োজন নাই, তবে দুই এক দিন বিশ্রাম করা ও স্থানীয় অবস্থা অবগত হওয়া মাত্র, এই কারণে রহিলাম। পরদিন আহারান্তে এগারটার সময় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, সে দিবস সমস্ত দিনের আলাপের পর আমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশে কহিলেন, আপনি এখন যাইতে পারিবেন না, আমার রাজ্য সম্বন্ধীয় বহুতর পরামর্শ আপনার সহিত করিব, আমরা স্পষ্ট কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া আসিলাম এবং তাঁহার কার্য্যশৃঙ্খলা যেরূপ দৃষ্ট হইল ও দুই একটী লোকের মুখে যাহা শুনিলাম তাহাতে বেশ বোধ হইল যে শীঘ্রই ইহাকে উৎসন্ন যাইতে হইবে।' ভাল, যদি পরামর্শ শুনিয়া সৎপথাবলম্বী হইয়া কার্য্য করেন তবে অবশ্য কিছুদিন থাকা কর্ত্তব্য, এবম্বিধ বিবেচনানন্তর সে দিবস অতীত হইল, পরদিন সাক্ষাতে রাজা কহিলেন আমার ম্যানেজারের উপর বড় সন্দেহ জন্মিয়াছে। ঘাটআলদিগের সহিত মোকদ্দমা হইতেছে সেই মোকদ্দমায় একজন ডেপুটী কালেক্টরকে দিব বলিয়া বিষ সহস্র ও অন্যান্য খরচ জন্য দশ সহস্র টাকা লইয়াছে, অতএব এ টাকা যে আত্মসাৎ করিয়াছে ইহা স্থির বিশ্বাস। আমরা মোকদ্দমার সমুদয় অবস্থা শুনিলাম ও এক জন আমলা কতকগুলি কাগজাদি দেখাইল তাহাতে আমরা যাহা বুঝিলাম ম্যানেজার ও দেওয়ান প্রভৃতির প্রতারণা প্রকাশ হইল। স্বাধীনভাবে রাজার নিকট মত প্রকাশ করায় রাজা একবারে আমাদের মতের অধীন হইয়া বলিলেন, ম্যানেজারকে হটাৎ নয় করা ভাল হয় না অতএব ম্যানেজার জেলায় যাইয়া যাহা যাহা করিতেছেন আপনি সহকারি স্বরূপ তাহার সঙ্গে গিয়া সকল বিষয় অবগত হউন তৎপরে যাহা হইবে বোধ হয় বুঝিতেই পারিবেন। আমার ও কথকটা মনু হইল আমি রাজাকে বলিলাম আপনি যদি ভ্রাতৃভাবে আমার সহিত ব্যবহার করিয়া পরামর্শের অধীন হন তাহা হইলে তিন চার বর্ষ মধ্যে

ইষ্টেটের উন্নতি ও আয় বৃদ্ধি এবং বন্দোবস্ত করিয়া দিব একাল পর্য্যন্ত বেতন গ্রহণ করিব না কেবল আবশ্যকীয় খরচ দিবেন তদনন্তর আমার প্রস্তাব যখন কার্য্যে পরিণত হইবে এক কালীন কিছু দিবেন লইয়া দেশে যাইব তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং সেইদিন হইতে আমাদের যুক্তিমত চালিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে ম্যানেজার ও দেওয়ান প্রভৃতি মদীয় প্রভুত্ব স্থাপন ও রাজার সহিত পরামর্শাদি (যদি ও গোপনে হয় জনৈক মোসাহেব ম্যানেজারের নিকট সাল (উৎকোচ লইয়া সকল কথা তাহাকে বলিয়া দেয়) স্থির শুনিয়া কি প্রকারে আমরা অন্তর হই তাহারি ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। রাজার নিকট যাহারা সর্ব্বদা থাকিয়া সুরাপানাদি করিত তাহাদের কয়েক জনকে উৎকোচ দিয়া মদীয় বিরূদ্ধে আন্দোলনের চেষ্টা করিতে লাগিল। এ ষড়যন্ত্র সম্বন্ধীয় আমি কিছুই জানিতে পারি নাই, বরং শুনিলাম আমার বিরূদ্ধে একদিন একজন কোন কথা উত্থাপন করে। রাজা তাহাতে আমার পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক তর্ক বিতর্ক দ্বারা সে ভাব তিরোহিত করেন আমি নিজ চিন্তামত রাজার হিতপক্ষে নানা বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে লাগি-লাম। কার্য্য ক্ষেত্রেই অধিকক্ষণ থাকি, এইরূপে প্রায় একপক্ষ অতীত হইল "শতেক কথায় সতী ভুলে।" এই যে প্রবাদ বাক্য ইহা অন্যথা হইবার নয়। সদত পারিষদগণ বিপক্ষতার চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে না পারিয়া শেষে রাজাকে এইরূপে ভুলায়। মহারাজ! এক জন রাজনীতিজ্ঞ মহাভারত মুখে। আপনি একবার নুতন বাবুটীর রাজনীতির পরীক্ষা করিলেন না? রাজা ঐ কথায় উৎসাহী হইয়া একদিন অপরাহ্নে কয়েকটী প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন অর্থাৎ তিনি কালিপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের কয়েকটী বিষয় মুখস্থ রাখিয়াছিলেন আমি যে সকল উত্তর দিলাম তাহা হইল না। অবশেষে মহাভারত খুলিয়া আমায় দেখান হইল আপনার অবিকল এরূপ উত্তর হয় নাই। তাহাতে আমী উত্তর দিলাম যদি ব্যাসের ন্যায় আমাদের উত্তর দিবার ক্ষকতা থাকিত তাহা হইলে এ জঙ্গলে আসিতাম না, জঙ্গল শব্দ বলায় পরেই কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া রাজা বলিলেন তবে কি আমি জঙ্গলা তাহাতে আমরা বলিলাম আপনি জঙ্গলা এমত কি সম্বোধন হইল? তখন

বলিলেন হাঁ হাঁ বোঝা গিয়াছে এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি মনে করিলাম সদাই মদ খাইয়া থাকেন, মদের ঝোঁকে এইরূপ হইয়াছে। এইরূপে সে দিন গেল, কিন্তু আমার অন্তর হবার পরেই পারিষদেরা বোঝাইয়াছে যে উহাকে যে ক্ষমতা দিতেছেন তাহাতেই এরূপ ঘটিতেছে বিশেষ কলিকাতার লোক বহুদিন পরে কিছুতেই গ্রাহ্য করিবে না। সেদিন বলিল ভায়ের মত আমরা সাহেব ভিন্ন বলি না, কাল বলে ভাই আজ বলে জঙ্গলা ; পরে না জানি কি হয় এইরূপ উত্তেজনায় মহারাজ বেশ বেঁকিয়াছেন আমি কিছুই জানি না। কেবল একটী লোকের মুখে জ্ঞাত হইলাম। যখন ও য়ার্ডে থাকিতেন তখন উহাদের শিক্ষক উহাদের দুই ভ্রাতাকে কলিকাতায় লইয়া যায় এবং পরিচয় উপলক্ষে বলেন দেখুন দুইটী জঙ্গলা আনিয়াছি। সেই অবধি শিক্ষকের উপর চটীয়া যান আর ওরূপ কোন কথা হইলে গোলমাল করেন। আমি শুনিয়া ভাবিলাম এক সময় ধীর ভাবে বুঝাইব নাবোঝেন প্রস্থান করিব প্রাতঃকালে সাত আটটার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হয় প্রাতঃ ক্রিয়াদির অনুরোধে ঐ সময় দুইএক ঘণ্টা সুরাপান বন্ধ থাকে। নচেৎ সমস্ত দিবা এবং রজনী যোগে যতক্ষণ না নিদ্রা যান মদ চলিতে থাকে। এজন্য আমার অবসর খুজিতে দুইদিন গেল তৃতীয় দিবস রাত্র নয়টার সময় একজন পারি- ষদ আসিয়া কহিল মহাশয় আপনাকে একবার যাইতে হইবে কারণ রাজার মাতামহ গোষ্টির জনৈক মৃতা অশৌচ উপলক্ষে গোফ ফেলে নাই এজন্য রাজা বলিতেছেন তাহারা হিন্দুআনি রাখিল না তবে আমার মাতামহ গোঠি আমি গোফ ফেলিব। এখনি নাপিত নিয়ে এসো এদিকে বিপরীত মাতাল হইয়াছে এ সময় অস্ত্র নিকটস্থ হইলে না জানি কি হয়। জনৈক জমীদার নিকটে ছিলেন তিনি অনেক বুঝাইয়া শেষে আপমানিত হইয়াছেন এক্ষণে আপনি ভিন্ন উপায় নাই কেননা আপনার কথা অনেক রক্ষা হয়। কি করি বিদ্যালয়ের পণ্ডিত সহ উপস্থিত হইলাম এবং ঐ পণ্ডিতের দ্বারা বলাইলাম যে যদি আপনার হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষণই উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে রজ- নীতে ক্ষৌর কার্য্যে বিধি নাই। একান্তই যদি গোফ ফেলা যুক্তি হয় আগামী প্রাতে বিধি মতে ত্যাগ করিবেন। এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন ঠিক কথা তো ? সে সালাদের জন্য আমি এ নবীন গোঁফ কেন ফেলিব আমি

নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলাম ইহার পর যেই আমার দিকে নজর পড়িয়াছে অমনি বলিল তুই সালা আমায় জঙ্গলা বলিস? আর আমি তোর ভাইয়ের যোগ্য লোক? বল বাবা! পার্শ্বস্থিত বেশ্যা দিগকে দেখাইয়া বলিল ইহাদের মা বল, আমি বলিলাম মহারাজ শতবার বলিতে প্রস্তুত আছি ও ভূস্বামীকে পিতা বলিতে বাধা নাই, আর আমি ভাই বলি নাই ভাতৃ ভাব বলিয়াছিলাম। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" তখন যুক্তি যুক্ত কথা কে শুনে, গতিক দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইলাম শুনিলাম আরো অনেক মধুর সম্বোধন হইয়াছিল। তদপরে বাসায় যাইয়াই ভোরে ও স্থান পরিত্যাগ করিলাম। পরে রজনীতে ও পরদিন পথে জ্ঞাত হইলাম উহার গতিকই ইতিপূর্ব্বে আরো অনেক ভদ্র লোক অপমানিত হইয়াছেন। একটী বেশ্যার স্তন কাটিয়া দিয়া ঘোরতর কাণ্ড করেন তদপর বহু ব্যয় বিধান করিয়া সে দায় হইতে মুক্ত হন। একজন গবর্ণমেণ্ট পাঠশালার পণ্ডিত উহাকে দেখিয়া খাড়া হয় নাই এজন্য হাড়ির দ্বারা তাহার কান মলিয়া দেওয়া হয় এ বিষয় ডিঃ কমিসনরের নিকট উপস্থিত হওয়ায় কোন ফল হয় নাই। উহার বিবাহিতা পত্নী সতুপদেশ দিয়াছিল বলিয়া তাহাকে এরূপ প্রহার করে যে তাহার একটী চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনেক প্রকার উহার গুণাগুণ শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিলাম। পরিশেষে এজন্য সিংহভূমের ডিপুটী কমিসনরকে একখানি পত্র লিখিলাম তদুত্তরে তিনি আমায় উপস্থিত হইয়া ফৌজদারীতে অভিযোগ করিতে উপদেশ দেন। আমি জানিলাম রাজা তাঁহার পালক পুত্রের ন্যায় বিশেষ পণ্ডিতের অপমানের কোন প্রতিকার না করিয়া রাজাকে প্রশ্রয় দেন এজন্য রাঁচির কমিসনরকে এ বিষয়ে এক পত্র লিখি, তিনি অনেকটা অনুসন্ধান করিয়া কৌশলে অর্থ দণ্ড ইত্যাদির দ্বারা রাজাকে কতকটা শাসন করেন।

রাঁচি বিভাগের বিবিধ বিষয়।

ধলভূম হইতে বিয়াল্লিশ মাইল জঙ্গল ময় রথ্যা অতীত করিলে নিজ চাইবাসায় সিংভূম জেলায় পৌছান যায়। সিংভূম হইতে মানভূম বা পরুলিয়া জেলা উত্তর পশ্চিমাংশে প্রায় একশত মাইলের অধিক হইবে। রাঁচি দক্ষিণ পশ্চিমাংশে প্রায় ঐরূপ শতাধিক মাইল হইবে। রাঁচি হইতে

পশ্চিমাংশে সম্বলপুর যাইতে হয়। এ বিভাগে গমনের আর একটি পথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল ওয়ের কর্ড লাইনে গিয়া সীতারামপুর ইষ্টিসনে যাইতে হয়। সীতারামপুর হইতে বরাকর পর্য্যন্ত একটী সাখা লাইন গিয়াছে ঐ বরাকরে নামিয়া প্রথম মানভূমে পৌছাইতে সুবিধা তদনন্তর ওখান হইতে সিংহভুম রাঁচি প্রভৃতি যথা ইচ্ছা যাওয়া যায়।

রাঁচি বিভাগটি পর্ব্বত ও জঙ্গলময়। পূর্ব্বে এ বিভাগ উৎকল সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। উৎকল গ্রহণের কিছু পূর্ব্বে বৃটিশাধীন হয় তদবধি এপর্য্যন্ত বেবন্দবস্ত মহলের ন্যায় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

এ বিভাগে ধান্যই প্রধান শস্য তদ্ভিন্ন অন্য অন্য শস্যাদি অতি অল্পই উৎপন্ন হয়। তাহার কিছুই স্থানান্তর হয় না। কিছু চাউল ভিন্ন স্থানে যায়। তদ্ভিন্ন সাল ও অন্য অন্য জঙ্গলের কাষ্ঠ, লাহা এবং মৃদাঙ্গীর প্রধান পণ্য দ্রব্য জঙ্গল হইতে হরিতকী বহেড়া ও কুচলে ও অনেক রপ্তানি হয়। এই তিনটী দ্রব্য চাষ কি কোনরূপ পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় না; জঙ্গল হইতে বন্য জাতিরা কুড়াইয়া লইয়া হাটে ব্যাপারি দিগের নিকট প্রদানানন্তর লবণ প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য কি সামান্য কিছু পয়সা লয়। নীল ও রেশম কিঞ্চিৎ পরিমাণে উৎপন্ন হয়, কৃষ্ণ মুগ বেশ জন্মে সাধারণত ভদ্র লোকের খোরাক ঐ মুগের দাউল ভাতা; তবে স্থানে স্থানে দুগ্ধ ঘৃত ও বেস্ পাওয়া যায়। মৌওয়া নামক একরূপ ফুল হয় উহা হইতে মদ্য প্রস্তুত হয় এবং ফলে তৈল হয় গরিবেরা ফল সিদ্ধ করিয়া খায় ঐ বৃক্ষের কাষ্ঠ ও বেশ কার্য্যোপযোগী।

এই জেলা দ্বিবিধ মনুষ্যের বাস, জঙ্গলা ও গ্রাম্য জঙ্গলার মধ্যে সাওতাল, ভুমিজ মাবিণ, কোল, নবী, প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের চাল চলন সকলের সমান নহে। প্রত্যেক জাতির বিশেষ বিশেষ বৃত্তান্ত উৎকলের জঙ্গল মহাল বর্ণনার কালিন বিবৃত করিব, অপর গ্রামে লোক মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সকল জাতি আছে; কিন্তু ইহাদের অধিকাংশেরি চেহারা কৃষ্ণবর্ণ এবং অনেকটা জঙ্গলা ধরনের অতি অল্প পরিমাণে সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে শিক্ষিত অতি অল্প, শিক্ষা বিষয়ে যত্ন ও কম চাষ করিব ভাত খাইব। এইরূপ সংস্কার প্রজা মাত্রেরি। বোধ হয় পর্ব্বত ও জঙ্গলের প্রকৃতি অনুসারে বাসিন্দা দের চেহারা ও স্বভাব। চৌর্য্য ভয় এ সকল
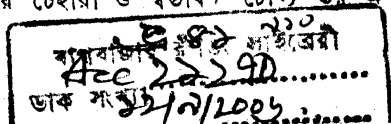
স্থানে বিলক্ষণ শস্য কি কোন দ্রব্যাদি সতর্কতার সহিত রক্ষিত না হইলে হস্তচ্যুত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা, বিশ্বাস ও পরস্পর ততটা নহে; প্রজা মাত্রেই নিঃসঙ্গতিপন্ন বিরল, এখানে ও সঙ্গতি পন্নেরা দুর্ব্বল দলনে ক্রটী করেন না; স্ত্রীলোক দিগের লজ্জা অতি কম। আমরা একদিন (তখন এদেশে নূতন) একটী ভদ্র লোকের বাসায় তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিতে গেলাম। একব্যক্তি দেখাইয়া দিল ঐ সরোবর ঐ স্থানে যান আমরা সরসীতে উপস্থিতানন্তর অবলোকন করিলাম প্রায় বিংশতিটি ললনা কেহ কথক সলিলাভ্যন্তরে দণ্ডায়মানা কেহ কেহ ঠিক ঘাটে কেহ বা কিছু উপরে বসিয়া গাত্রে হরিদ্রা মর্দ্দন করিতেছে। এবং ব্যয় সভাবে অন্দরস্থ কুলকামিনীকুল যেরূপ হাস্য পরিহাস করে ঠিক তদনুরূপ করিতেছে। আমরা কিঞ্চিৎ অন্তর হইতে ঈদৃশ ঈক্ষণে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলাম না। অনুমান করিতে লাগিলাম বুঝি রমণী গণের অবগাহনার্থে এ পৃথক জলাশয়। এখানে পুরুষ আসিবার অধিকার নাই। আমাকে এ পথ দেখাইয়া দিয়াছে বোধ হয় অন্য পুষ্করিণী আছে এবম্বিধ চিন্তাকরিতেছি ইত্যবসরে অপর পুরুষ দ্বয় মদীয় পার্শ্ব দিয়া দ্রুত গতিতে ঐ জলাশয়ে নামিল ও অবগাহন করিতে লাগিল। তখন আমার ও সাহস হইয়া প্রস্তাবিত ব্যক্তি দ্বয়ের সহিত অবগাহন করিয়া চলিয়া আসিলাম। কেবল কায়দা মধ্যে বামাদিগের একটী পৃথক ঘাট কিন্তু তৎপার্শ্বে পুরুষের ঘাট দশম কি দ্বাদশ হস্ত ব্যবধান মাত্র, আমরা পুরুষগণ যে তাহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান কামিনী কুলের সে ভ্রূক্ষেপ নাই; তাহারা পূর্ব্ববৎই সঙ্গিনী সমূহের সহিত হাস্যালাপ ও হরিদ্রা মর্দ্দন করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য উক্ত বামাগণ পূর্ব্ব বর্ণিত পুরুষদের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা তবে কিছু হৃষ্ট পুষ্ট। পায়ে বাঁক মল, নাকে ব্যাসর, হস্তে রূপার খাড়ু ইত্যাদি সামান্য সামান্য রৌপ্য অলঙ্কার মাত্র। বাসায় প্রত্যাগত হইয়া বাসাস্থিত ভদ্র লোক দিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে দৃশ্য দর্শন করিলাম তা। কেবল এই স্থানে না দেশাচার। সকলেই কহিলেন দেশাচার, তদপর ক্রমে অনেক দেখিলাম এ বিভাগের স্বাস্থ্য ভাল।

জমীদার শ্রেণি মধ্যে পঞ্চ কোটের রাজা প্রধান। ইহার বিভব বিলক্ষণ কিন্তু সকল বিশৃঙ্খল। রাজ বংশ একেবারে অশিক্ষিত; নিজ সিংহভুমের

রাজার তাদৃশ বিভব নাই; কিন্তু ইহারা উগ্র ক্ষত্রির বংশসম্ভুত, পশ্চিমের তেজি ক্ষত্রিয় দিগের সহিত সিংহভূমের রাজাদের অদ্যাপি করণ কারণ অর্থাৎ আদান প্রদানাদি চলিতেছে। এই স্থানে একটি কথা মনে হয় যে আসলেআর নকলে অনেক তফাৎ তাহার কারণ সিংহভূমের রাজবংশ আসল, রাজবংশ গুণে ও রাজ মহত্বে তদীয় পরিচয় প্রদানকরিতেছেন। সদাচার পূর্ণ হিন্দু ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং রাজোচিত কর্ত্তব্যে সদত অগ্রসর তবে অর্থে কুলায় না।

আর পঞ্চ কোট, ধলভুম প্রভৃতি সকল ব্যবহার ও কদর্য্য ধনের সৎব্যবহার নহে অশান্তেই সমুদায় ব্যয় এই প্রসিদ্ধ কয়েকটী ঘর ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরো কয়েকটি রাজা জমীদার আছেন।

পুর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি এস্থান বেবন্দবস্তী মহাল, রাঁচির কমিসনর সাহেবই শাসন কর্ত্তা, সিংহভূমে একজন ডিপুটীকমিসনর থাকেন। দেওয়ানি, ফৌজদারি, রাজস্য সম্বন্ধীয় সকল কার্য্যই করেণ, তদ্ভিন্ন দুইজন ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটও একজন মুনসেফ আছেন। কয়েক জন সাবেক ফিরিস্তির উকীল প্রস্তাবিত বিচারক গণের রাজ কার্য্যের সহায়তা করেন, মণি কাঞ্চন যোগ আর কি, এরূপ অবস্থায় নিরূপায় গরিব প্রজাদের যেরূপ ঘটার সম্ভব স্বহৃদয় পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, মানভূমে অতিরিক্ত জজ সাহেব ও কয়েক জন নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবহার জীবি থাকাতে তত্রাচ কথাটা রক্ষা হয়, এই জজ বাহাদুর বিভাগস্থ সমুদায় দেওয়ানি ও দায়রার বিচার করিয়া থাকেন, ডিপুটীকমিসনর দিগের আপিলে কমিসনর বাহাদুরের নিকট হয়, জজের আপিল দস্তর মত হাইকোর্টে হইয়া থাকে।

শিক্ষা কার্য্য ধীরে ধীরে আরম্ভ হইতেছে মাত্র, স্বদেশ বাসীদের ততটা যত্ন ও উৎসাহ এখন হয় নাই, যা কিছু রাজপুরুষ দিগের যত্নে হইতেছে মাত্র; রাঁচি বিভাগে বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়ে, এই তিন ভাষাই প্রচলিত, কারন ইহার পশ্চিমে সম্বলপুর, দক্ষিণে উৎকল, পূর্ব্বও উত্তরে বঙ্গদেশ। এজন্য তিন প্রকারেই ভিন্ন ভিন্ন লোকের আস্থা, কেহ বা একাই তিন ভাষা জানে, তদ্ভিন্ন অধুনা ইংরেজিতে ও দুই চারিজন শিক্ষিত হইতেছে, এখানে তুলসী দাসের রামায়ণের অতি আদর, হিন্দি বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই এই রামায়ণ এদেশে পাঠ করে এবং তানলয়ে অনেকে

উহা পার করে। উড়িষ্যা দর্শনের আশা দিয়া পাঠক মহোদয়গণকে রাজ ঘাটের নিকটবর্ত্তী করিয়া এপর্য্যন্ত অন্য স্থানে অতিবাহিত করিলাম। এক্ষণে চলুন এই রাজঘাট পার হইয়া বত্রিশ মাইল অতিক্রম অন্তে বালেশ্বর জেলা,। বুড়ভলং নামক নদের কিনারায় বালেশ্বর বন্দরও জেলা। এই নদীতে বর্ষা সমাগমে প্রবল শ্রোত হয়, তরণী ভিন্ন পার হওয়া যায় না, কিন্তু গ্রীষ্ম কালে অনায়াসে পদব্রজে পার হইয়া জাওয়া যায়। মেদিনীপুর হইতে বালেশ্বর আসিবার কটক রোডই প্রশস্ত রাস্তা, তদ্ভিন্ন মেদিনীপুর হইতে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের মধ্য দিয়া বালেশ্বর যাইবার আর একপথ আছে, আমরা এই পথেই উৎকল প্রবেশ করি, মেদিনী পুরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তদিয়া মহাপাল অবধি বাইশ মাইল একটী পথ গিয়াছে, আমরা ঐ রথ্যাবলম্বনে গমন করি, এবং যে মহাপালের উল্লেখ করিলাম উহা স্নুবর্ণ রেখার তীরে। এস্থানের অধিকারি প্রহরাজ আখ্যাধারী জৈনক উৎকীলয় ব্রাহ্মণ জমীদার। এই জমীদারেরা বেশ হিন্দুধর্ম্ম নিষ্ঠ ও আতিথেয়, যে প্রকারের অতিথি ইহাদের আলয়ে উপস্থিত হইবে কেহ কিছুতে নিরাশ হন না, সকলকেই সমুচিত সেবা করেন। আমরাও ইহাদের আতিথ্যের অধীন হইয়াছি, আমাদের সহিত আলাপ হওয়ায় বিদায় দিতে চান না; প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি যে হেমন্তের প্রারম্ভে মেদিনীপুর প্রবেশ করি, শীতের প্রারম্ভে রাঁচি বিভাগ অতীতানন্তর শেষ কালে ইহাদের আলয়ে উপস্থিত হইয়া বসন্ত কালের শেষ অবধি ইহাদের ভাল বাসায় অতিত করিয়া উৎকলাভিমুখি হইলাম। প্রস্তাবিত জমীদারদিগের এতাধিক গুণ সত্য কিন্তু একটী প্রধান দোষ, কিছু প্রজা পীড়ক। মহাপালের নিম্নে স্নুবর্ণ রেখা পদব্রজেই পার হইয়া ছয় মাইল পরে গোপীভল্লব পুর নামক একটী স্থানে গিয়া পৌছিলাম, এই স্থলে মেদিনীপুরের শেষ সীমা। একটী পুলীষ এষ্টেসন ও একটী পোষ্ট আফিস আছে, এবং একটী বৈষ্ণবের বাটী আছে, এই বৈষ্ণবটীর ব্যবসায় গুরু গিরি, এই উপলক্ষে বিশেষ সঙ্গতি সম্পন্ন হইয়া ইষ্টক আলয়াদি ও বহুতর বিভব করিয়াছেন, একটী মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরে নির্ম্মিত করিয়া গোপীনাথ নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রস্তরের গুণ বশতঃ গোপী

নাথ সর্ব্বদাই জানিতেছেন, এই ঘটনা জনিত গোপীনাথের ও তদীয় সেবক বৈষ্ণবের অলৌকিক ক্ষমতা বোধে, এতদ্দেশীয় ও উৎকলের জঙ্গল মহলের রাজগণ উক্ত বৈষ্ণবকে অভিষ্ট রূপে বরণ করিয়াছেন, এই বৈষ্ণব বংশের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন এস্থানে বসবাস করেণ, তৎকালে এ স্থান ঘোর অরণ্যময় ছিল, গতি বিধির সুবিধা ছিল না, সেই অবস্থায় কোন চতুর বৈষ্ণব ইন্দ্রজালাদি দ্বারা এদেশীয়দের আয়ত্ব করেন, কেন না, ইহাদের অনেক অলৌকিক ক্ষমতার গল্প শুনা যায়। যাহাহউক ইহাদের গোঁশাই উপাধি এবং জঙ্গল খণ্ডের মধ্যে গোপী বল্লভপুরের গোঁশাই উপাধি এবং জঙ্গল খণ্ডের মধ্যে গোপী বল্লভপুরের গোঁসাই গোষ্ঠি গণনীয়। এস্থান হইতে চতুর্ব্বিংশ মাইল অনবরত দক্ষিণ পশ্চিম মুখে অরণ্য অতীত করিয়া ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারী পোদা মোকামে পৌছিয়া রাজার দেওয়ানের বাসায় আশ্রয় লইলাম, এবং কয়েক দিবস এই স্থলে অতীত করণানন্তর রাজ্য সম্বন্ধীয় বহুতর বিষয় অবগত হইলাম। ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যার অন্তর্গত করদরাজ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহাদের রাজস্ব ও দেওয়ানি বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা, কেবল ফৌজদারী সম্বন্ধে সাত বর্ষের অধিক কারাদণ্ড দিতে পারেন না। তদতিরিক্ত দণ্ডবিধান করিলে উৎকল কমিসনরের নিকট বিচারার্থে প্রেরণ করিতে হয়। অনু-সন্ধানে অবগত হইলাম বর্ত্তমান রাজাদিগের রাজ্যারম্ভ বঙ্গীয় পাঁচ সাল হইতে এবং এক চত্বারিংশপুরুষ রাজত্ব করিতেছেন। বর্ত্তমান রাজা নাবা-লক; দুইজন পিতৃব্য আছেন ইহাদের বংশের প্রাচীন রীতি অনুসারে পিতৃব্য দ্বয় নাবালক রাজ্যের রক্ষক। বিশেষ স্বাধীন রাজ্য সহসা ইহাতে সম্রাটের হস্তক্ষেপের কারণ দেখা যায় না কিন্তু বিভাগীয় রাজপুরুষ দিগের চক্রান্তে রাজা দিগের সত্বাসত্ব পক্ষে কিছুমাত্র লক্ষ না করিয়া উৎকল কমিস-নরের উপদেশ ক্রমে এই রাজ্যের শাসন দণ্ড বঙ্গাধিপ স্বহস্তে নাম মাত্র গ্রহণ করিয়া প্রকারান্তরে বিভাগীয় কমিসনর বাহাদুরের হস্তে সমুদায় ন্যস্ত করিয়াছেন। বিভাগীয় প্রভু ও তদীয় সহকারী বিদ্যাদিগগজ মহোদয় দিগের অনুগত ব্যক্তিগণই বর্ত্তমান ময়ুরভঞ্জের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। বন্দবস্তটি দেখিয়া অবাক হইতে হইল।

একজন ইংরেজ ম্যানেজার আছেন. ইনি ইতিপূর্ব্বে কেনাল বিভাগের দুই শত টাকা বেতনের ডিপুটি কালেকটার ছিলেন এবং ইহার অসৎব্যবহার জনিত প্রজাপুঞ্জের নিকট বারম্বার লাঞ্ছিত ও হতমান হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সাত শত টাকা বেতনে ইনি রাজ্যের রাজা, হাজার অবধি বেতন হইবে। যে ব্যক্তি একটি সামান্য বিভাগে বারম্বার অপদস্থ হইয়াছে ; এরূপ কাণ্ডজ্ঞান হীন ব্যক্তি রাজ্য শাসনের উপযুক্ত বিবেচিত হইল। শুনিলাম ম্যানেজারের নিযুক্তে সম্বন্ধে কমিসনর এই যুক্তি দেখান যে এ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের কার্য্য উপলক্ষে বারম্বার নিগৃহীত হইয়াছেন অতএব ময়ুরভঞ্জের ম্যানেজারির সুযোগে ইহাকে উন্নতি দেওয়া হউক। সাবাস যুক্তি—আর স্বদীয় সহকারি দেওয়ান, এই দেওয়ানটী স্বর্গীয় মহারাজার সময় ছয় সাত বর্ষ পূর্ব্বে তৎকালের কমিসনরের অনুরোধে নিযুক্ত হন, নামে দেওয়া কার্য্যে রাজা কিছুই ক্ষমতা দেন নাই, কেবল তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা একটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারি সহকারি স্বরূপ সেই খানে রাখিয়াছিলেন। শুনিলাম রাজ ভ্রাতাও তাহার উপর এতদূর অসন্তুষ্ট হন যে কয়েকবার অপমান করিয়া বিদায় দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কেবল কমিসনর সাহেবের প্রেরিত বলিয়া রাজা তাড়াইয়া দিতে পারেন নাই। ফলত মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন, বিশেষ মোটা বুদ্ধি বলিয়া রাজা অশ্রদ্ধা করিতেন. অর্থাৎ রাজা দেওয়ানকে উড়ে ভাষা শিখিতে বলেন কিন্তু দেওয়ান তিন চারি বর্ষেও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারায় ও রাজ ঘরের গূঢ় সংবাদ প্রকাশ করায় বিশ্বাস ঘাতক মনে করিয়া অশ্রদ্ধা করিতেন। রাজার পরলোকান্তে সহকারি কমিসনর রাজধানীতে আইসেন। দেওয়ান প্রথমত তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া রাজ ভাণ্ডারের অপব্যবহার, তাহার পর রাজ ভ্রাতাদিগকে তফাত করিয়া কৌশলে বর্ত্তমান বন্দোবস্তের আবির্ভাব করিয়াছেন ; আর ইহাও এক আশ্চর্য্য উৎকলে যে কমিসনর আগত হন সকলেই সহকারির মন্ত্রে দিক্ষিত হইয়া চালিত হন। এই কুনীতি জন্যই ময় রভঞ্জের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা উপস্থিত।

আর একটী বড় আশ্চর্য্য দৃশ্য ময়ূর ভঞ্জে দৃষ্টি করিলাম। একদিন দেখি রাজপথ পরিস্কার, ফটক নির্ম্মাণ, বাজির আয়োজন প্রভৃতি হইতে লাগিল। দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম এরূপ ধুমধামের কারণ কি, উত্তর করিলেন

কমিসনর সাহেব আসিবেন তাঁহার জন্য; তদুত্তরে আমরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার খরচ ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং দিবেন না কোন রূপ চাঁদা করিয়া সংগ্রহ হইবে। তাহাতে তিনি নাকিশুরে উত্তর করিলেন না এখন ইষ্টেট হইতেই খরচ হইতেছে স্বর্গীয় রাজা এইরূপ করিতেন। রাজা বাজে খরচ করিতেন তাই কমিসনর নিজে অধ্যক্ষ হইয়া নিজের অভ্যর্থনা জন্য নিজেই বাজে খরচ করিলেন। কেবল অভ্যর্থনার খরচেই যে শেষ হইল এমত নয় কমিসনর যেদিন আসিলেন তৎ পরদিন সাত আটটী সাহেব ক্রমান্বয়ে পৌছিয়া ময়ূরভঞ্জ গুলজার করিলেন। দুইদিন ধুমধামের সহিত সকলেরি শিকার হইল, আসা জাওয়া খাওয়া শিকারের ব্যয় সমুদায় ইষ্টেটের কমিসনরের আগমনের তৃতীয় দিবসে আরো অদ্ভূত দৃশ্য। প্রাতঃকালে পুলীষের প্রধান কর্ম্মচারি গণকে দেওয়ানের বাসায় উপস্থিত করিয়া গোপনে কি উপদেশ দিলেন এবং সকল কার্য্য কারকই যেন স্বস্বব্যস্ত। দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম মহাশয় ব্যাপারটা কি উত্তর দিলেন নাবালক রাজাকে কটকে পাঠার্থে কমিসনর সঙ্গে লইয়া যাইবেন। কিন্তু রাজ পিতামহী (কেননা রাজ মাতা নাই) ও রাজ পিতৃব্য ও ত্বদীয় পত্নীগণ বালককে যাইতে দিতে ইচ্ছুক নন। তাঁহাদের মত রাজধানীর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হউক। অমতে যদি রাজাকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে সাঁওতাল প্রজাদ্বারা বিদ্রোহ উৎপন্ন করিবেন এইরূপ শুনিতেছি। একারণ পুলিষ প্রভৃতি সতর্ক করিতেছি, এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছি এমত সময় সম্মূখে ক্রন্দনের কোলাহল উঠিল। একজন আসিয়া দেওয়ানকে সংবাদ দিল কমিসনর যাবামাত্র রাজা সঙ্গে বাহির হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার সহিত ত্বদীয় পিতামহী পুরস্ত্রী বর্গ ও নগরীস্থ নরনারী সকল কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছেন। শুনিয়া দেওয়ান গেলেন, আমরা ও দেখিবার জন্য গেলাম; হায়! যে রাজপুর বাসিনী গণকে চন্দ্র সূর্য্য স্পর্শ করিতে পান নাই বোধ হয় যেন তাহারি প্রতিশোধ বাসনায় অদ্য রাজ পিতামহী রথ্যায় দণ্ডায়মানা ও তপনতাপে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরা। তেজহীনা উন্মাদিনী প্রায়, সঙ্গে সঙ্গিনী সমূহ ও সমভাবাপন্না কমিসনরের হুকুম হইল দেওয়ান যে ঘরে কাছারি করেন রাজাকে সেই ঘরে রাখা হয়। নিকটে কেহ যাইতে না পায় ও পুলিষ

রীতিমত পাহারা দেয়। বিনা হুকুমে কম্পাউণ্ডের নিকট কেহ না যায়। পাঠকবর্গ অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করুন ময়ূরভঞ্জের মহারাজ আজ নিজের পুলিষে নিজে আবদ্ধ। স্ববলে আবদ্ধ হওয়া বোধ হয় এরূপ দৃশ্য অল্পই কেহ দেখিয়া থাকিবেন। আমরা পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছি এমত সময় রাজ পিতা-মহী ও নৈকট্য সম্বন্ধীয়া পুরনারীগণ রাজার নিকট গমনোদ্যতা হইলে প্রথম পুলিষ কর্ম্মচারি বিনয়ের সহিত রাজ পিতামহীকে কমিসনরের আদেশ জ্ঞাপন করিল সিংহিনী কি ব্যাঘ্রের বিভিশিখায় ক্ষান্তা হয়? পুলিসের কথা উপেক্ষা করিয়া বলপূর্ব্বক সঙ্গিনী সহ ভূপ সমীপে উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আহা দেখিযা পাষাণ হৃদয় ও দ্রব হয়। আমরা আর দেখিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেলাম। শুনিলাম কমিসনর এই সংবাদ পাইয়া হুকুম দিয়াছেন তিনি নিকটে গিয়াছেন কিছুক্ষণ থাকুন আর যেন কেহ না যায়। তদ্‌পর যামিনী যে কমিসনর রাজাকে সঙ্গে লইয়া কটক প্রস্থান করিলেন।

ময়ূর ভঞ্জের রাজধানী ক্ষুদ্রায়তন। দীর্ঘ প্রস্থে এক মাইলের বেশী হইবে না। পশ্চিমে বুড়ভলং নামে নদ ও পূর্ব্বে চিপট নাম্নী স্রোতশ্বতী, উত্তরে সরাণ আখ্যাধারিণী ক্ষীণকায়া তটিনী। এই সকল নদী হইতেই নগরীর আব-শ্যকীয় জলের কুলান হয়। গ্রীষ্মকালে বা বসন্ত সময়ে শেষ উল্লেখিত তটিনী দ্বয়ে বহমানা স্রোত দৃষ্ট হয় না, অন্তঃ সলিলা থাকিয়া জীবন প্রদান করেন কিয়দংশ বালি টানিয়া একহাত পরিমিত নদী গর্ভ খনন করিলে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় রাজ বাটীতে কয়েকটি পুরাতন প্রণালীর অট্টালিকা আছে। কিন্তু কিছু নূতন ও প্রস্তুত হইতেছে, এক্ষণে বাজারে সমুদায় খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। দেশোৎপন্ন বিরী ও মুগকলাই যথেষ্ট পাওয়া যায়। ধান্য হৈমান্তিকের ন্যায় আউস ওপ্রচুর জন্মে, সকল প্রকার লেবু, আম্র কাঁঠাল প্রভৃতি বিবিধ ফল ও পাহাড়ের গর্ভে অনেক প্রকার আলু ও কচু উৎপন্ন হয়। যাহা কিছু জন্মে ইহার মধ্যে কোন খাদ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানীর উপ-যোগী হয় না। জঙ্গলের স্বভাব লব্ধ সাল কাষ্ঠই বিদেশে প্রেরণের পণ্য দ্রব্য।

এ রাজ্য পর্ব্বত ও জঙ্গলময়। পর্ব্বত জঙ্গল ও জঙ্গলা প্রজাদের বর্ণনীয় বিষয় অনেক আছে। সে সমুদায় উৎকলের জঙ্গল মহালের বৃত্তান্ত বর্ণন কালে

বর্ণিত হইবে। ময়ুরভঞ্জের রাজকার্য্য বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশী শাসন কর্ত্তা দ্বারা শোচনীয় ভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে। শিক্ষা কার্য্য রাজার সময়ে যে ভাবে নির্ব্বাহ হইয়াছে শুনা গেল উপস্থিতে তাহার অবনতি উপলব্ধি হয়।

ময়ুর ভঞ্জ অতি পুরাতন রাজ্য, কোন সময়ে কাহার কর্ত্তৃক প্রথম রাজদণ্ড চালিত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই, তবে এই মাত্র প্রবাদ বাক্যে জানা যায়, ভঞ্জ উপাধি ধারী জনৈক জঙ্গলা রাজার হস্তে প্রথম এ রাজ্যের রাজ-দণ্ড চালিত হয়। তৎপরে বঙ্গীয় সাল আরম্ভের প্রাক্‌কালে জয়পুর রাজবংশীয় জয়সিংহ নামে জনৈক রাজপুত্র, পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের দর্শন উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন, তৎপর উৎকল সম্রাটের নিকট পরিচিত হওয়ায় তাঁহার পুত্র দ্বয় আদিসিংহ ও জ্যোতিসিংহ, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ আদি সিংহকে সম্রাট তনয়া সম্প্রদান করিয়া জয় সিংহের সহিত বৈবাহিক সূত্রে বদ্ধ হন। তৎপর সম্রাটের সাহায্যে জয়সিংহ ময়ূরভঞ্জের প্রান্ত সীমায় বামুন ঘাটী নামক প্রদেশ স্বীয় আয়ত্ব করিয়া রাজোপাধি গ্রহণ করেন। পরে আদি সিংহ পিতার অবর্ত্তমানে রাজা হইয়া কনিষ্ঠের সাহার্য্যে ক্রমে ক্রমে বাহু বল ও কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক ভঞ্জরাজ বংশের উচ্ছেদ করিয়া স্বয়ং সমগ্র ময়ূরভঞ্জের রাজা হন। এক্ষণে ক্যঞ্ঝর বলিয়া যে একটি সতন্ত্র রাজ্য ময়ূরভঞ্জের পার্শ্বে প্রতিষ্টিত ও রাজ্যটীও ময়ুর ভঞ্জের অন্তর্গত্ব ছিল, আদি সিংহ সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া ভ্রাতাকে কিয়দংশ অর্পণ করিয়া তথাকার রাজা কে েন। তৎকালে এই উভয় রাজ্যে া যে যে স্থলে রাজধানি স্থাপিত হয় একের নাম আদিপুর ও অপরের নাম জ্যোতিপুর। ময়ূর ভঞ্জের রাজধানী প্রথম আদিপুরে তদপর হরিপুর নামক স্থলে, বর্ত্তমানে বারী পোদায়, যে যে স্থানে পুরাতন রাজধানী ছিল তথায় অদ্যাপি প্রস্তরময় বহু দেব দেবীর মূর্ত্তি ভগ্নাবশেষ আছে, এবং কমিসনর সাহেব কতকগুলি সংগ্রহান্তর মিউজিউমে প্রেরণ করিয়াছেন। আর এক কথা রাজা দিগের মোহরে কি নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যাদিতে ময়ূরাঙ্কিত চিহ্ন কি জন্য ব্যবহার হয় তাহার সন্তোষ জনক অনুইন্ধান অদ্যাপি কেহ করিতে পারেন নাই! যে কারণেই ময়ূর চিহ্ন হউক ঐ ময়ূর চিহ্ন ও রাজাদের ভঞ্জ উপাধি দ্বারা রাজ্যের নাম ময়ূর ভঞ্জ হইয়াছে ইহা স্বভাবত অনুমান করা যাইতে পারে। আর বলা বাহুল্য

যে জয় সিংহ রাজত্ব গ্রহণের পর পূর্ব্ব ভূপতি দিগের ভঞ্জ উপাধি গ্রহণ করেণ' অদ্যাপি ঐ উপাধি চলিতেছে।

আর এক কথা কেহ কেহ কহেন এ রাজ্য কিচকের শাসিত ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ একদেবী মূর্ত্তি রাজধানীতে স্থাপিতা আছেন। ইহাকে কিচকেশ্বরী কহে। ইনি দেবীর ন্যায় গঠিত, কিন্তু সম্মুখের একখানি বঁটী, ঐ বঁটীদ্বারা একটী বালককে কাটীতেছেন, এরূপ গঠন কোন পুরাণ বা তন্ত্র অনুসারে তাহার রহস্য ভেদে আমরা অক্ষম, আর কিচকের সহিত মহাভারতের বিরাট পুরেই পরিচয়॥ বিরাট শ্যালক বলিয়া তিনি সমাজে পরিচিত রাজ উপাধিতে কোথাও দৃষ্টি হয় না। যদি মেদিনিপুরে বিরাটের গোগৃহ ইত্যাদি থাকাসম্ভব হয় তাহা হইলে তাহারি পার্শ্বে ময়ুর ভঞ্জে কিচকের কিছুকালের জন্য আধিপত্য হইলেও হইতে পারে, কিম্বা বিরাট শ্যালক ভিন্ন অন্য কোন কিচক থাকিলেও থাকিতে পারে।

ময়ুর ভঞ্জের আর একটী পরিচয় দিতে ভুলিয়াছি। ৺ পুরীর অনুকরণে এক জগন্নাথ মূর্ত্তি ও মন্দির আছে, পুরি অনুকরণে ভোগ ইত্যাদি হয়, এবং রথও পুরীর মত সেই মাপে তিন খানি হয়। রথযাত্রার সময় বেশ সমারোহ হয়, এই জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখে এক খানি চমৎকার আটচালা সংস্থাপিত আছে। তিনটী কাষ্ঠের গম্বুজে আটচালাটী শেষ। ঐ গম্বুজের কাষ্ঠগুলি যে প্রণালিতে মিলিত তাহাতে যেন একখানি কাষ্ঠ হইতে খোদাই বোধ হয়, এই বাটীতে একটী বট বৃক্ষ আছে ইহার পত্র গোকর্ণের ন্যায় এজন্য সকলে গোকর্ণ বট কহে।

ময়ুরভঞ্জে বসন্ত কালের শেষ ভাগ শেষ করত গ্রীষ্মের প্রাক্‌কালীন এবং দিনবর্তী সালের আদ্য মেষ রাশির প্রারম্ভ মাত্রেরই বালেশ্বর গমনে প্রস্তুত হইলাম। বারীপোদা হইতে দক্ষিণ মুখে দ্বাত্রিংশ মাইল অগ্রসর হইয়া কটক রোডে পূর্ব্বোল্লিখিত বুড়ভলং উপকূলে উপস্থিত হওনান্তর পদব্রজেই নদের পর পারে উত্তীর্ণ হইলাম। যে দ্বাত্রিংশ মাইল রাস্তায় আসিলাম উহা সমুদায়ই ময়ুর ভঞ্জ রাজ্য মধ্যে এবং মহারাজের নিজব্যয়ে নির্ম্মিত। রথ্যাটী পাকা কিন্তু পথের উভয় পার্শ্বেই জঙ্গলময়, রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া যোড়শ কি অষ্টাদশ মাইল মধ্যে পানীয় জল পাওয়া দুষ্কর, অদ্যাপি জলের কোন বন্দোবস্ত

হয় নাই, জলাভাবে আমরা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলাম, যাহাহউক এক্ষণে বুড়ভলং তীর অতিক্রম পূর্ব্বক এক মাইলের পর বালেশ্বর নগরী প্রাপ্ত হইলাম। কটক রোডই বালেশ্বরের প্রধান রাস্তা, জেলার দুই কি তিন মাইল অন্তর পূর্ব্ব সীমানায় বঙ্গোপসাগর প্রবাহিত। উক্ত সমুদ্র যোগে কলিকাতা হইতে অর্ণবযান সমূহ বাণিজ্য দ্রব্য ও যাত্রীগণকে লইয়া অষ্টাহ অন্তর গমনাগমন করে। সমুদ্র পথে আসিয়া যে বুড়ভলং নদের বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। ঐ নদের মোহানায় যান সকল প্রবেশ করত পণ্য দ্রব্য আদান প্রদান করে। বিশ্বস্ত সূত্রে জ্ঞাত হইলাম এই সকল পোতারোহী যাত্রীদিগকে যানস্থ কর্ম্মচারিগণের অভদ্রতা জনিত অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। একারণ কেহই সহজে উক্ত জাহাজে যাইতে ইচ্ছুক হয় না কেবল অল্প সময়ে যাতায়াত হয় এই কারণেই লোকে কষ্ট সহ্য করিয়া যায়। বড় দুঃখের বিষয় জাহাজের কর্ত্তৃকপক্ষগণ কেহই এ বিষয়ের অনুসন্ধান করেন না। উক্ত বালেশ্বর জেলাটী ক্ষুদ্র আয়তন এ স্থান হইতে চাঁদবালী নামক সমুদ্র তীরস্থ বন্দরে যাইবার একটী প্রশস্ত রাজ পথ আছে, ঐ পথটী প্রায় বালেশ্বর হইতে অষ্টাবিংশ মাইল দক্ষিণ প্রান্তে হইবে। পশ্চিমে ছয় মাইল একটী রাস্তা রেবুনা নামক বন্দরে গিয়াছে, যদিও বালেশ্বর সহর হইতে রেবুনা ষষ্ঠ মাইল ব্যবধান কিন্তু উক্ত স্থলে বিলক্ষণ বাণিজ্য ব্যবসায় নির্ব্বাহ হয়। এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থের অনেকটা বসতি আছে। পূর্ব্বে মেদিনীপুর সীমায় যে গোপীবল্লভপুর ও গোঁসাই বৈষ্ণবের উল্লেখ করিয়াছি, ঐ বৈষ্ণবের এই স্থলে এক দেবালয় আছে। ইহার নাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ; ইনি এদেশে খুব প্রসিদ্ধ এবং উৎকল গমনের সমুদায় যাত্রী ইহাকে দর্শণ করিয়া থাকে, প্রবাদ ইনি বড় ক্ষীর ভক্ত, একদা ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে ক্ষীর চুরি করিয়া খাইয়াছিলেন, একারণ ক্ষীর চোরা গোপীনাথ কহে, সমাগত যাত্রী বৃন্দ এজন্য ইহাকে ক্ষীর ভোগ দিয়া থাকেন। বালেশ্বর সহরের এক মাইল অন্তর হইতে আর একটী শাখা বাহির হইয়া নীলগিরি নামক করদ রাজ্যে গিয়াছে। এরাজ্যের রাজধানী বালেশ্বর হইতে অষ্টম মাইল মাত্র। ময়ূরভঞ্জের ন্যায় রাজ শক্তিতে এ রাজ্য ও সমকক্ষ কারণ বিশেষ এই ময়ূরভঞ্জে নাবালগ বশত সাহেব ম্যানেজার দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, নীলগিরিরাজ স্বয়ং ক্ষমতাপন্ন হইয়াও

ষরওয়া গোলযোগ জন্য একজন ইংরেজ ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট্‌কে ম্যানেজার রাখিয়াছেন। সাধারণত যতদূর দেখা যায় ময়ূর ভঞ্জের ম্যানেজার অপেক্ষা নীলগিরির ম্যানেজার অনেকটা যোগ্য এবং ভদ্র লোক। অপরাপর প্রাকৃতিক শোভা এ রাজ্যের সমুদায়ই ময়ূর ভঞ্জ সদৃশ প্রস্তাবিত স্থান সকলে যাইতে বালেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন রথ্যাদি নাই। বালেশ্বর জেলাটী বিশেষ সুশৃঙ্খল মত নয়, নদের তীরে মাঠ মধ্যে জেলার পূর্ব্ব পার্শ্বে মতিগঞ্জ নামক স্থানে বাজার। স্বাস্থ্য মন্দ নয় পুষ্করণী দুই একটী আছে কিন্তু কোয়ার জলই সাধারণ্যে ব্যবহার্য্য, বালেশ্বরে বহুতর খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর বাস খ্রীষ্টান মধ্যে ছোটলোকের সংখ্যাই অধিক। কয়েক জন পাদরী ও আছেন, এই খ্রীষ্টান দলের মধ্যে রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীই এই সম্প্রদায়ের একটী সুদৃশ্য গির্জ্জা এখানে আছে। ঐ গির্জ্জাটীকে বালেশ্বরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হর্ম্ম্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মতিগঞ্জ বন্দরের পার্শ্বে একটী বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় উহা কোন সময়ে কাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

বালেশ্বরের উৎসন্ন শস্য, রাজনীতি সমাজ নীতি প্রভৃতি সমগ্র উৎকলের একেবারে বর্ণিত হইবে, কেন না উৎকলের মধ্যে বৃটিশ শাসনাধীন বালেশ্বর, কটক, পুরী এই তিনটী জেলা মাত্র। এই জেলা ক্রমেই উড়ু জাতির বাস এবং প্রস্তাবিত তিন স্থানেরই প্রাকৃতিক বিষয়াদি একই ভাব একারণ এ সকল বিষয় একত্রেই বর্ণিত হইবে, এক্ষণে কেবল গম্য পথ ও তদীয় আনুসঙ্গিক দুই চারিটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া যাইব।

বালেশ্বর পরিত্যাগে পুনরায় কটক রোড্‌ অবলম্বনে দক্ষিণ মুখে চলিলাম, দ্বিচত্বারিংশ মাইল অতীতের পর ভদ্রক নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এ স্থান বালেশ্বরের একটী শাখা খণ্ড, উপরিভাগের উপযোগী যেরূপ সমুদায় স্থানে সংস্থাপিত এখানেও তদনুরূপ সমুদায় আছে, একটী ক্ষীণকায় নদী নিম্নে অবস্থিতা। আমরা একটী পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টরের বাসায় আশ্রয় লইলাম, এই ভদ্রক হইতে কটক সহর ষষ্ঠী মাইল ব্যবধান বরাবর কটক রোড্‌ গিয়াছে, সংপ্রতি এই স্থান হইতে একটী কেনাল প্রস্তুত হইয়াছে, এই পয়ঃপ্রণালী ব্রাহ্মণী বৈতরণী নদী ভেদ করিয়া কটকের নিম্নে মহানদীতে মিলিত

হইয়াছে, ভদ্রক মহকুমায় বর্ণনার যোগ্য কিছুই নাই। তবে মহকুমার দুই মাইল পূর্ব্বে একটী বন্দর আছে, ঐ বন্দরে বিস্তারিত রূপে ব্যবসায় বাণিজ্যাদি চলে, আর এখনও উৎকলে জমীদার ও মহাজনদিগের দ্বারা চুক্তি ক্রমে কিঞ্চিৎ লবণোৎপন্ন হয়, ঐপ্রস্তাবিত বন্দরে কিয়দংশলবণ গোলাজাত থাকে। ভদ্রকে অনেক গুলি গ্রহাচার্য্যের বাস ইহারা বাজারে সকলেই উপস্থিত থাকে, এবং আগন্তুক পথিকমাত্রকেই শুভাশুভ গণনার্থে উত্তেজিত করিয়া গণনা পূর্ব্বক কিছু কিছু পয়সা সংগ্রহ করে। বলা বাহুল্য ইহার মধ্যে অধিকাংশ মূর্খ সর্ব্বস্ব। দুই এক জন কথঞ্চিত শিক্ষিত আছেন। কেননা আমরা তিন দিবস ঐ স্থানে অতীত করি, একারণ প্রত্যহই বাজারে বেড়াইতে যাইতাম, গেলেই উহারা আক্রমণ করিত; আমরা একে একে সকলকে পরীক্ষা করি। সাতজনে মধ্যে একজনের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, এবং যে যে কথা গুলি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন আমাদের তাহা ঘটিয়াছে। এইরূপে ভদ্রকে কয়েকদিন কাটাইয়া পরদিন দ্বিপ্রহরের সময় কটক গমন মানসে কেনালস্থিত ষ্টিমারে উঠিলাম। পূর্ব্বে যে কটক অবধি কেনাল গমনের উল্লেখ করিয়াছি, ঐ কেনালে গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে নব্যাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যেরূপ মেদিনীপুর কেনালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্পীয় যান যাতায়াত করে এই স্থানেও তদনুকরণে চলে, তবে প্রথমে মেদিনীপুর কেনালে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ংই নব্যাকার্য্য করিতেন এক্ষণে কিঞ্চিৎ লাভের বন্দোবস্ত করিয়া হোরমিলার কোম্পানীর হাতে উক্ত কার্য্য অর্পণ করিয়োছেন। এই ভদ্রক কেনাল ও চাঁদবালী বন্দর হইতে কটক পর্য্যন্ত আর একটী কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালি আছে। এই উভয় স্থানে ন্যাব্যকার্য্য এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের স্বহস্তে চলিতেছে। বড় দুঃখের বিষয় যে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং যে কার্য্যের অধ্যক্ষ, তাহাতে বিশৃঙ্খলা, অর্থাৎ জাহাজে উঠিয়া বসিবার স্থান অন্বেষণ করায় যে সমুদায় মালের বস্তা বোঝাই রহিয়াছে, তাহার উপর বসিবার জন্য নাবিকগণ দেখাইয়া দিল। আমি কহিলাম, একি? এ অসমতল মালের বস্তার উপর বসিয়া দীর্ঘকাল কিরূপে থাকা যাইবে? তাহাতে নাবিকেরা উত্তর করিল আর আর সকলে যেরূপ থাকিবে, আপনিও তদনুরূপে থাকিবেন, দেখিতে পাইতেছ না যে অপরাপর সকলে বসিয়াছেন। বাস্তবিক দেখিলাম কতকগুলি লোক বসিয়া আছে। অগত্যা আমাদেরও বাধ্য হইয়া

বসিতে হইল। মাল ও মানুষ এক গুদামে পুরিয়া চালান এই প্রথম দেখিলাম। এ সম্বন্ধে আমাদের গবর্ণমেণ্টের পয়ের খাঁ কর্ম্মচারি বর্গকেই ধন্যবাদ দিতে হইবে; কেননা গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং তো কোন বিষয় দৃষ্ট করিতে ইচ্ছুক হন না, তাঁহারা কর্ণে শ্রবণ করেন; কাজ বেশ চলিতেছে; ফল তাহার ভাল মন্দ কে দেখে? প্রথমতঃ একস্থানে অধিক লোকের সমাবেশ জনিত নিশ্বাসত্যাগ, তাহাতে বিবিধ পণ্য দ্রব্যের গ্যাশ সংযোগ, ইহাতে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত অসম্ভব নয়। কিন্তু এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টিপাত করেন না? ইহাপেক্ষা পরিতাপ আর কি হইতে পারে।

যাহা হউক ইষ্টিমার ছাড়িয়া দিল, চলিতে আরম্ভ হইল; স্থানে স্থানে ষ্টেসন আছে; তথায় খালাসীরা মালের আদান প্রদান ও লোকজনের উঠা নামা হইতে লাগিল। একটী ষ্টেসনের পর অপর এক ষ্টেসনে জাহাজ লাগিল; ইতিমধ্যে আমি একটী স্বপ্ন দেখিলাম, অথচ জাগ্রত বসিয়া এ পর্য্যন্ত আসিতেছি। জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন এই বা কি এরূপ প্রশ্নে অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন বাস্তবিক কথাটী অদ্ভুত বটে। এ জন্য পাঠক মহোদয় দিগকে এ বিষয় উপহার না দিয়া থাকিতে পরিলাম না। বিবরণ এই, পূর্ব্ব দিন ভদ্রক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের সহিত আলাপ হয়; যৎকালে জাহাজ আরোহণ করি তৎকালে দেখি সেই শিক্ষক একটী বৃদ্ধাস্ত্রী ও একটী ষষ্ঠ বর্ষ বয়স্ক বালকসহ পূর্ব্বেই পোতে উঠিয়া বসিয়া আছেন। শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলাম, বালকটী কি আপনার পুত্র। উত্তর করিলেন হাঁ। আর স্ত্রীলোকটী যে তাঁহার জননী পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলাম। প্রস্তাবিত ষ্টেসনে শিক্ষক বাবুটী আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, আপনি ভ্রমণকারী দেশহিতৈষী ব্যক্তি, যদি আমার কিছু উপকার করেন, কৃতার্থ হই, আমরা উত্তর করিলাম বলা বাহুল্য বিনয় অনাবশ্যক। যদি আমার সাধ্য আয়ত্ত ও সামজ সম্মতি কর প্রস্তাব হয়, অবশ্যই রক্ষা করিবে আপনি অকপটে আপনার বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করুন। তদুত্তরে তিনি কহিলেন অন্য কিছু নয়, আমি যে ষ্টেসনে নামিয়া বাটী যাইব, তথা হইতে বাটী প্রায় ষোল মাইল। পর্ব্বত জঙ্গলময় পথ এবং পথে নানা আশঙ্কার কারণ আছে। আমার সহিত স্ত্রীলোক ও বালক একারণ একা যাইতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত।

হইতেছি। আপনি আমার সঙ্গী হইলে বাধিত হই এবং আপনি ও অনেকটা মফঃসলের অবস্থা অবগত হইতে পারিবেন ; আর আমার বাটী হইতে কটক গমনের যানাদি আমি বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আমার সঙ্গী একটী উড়ে জমীদার জাহাজ মধ্যেই অবস্থিতি করিতে ছিলেন তাঁহার বাটী বালেশ্বরে, কটকে একটী মকদ্দমা জন্য যাইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা আমি তাঁহার সহিত থাকিয়া উপদেশাদি প্রদান করি ; এজন্য তিনি শিক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবের প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষক মহোদয় বঙ্গদেশীয় এবং এলে পাশ। মাতামহ সম্পত্তি উপলক্ষে কটক জেলায় বাস। তিনি একটু অনুনয়ের সহিত বলিলেন, বিপন্ন স্বজাতির অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আপনার ন্যায় ব্যক্তি যদি অন্যের কথামত কার্য্য করেন, বড় দুঃখের বিষয়। তাহার এই শেষ উক্তি শ্রবণান্তর মন না থাকিলেও ত্বদীয় প্রস্তাবে সম্মতিপ্রকাশ করিলাম এবং নিঃসন্দেহে তাঁহাদের সহিত যান হইতে নেউলপুর নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়া একটী চটীতে গিয়া আহার আদি সম্পন্ন করা হইল। এই স্থান হইতে কটক বিশ মাইল। বৈশাখ মাস দিবসে গ্রীষ্ম বশতঃ গমন কষ্টকর বোধে যামিনীর শেষ ভাগে গমন স্থির করিয়া গোয়ান ঠিক করিয়া রাখা হইল। অপরাহ্নে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমত সময় শিক্ষককে সেই বালকটী কাকা বলিয়া সম্বোধন করিল, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এটী কি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র? তদুত্তরে কহিলেন হ্যাঁ আমার সে ভাই ও ভাতৃ জায়া কেহই নাই, মদীয় জননী উহাকে পালন করিয়াছেন, আর ভাইটি সহোদর নয় ; স্বদেশীয় এক স্থলে চাকরী করা সূত্রে ভ্রাতৃ সম্বন্ধ হয়। তদপর রজনীর প্রথমে জল যোগ করিয়া নিদ্রা গেলাম। রাত্রশেষে রওনা হইলাম। যাইতে যাইতে যামিনী প্রভাত হইয়া প্রায় বেলা এক প্রহরের সময় ত্বদীয় বাস ভবনের নিকটস্থ হইলাম। সেই স্থানে একটী নদীর অপর পারে গোযানে কিছু ঘুরিয়া যাইতে বিলম্ব হয়। কিন্তু পদব্রজে পার হইয়া শীঘ্রই জাওয়া যায়। এজন্য তাঁহার মাতা বলিলেন, আমি অগ্রে গিয়া খাইবার বন্দোবস্ত করি, তোমরা গাড়িও দ্রব্য সহ আইশ। এই বলিয়া বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়া শিক্ষককে সম্বোধন করিয়া কহিল, কাহার ছেলে কহিব। শিক্ষক মহোদয় উত্তরে আমাকে দেখাইয়া কহিলেন ইহার ছেলে বলগে। স্ত্রী লোকটী তো চলিয়া গেলেন।

আমি একেবারে অবাক্। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম প্রথম কহিল পুত্র পরে বলিল ভ্রাতুষ্পুত্র, তদপর বলে এর ছেলে, ব্যাপার কি? যদিও বিবরণ জ্ঞাতার্থে অন্তর উথলা হইল; কিন্তু ভাবিলাম আমাকে উথলা হইতে হইবে কেন। অবশ্যই অবিলম্বে উহাকেই আমাকে বুঝাইতে হইবে। একারণ ধৈর্য্য হইয়া রহিলাম। ক্রমে নদী পার হইয়া যান গ্রামে গিয়া পৌঁছাইল। গ্রামের সম্মুখে একটি বিদ্যালয় গৃহ। ঐ গৃহে গিয়া বসিলাম পরে শিক্ষকটী কহিলেন এ গ্রামে আমার বাস নয় আরো দুই মাইল অন্তরে। এ স্থানটীর নাম কোণ্ডয়-পাল এবং মদীয় মাতার মাতুলালয়। জননীর জন্ম স্থানেই আমাদের আহা-রাদি হইবে। এই বলিয়া বলিলেন, বহু বেলা হইয়াছে চলুন স্নান করিয়া আসি। তৈল তথায় ছিল মর্দ্দন করিয়া উভয়ে অবগাহনার্থে গমন করিলাম। একটী সরোবরের ইষ্টকরচিত সোপানে নামিয়া জলের অদূরে উপবেশন পূর্ব্বক মুখ প্রক্ষালন করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে শিক্ষকটী কহিলেন, মহাশয় একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। আমি উত্তর করিলাম কি। তিনি কহিলেন বালকটি আপনার তনয় উল্লেখে পরিচয় দিয়াছি, আপনাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইবেন। আমি বলিলাম, ইহা হইতে পারে না; আমি এরূপ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা ব্যবহার করিতে কখনই ইচ্ছুক নহি। আর আপনি এই ঘটনায় অবাক্ করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার মর্ম্ম আমি কিছুই উপলব্ধ করিতে পারিতেছি না। প্রথমে পুত্র তাদ্‌পর ভ্রাতুষ্পুত্র, এক্ষণে আমার পুত্র একি ভয়ঙ্কর কথা, যাহা হউক ইহার প্রকৃত তথ্য কি, বলিলে পরে, আমি বিবেচনা করিতে পারি। তদুত্তর এইরূপ দিলেন উহার পিতা ব্রাহ্মণ, এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার সহিত সহবাস জনিত ঐ বালকের জন্ম। এক্ষণে উহার জননী নাই। উহার পিতা আমার পরম আত্মীয় এজন্য আমাদের ইচ্ছা যখন ব্রাহ্মণ সংশ্রবে জন্ম, কোনরূপে ব্রাহ্মণ করিয়া লই। আমাদের বঙ্গদেশে এরূপ হওয়া দুর্ঘট। এস্থানে আমাদেরজাতি অল্প, কৌশলে এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহারি চেষ্টা করিতেছি। এ বিষয়ে আপনার ও সহায়তা প্রর্থনা। আমরা কহিলাম বেশ, এই সর্ব্বনেশে সমাজ মজ্জান কাণ্ডে আমাকে সাহায্য করিতে বলিতে কিরূপে সাহসী হইতেছেন জানিনা। তখন সেই ব্রাহ্মণ যার পর নাই কাকুতি মিনতি ও হাতে পায়ে ধরা

আরম্ভ করিলেন। অবশেষে আমি এই কহিলাম যে আমার পুত্র বলিয়া কখনই কহিতে পারিব না। তদ্‌বিপরীত ও কিছু কহিব না, সকল বিষয়ে মৌন হইয়া রহিব। তখন তিনি কহিলেন তাহা হইলেই যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইবে। আমরা সকল কথা সারিয়া লইব। তৎপর স্নানান্তে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা নিকটে রহিল। কেহ যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করে এটী কি আপনার পুত্র? অমনি শিক্ষকটী বলেন, না মহাশয় উহাকে ও সব কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না। উহার কয়টী পুত্রাদির পরলোক হওয়ায় উদাসীন ভাবে আছেন। তদ্রূপ প্রশ্নে বিরক্ত ও দুঃখিত হন।

ভদ্রক কেনালে ষ্টীমার যোগে ব্রাহ্মণী বৈতরণী নদী পার হইয়া তৎপর নেউলপুর নামক ষ্টেসন হইতে যান পরিত্যাগান্তর গোযান যোগে বার মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব গমনের পর, কোওয়াপাল নামক স্থানে ভদ্রকের শিক্ষকের মাতার মাতামহ আলয়ে আহারান্তে উহার দুই মাইল পরে মহোঙ্গা নামক স্থানে শিক্ষক বাবুর মাতামহ আলয়ে সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হই। উক্ত কোওয়াপালে একটী বাঙ্গালি কায়স্থ জমীদারের বাস জনিত অনেকগুলি বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ কায়স্থের আবাস হইয়াছে। আর তৎপর যে মহকুমায় আসিলাম, এখানেও অনেক বাঙ্গালির বাস, তন্মধ্যে বৈদ্যজাতিই অধিক। সকলেরি চাকুরি সূত্রে এস্থানে আবাস হইয়াছে। বর্ত্তমান বাসিন্দাদের পূর্ব্ব পিতামহ প্রপিতামহ পিতা প্রভৃতি এই স্থানে বাস সংস্থাপিত করেন। যাহারা যাহারা এরূপ বাসিন্দা সকলেরি কিছু কিছু ভূসম্পত্তি আছে। ভূমিও চাকরির আয়, মান, সম্মান এবং সাংসারিক ব্যয় অল্প, এই সকল কারণে বাঙ্গালিরা উল্লিখিত স্থান দ্বয় ভিন্ন উৎকলের অনেক স্থানের বাসিন্দা হইয়াছেন। আমরা শিক্ষক গুণপুরুষের ব্যবহারে যেরূপ সুখী হইলাম তাহাতে আর উহার আলয়ে দিন যাপন অসুবিধা বোধে পরদিন প্রাতঃকালে আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু গোযান না পাওয়ায় পরদিন অগত্যা অপেক্ষা করিতে হইল। শুনিলাম এই স্থানের দুই মাইল অন্তর নরাগ্রাম (নোয়াগাঁবনে) নামক স্থলে কতকগুলি পুরাতন কীর্ত্তি আছে। একারণ তদ্দর্শনে উৎসুক হইয়া গমন করিলাম। প্রথমে শুক্লেশ্বর নামে এক শিবের পুরাতন মন্দির মধ্যে অবস্থিতি অবলোকন

করিলাম। শিবের সেবকেরা কহিলেন, এস্থানে প্রধান শিব মানিকেশ্বর এক্ষণে গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছেন। শিবের বাটীটীর চতুর্দ্দিকে প্রস্তর ময় প্রাচীরও দুইটী ফটক ছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। শিবালয়ের সম্মুখে প্রশস্ত সরোবর। এক্ষণে হতশ্রী হইয়া রহিয়াছে। এই শঙ্করের সৌধের দক্ষিণাংশে অদূরে একটী গড়বেষ্টিত জঙ্গলময় পুরাতন রাজধানী পতিত রহিয়াছে। হর্ম্ম্যমালার ভগ্নাবশেষ ভিন্ন অপর কিছু নিদর্শন লক্ষ হয় না। কেবল রাজার অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী নাম্নী ষড় ভূজা পাষাণময়ী সিংহবাহিনী দেবী অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। মহামায়ার প্রস্তাবিত মূর্ত্তিটী উর্দ্ধে দশ ফুট হইবে। দীর্ঘাকৃতি হইয়া ও শান্তময়ী প্রবাদ। মানিকেশ্বর নামা জনৈক ক্ষত্রিয় ভূপতি অত্রস্থলে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া প্রস্তাবিত শক্তিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও নিজ নামানুসারে শিবস্থাপন করেন, রাজবংশ লোপের সহিত মানিকেশ্বর শিবের দর্শন লোপ হইয়াছে। বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণ সেনের সম্রাট সেনাপতি কর্ত্তৃক গৌড় রাজধানী হইতে তাড়িত হইয়া উৎকলে আশ্রয় গ্রহণ করা প্রকাশ আছে। শুনিলাম প্রস্তাবিত মানিকেশ্বর গড়ে নওয়া গ্রাম মোকামেই আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, হায় কালের কি বিচিত্র চিত্র। যে স্থলে মহারাজগণ মহা আধিপত্যের সহিত অতিবাহিত করিয়াছেন, অদ্য অরণ্য, জন্তুর আশ্রয় স্থল, তবে মন্দের ভাল এই যে, দেবীর এখনও একরূপ সেবা চলিতেছে। এবম্বিধ অবলোকান্তর পুনরায় শিক্ষকের গৃহে প্রত্যাগম নপূর্ব্বক তৎপরদিন আহারান্তে অপরাহ্নে গোশকটে কটকাভিমুখে রওনা হইলাম। এই গ্রামের পার্শ্ব দিয়া একটী রাস্তা বাহির হইয়া কয়েক মাইল পরে কটক রোডে মিলিত হইয়াছে, যামিনীতে গোযান যাইতে লাগিল এজন্য উল্লিখিত পথটী সমগ্র লক্ষ করিতে পারিলাম না। রাত্রে গমনের কারণ, গ্রীষ্মকাল, দিবাতে কষ্ট হয়। বিশেষ কটকের নিম্নেই মহানদী পার হইতে হয়, এই গ্রীষ্ম সমাগমে নদীতে নীর নাই, প্রায় দুই মাইলের অধিক বালুকাময় বক্ষ অতিক্রম করিতে হয়। দিবা এক প্রহরের পর উক্ত বালুকাপারে গমনে ক্লান্ত হইয়া পড়ে মনুষ্যেরও যার পরনাই কষ্ট হয়। এজন্য আমরা রজনীযোগে যাইয়া

বেলা এক প্রহরের সময় পর পারে উত্তীর্ণ হইয়া একটী বট বৃক্ষতলে শকট রাখিয়া গো গণকে বিশ্রাম করিতে দিলাম। ইতিমধ্যে আমরা মহানদীর কিনারা স্থিত অতি সঙ্কীর্ণ স্রোত স্নান সমাপনান্তে কথঞ্চিৎ জল যোগ করয়া বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হওনান্তর, পরম পিতার পরমাদ্ভুত মহিমা ঈক্ষণ করিতে লাগিলাম। যে মহানদীর প্রবল স্রোতে প্রাণ শঙ্কিত হইয়া বর্ষা ঋতুতে লোকে পারাপার হয়; আজ সেই স্থলে অনায়াসে সামান্য পশুদলে গমনাগমন করিতেছে। সে সময় পয় পূর্ণ বশতঃ প্রেম ময় মূর্ত্তি। এক্ষণে জলাভাবে তপন তাপে বালি রাশি উত্তপ্ত হইয়া অগ্নি কণাবৎ অবস্থিতি করিতেছে। তীর হইতে গর্ভাবলোকনে মরিচীকা ময় যে দৃশ্য হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। অনাদির আশ্চর্য্য লীলা যে যে স্থানে যথার্থ জলরাশি এক সময় চালিত করিয়াছেন অদ্য সেই স্থলে রূপান্তর ভ্রমময় জলাকার দেখাইতেছেন। এই মধ্যাহ্নে গরম বালুকায় গমনাসাধ্য। আবার নিশীথ সময়ে স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে গমন কর। অস্তু তোমার মহিমাই ধন্য। এবম্বিধ অনাদির অনন্ত লীলা অন্তরে আন্দোলন করিতেছি। এমত সময় শকটবান বলিল, সহর আর দুই মাইলের অধিক হইবে না। চলুন পৌছাইয়া দিয়া আসি। কাজেই যানে উঠিলাম। অর্দ্ধ মাইল অন্তরে গিয়া দৃষ্ট করিলাম। রথ্যার পার্শ্ব দিয়া একটী কৃত্রিম সরিৎ খনন পূর্ব্বক মহানদীর সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ঐ খালের অপর পার্শ্বে রাজকীয় চিকিৎসালয় সংস্থাপিত। স্থানটী বেশ পরিষ্কার। আর যে রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলাম, তাহার দুই পার্শ্বে বাদাম ও পোলানামক বৃক্ষ এরূপ শ্রেণিমত রোপিত হইয়াছে যে নবীন দর্শকের দৃষ্টমাত্র আনন্দ উদয় হইবে সন্দেহ নাই। এইরূপ রথ্যার শোভা দর্শন করি তে করিতে কটক সহরে প্রবেশ করিয়া গণেষ মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

যৎকালে উৎকলে মহারাষ্ট্র দিগের পতাকা উড্ডীয়মান হয়, সেই সময়ে মহারাষ্ট্র সম্রাটের পক্ষ হইতে তাঁহার স্বজাতীয় একজন শাসন কর্ত্তা কটকে আসিয়া অবস্থিতি করেণ তিনি গণেষ মন্ত্রে দিক্ষিত জন্য স্বীয় অভিষ্ট দেবের প্রতিমূর্ত্তি এস্থলে স্থাপন করেন। যোনি প্রস্তরের গঠিত

বেশ পরিস্কার গঠন, ইনি একটী মন্দিরে অবস্থিত, সম্মুখে একটী নাট্য শালা এই নাট্য মন্দিরের ছাতটী নুতন ধরণের অর্থাৎ কড়ি কাটের উপর প্রথমত তক্তা বিছাইয়া তদপর চুণ স্মরকী দিয়া জমাট করা হইয়াছে; এরূপ প্রনালির ছাদ কোন স্থানে দৃষ্ট হয় নাই, পার্শ্বে ভোগালয়ও সেবাকারক গণের অবস্থিতি স্থল। ইতিপূর্ব্বে ইহার একজন পাণ্ডার সহিত আলাপ বশতঃ ঐ স্থানে বাসা অবলম্বন করিলাম।

কটক উড়িষ্যার মস্তক স্বরূপ, বলা বাহুল্য যে কটক সমগ্র উৎকলের রাজধানী মহারাষ্ট্রও মোগল পাঠানগণেরও এই স্থানে রাজধানী ছিল। কেবল উৎকল সম্রাটের রাজধানী সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছিল। যদিও পূর্ব্বে উৎকলীয় হিন্দু সম্রাটগণ নানা স্থানে স্ব স্ব আবাস নির্ণয় করিয়াছিলেন কিন্তু কটক তাঁহাদের প্রধান আড্ডা ছিল, এবং এই কারণে অন্য কোন স্থানে স্বর্গাদি না করিয়া পূর্ব্ব রাজগণ কটকেই স্বর্গ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই স্বর্গই এক্ষণে বৃটিশ হস্তগত, কটকটী বড় সুদৃশ্য স্থান, পূর্ব্ব পার্শ্বে মহানদী বহমান দক্ষিণও পশ্চিমাংশে কাটযুড়ী নাম্নী নদী, দিকত্রয়ে তটীনিতে বেষ্টিত কেবল উত্তর পশ্চিমদিগে স্থলভাগ, দক্ষিণ পার্শ্বে কাটযুড়ী নদীর কিনারায় মহারাষ্ট্র দিগের একটী অদ্ভুত কির্ত্তী সংস্থাপিত রহিয়াছে, ঐ সীমায় আন্দাজ কিঞ্চিৎ অধিক এক মাইল নদী গমন করিয়াছে। নদী হইতে কটক সহর পঞ্চদশ হইতে ঊনবিংশ ফুট উচ্চ, এই তটটী সমুদায় প্রস্তরে বাধা, মধ্যে মধ্যে স্নান ও জল সংগ্রহের জন্য নিম্নাবধী সোপান শ্রেণী প্রস্তর দ্বারা যে গাঁথনী তাহার মধ্যে মধ্যে নানা দেব, দেবীর মূর্ত্তী খোদিত। অশীতিবর্ষ অতিত হইল উৎকল বৃটিশ আয়ত্ব, ইহার বহু পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দিগের আধিপত্য ছিল, মোটামুটী ধরিলে প্রায় ডেড়শত বর্ষ হইল উক্ত গাঁথনী ও সোপান শ্রেণি নির্ম্মিত হইয়াছে, অদ্যাপি সমভাবে অবস্থিতি হইয়া মহারাষ্ট্র কীর্ত্তি ও উৎকল শিল্পের পরিচয় দিতেছে। যদিও মহারাষ্ট্র ভূপতি দিগের উদ্দোগে উক্ত কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু উড়িষ্যার ভূপতি বৃন্দের দ্বারা যে নির্ম্মিত তাঁহার অনুসন্ধান পাওয়া যায়, তবে মধ্যে মধ্যে তলদেশের বালুকা রাশি স্রোতবেগে বিচলিত হয়, তজ্জন্য নিম্নো-

গাঁথুনী একটু ভাঙ্গিয়া যায় বৃটীশ পূর্ত্ত বিভাগ হইতে সে সকল সংস্কার হইয়া থাকে, কটক সহরের উত্তর পশ্চিম মহানদীর কিনারা দিয়া উড়িষ্যার জঙ্গল মহালে গড় জাতের রাজাদিগের রাজ্যভেদ করিয়া সম্বলপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা গিয়াছে, আর কোটযুড়ির পর পার হইতে কটক বা পুরিরোড্ ষড়বিংশ ক্রোশ গিয়া মিলিত হইয়াছে। তদভিন্ন স্থলপথে কটক হইতে আর কোন রাজ পথ নাই। রাজপ্রতিনিধি উৎকল কমিসনর কটকেই অবস্থিতি করেন। আমাদিগের হিন্দু দেব দেবীর মধ্যে কটকে কটক চিন্তাই পুরাতন এবং প্রধান। তভিন্ন দুইটী মোহন্তের মঠ ও দেবালয় আছে। কটক সহরে অনেক বাঙ্গালির বাস হইয়াছে। গড়জাতের করদ ভূপতিবর্গের মধ্যে কাহারও বাসাবাটী আছে, দেওয়ানি আদালতের নিকট বাঙ্গালি উকিল যে একটী বাটী করিয়াছেন কটক সহরের মধ্যে এই ইষ্টকালয় শ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেরূপ ঢাকায় সোণা রূপার শিল্প কার্য্য হয় সেইরূপ কটকেও সোণা রূপার ভাল ভাল কারিকর আছে, কাষ্ঠের শিল্পীও বিলক্ষণ দেখা যায়। মহিষ ও হরিৎ সিংহের বহুতর দ্রব্যাদি কটক সহরে হইয়া থাকে। এ সহরের লোকের পাখী বাই কিছু বেশী, পক্ষীর মধ্যে ভূতী নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী যাহারা কেবল শীষ দেয়; ঐ জাতীয় অধিক যত নিষ্কর্ম্মা পুরুষ কাটযুড়ীতে স্নান করিতে গমন করে সকলের হস্তে এক একটী পক্ষীর পিঁজারা দৃষ্ট হয়। কটক সহরের মধ্যে গোলকচন্দ্র বসুই প্রধান জমীদার। ইহাঁরি বাটী কোওয়াপালে, আসিবার সময় উল্লেখ করিয়াছি। ইহার বিষম পাখী পাখী বাই। নানা জাতীয় পক্ষী ইহার বাটীতে পরিপূর্ণ। যে ব্যক্তি পক্ষীর সুখ্যাতি করে, বাবু তাহার প্রতি বড় সন্তুষ্ট হন অনেক গুলি মসজিদও কটক সহরে দৃষ্ট হয়। ইহাতে অনুভব হয়। এখানে মুসলমানের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কটকের জল বায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। শীতকালে শীতাধিক্য ও গ্রীষ্মে বিষম গ্রীষ্মানুভব হয়। তবে গ্রীষ্মকালে দিবাতে যত গরম হয়, রাত্রিতে তত হয় না। দিবসে যতই কেন ঘর্ম্ম হউক না, সন্ধ্যার পর হইতে শীতল হইতে আরম্ভ হয়। রাত্র দশ এগারটার সময় আর কিছুই গ্রীষ্মানুভব হয় না। রজনীর শেষ কালে শীত বোধ হয়। খাদ্য দ্রব্য এখানে সুলভ। অনেক রকম পাওয়া যায়।

কয়েক দিন কটকে কাটাইয়া পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বার মাইল গমনের পর বালিহস্তা নামক একটী স্বল্পায়তনম তটিনী তটে বন্দরে অবস্থিতি করিলাম। এই স্থানে ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকে; এবং যাহারা যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাহাদের নানা প্রবোধ বাক্যে উত্তেজিত করিয়া প্রস্তাবিত পথের পথিক করে। আমাদিগের নিকট পাণ্ডাগণ তদ্রূপ করিতে লাগিল। ফলত আমাদের আন্তরিক সম্পূর্ণ ইচ্ছা ভুবনেশ্বর দেখিব। কেবল পাণ্ডাদের তামাসা দেখিবার জন্য মৌখিক অস্বীকার করিতে লাগিলাম। এইরূপে গোলমালে চটীতে রাত্রি শেষ হইল। অপরাপর যাত্রিগণ গমনোদ্যত দৃষ্টে আমরাও তাহাদের সঙ্গী হইলাম। পুরী রোড পরিত্যাগে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে জঙ্গলা রাস্তায় যাইতে লাগিলাম প্রায় বেলা সাড়ে নয়টার সময় ভুবনেশ্বরে পৌঁছিলাম। প্রথম নগরীতে প্রবেশ কালীন সুদৃশ্য দুইটী মন্দির দৃষ্ট করিয়া অনুসঙ্গি পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম এই কি ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির। পাণ্ডা হাসা করিয়া কহিলেন, উহা নয়। ওরূপ কত মন্দির দেখিতে পাইবে। এই কথা বলিতে বলিতে ভুবনেশ্বরের দেউলের চূড়া দৃষ্ট হইল। পাণ্ডা আমাদের সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঐভুবন বিখ্যাত ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে। আমরা যে দুইটী মন্দির প্রথম দৃষ্টে পাণ্ডাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, ঐ দেউল দ্বয়ের দৃশ্যও কম নয়, কারু কার্য্য পূর্ণ, এবং দীর্ঘ। তাহাতেই আমাদের ভ্রম হইয়াছিল। তৎপর যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, চতুঃপার্শ্বেই মন্দির দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরিশেষে ভুবনাধীশ্বর ভবানীপতি ভুবনেশ্বরের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একটী বাসা বাটীতে সঙ্গিগণ সহ উপবিষ্ট হইলাম। কয়েক জন সিপাহি আমাদের সঙ্গে ছিল। তাহাদের যজমান করিবার জন্য দলে দলে পাণ্ডা আসিয়া আক্রমণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাল পত্রের তাড়া হস্তে উপস্থিত হইয়া নিদর্শন দর্শাইতে অগ্রসর হইল। পরিশেষে তাহাদের এক পাণ্ডা স্থির হইল। আমাদিগের নিকট কেহ সেরূপ ভাবে অগ্রসর হয় না, তবে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করে, আপনার পাণ্ডা কে? আমরা উত্তরে কহি ভুবনেশ্বর, এই উত্তর শুনিয়া আর কেহ মদীয় সকাশে অগ্রসর হয় না। সিপাই গণের পাণ্ডা উহাদের স্নান করাইতে ও দর্শন করাইবার জন্য তৎপর হইল। আমরা ও

ঐ সঙ্গে অবগাহনে অগ্রসর হইলাম। ভুবনেশ্বরে বিন্দুসাগর নামে এক সরোবর তীর্থ। ঐ সরে স্নানান্তে তাহার তীরস্থ কতিপয় দেবালয় দর্শনান্তর ভুবনেশ্বর পুরে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু সরোবরে স্নান সময়ে পাণ্ডারা যাত্রিগিণের কুশ হস্তে দিয়া একটী মন্ত্রবলায়। তদন্তে স্নান করায়। আমরা পূর্ব্ব হইতে অনু সন্ধানে স্থির করিয়াছিলাম, প্রস্তাবিত রচনটী বিন্দুসরোবরের খোদিতের পর রচিত। কোন প্রাচীন পুরাণান্তর্গত নহে। অতএব উহা পাণ্ডাদিগের প্রবৃত্তি জন্মান সূচক মাত্র। এইজন্য আমরা উহাতে আস্থা না করিয়া কেবল স্নান করিলাম। আমাদের ঈদৃশ ভাব ঈক্ষণে সিফাইদিগের কেহ কেহ কহিল. বাঙ্গালি বাবু যথন মন্ত্র পাঠ করিল না, তখন পাণ্ডাদের এ মিথ্যা ব্যবহার। আমরা মন্ত্র বলিব না। এই বলিয়া তাহারা উঠিয়া আসিল বিন্দুসরের জল অতি দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক যেন সিদ্ধিগোলা। বহুদিনের পুষ্কর্ণিতাহাতে নিত্য সহস্র সহস্র লোক স্নান করিতেছে বিশেষত; কোন নদীর সহিত যোগ, না থাকায়, জল কলুষিত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, শুনিলাম ভুবনেশ্বরের হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করার জন্য একটী পঞ্চায়েত অর্থাৎ কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। কৈ তাঁহাদের তো এ বিষয়ে মোনযোগ দৃষ্ট হইল না। বিন্দুসরোবরের দুরাবস্থা দেখিতে দেখিতে তদীয় তীরস্থিত কয়েকটী দেবালয় দর্শন করতঃ ভুবনেশ্বরের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এ বাটীর মধ্যেও বিবিধ দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকের বর্ণনা অসাধ্য। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমাদের পৌরাণিক দেব দেবীর সকল মূর্ত্তিই আছে। সমু-দায় দর্শনের পর চিরদিনের আশার স্থল কৈলাশপতির মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাস্তবিক একাল পর্য্যন্ত যাহা শ্রবণ করিয়া আসিয়া-ছিলাম, অদ্য তাহা প্রত্যক্ষে নয়ন মন সার্থক হইল। শুনিলাম মন্দিরটী বিষয়ে হস্ত পরিমিত উর্দ্ধ। বেড়ের নির্ণয় করিতে পারিলাম না। বনেদের উপর হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সমুদায় প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং এই সমুদায় প্রস্তরই নানা কারু-কার্য্য পূর্ণ। একখানি এক ইঞ্চি পাথরেও শিল্প ছাড়া নাই। বাস্তবিক আমরা এ পর্য্যন্ত ভারতের বহু স্থান দৃষ্ট করিয়াছি, এরূপ সুদৃশ্য দেউল কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। যথার্থই ভুবনবিজয়ী কীর্ত্তি কিন্তু অবস্থা দেখিয়া অনুভব হয় বজায় থাকা দুষ্কর। যে পুরী জগৎ বিখ্যাত ভুবনেশ্বরের বাটীকি কিত্তী পুরী অপেক্ষা,

অনেক শ্রেষ্ঠ একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। শিব পুরাণে ভুবনেশ্বর গুপ্তকাশী বলিয়া বর্ণিত। বাস্তবিক এক সময় এরূপ ভাবে এ স্থান যে চালিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। ভুবনেশ্বরের প্রত্যেক বাসিন্দার হয় আবাস বাটীতে না হয় স্থানান্তরে একটী করিয়া দেব মন্দির অদ্যাপি স্থাপিত আছে। ভুবনেশ্বর স্থাপয়িতা শৈবধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমরা মন্দিরের ও নগরীর শোভায় মোহিত হইয়া মূল ভুবনেশ্বরের পরিচয় এ পর্য্যন্ত দিতে অবসর পাই নাই। তাঁহার বিষয় বেশী বলিবার নাই বিশ্বপতি বিশ্বনাথ শিলারূপেই বিশ্বমধ্যে বিরাজিত। এ মন্দিরাভ্যন্তরে ও তাই। বিস্তারিত প্রস্তরের মেজের মধ্যে শিলাময় শিরো দেশ একফুট্ মেঢ় হইতে উর্দ্ধ। দেড়ফুট অবধি পরিধি হইবে; এই রূপেই ভুবনেশ্বরের বিরাজমান। ভুবনেশ্বরের রথযাত্রা বৈশাখ পূর্ণিমায় হইয়া থাকে। শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ অভেদ ভোজন, এখানে যদিও তাহা বাহুল্য রূপে না থাকুক, কিন্তু ইহার বাটীর ভিতর প্রসাদ অবাধে ভোজন হইতে পারে। ভোগের পর আমরা সঙ্গিগণ সহ একত্রে প্রসাদ পাইয়া বাটী হইতে নিক্রান্ত হওনান্তর সেদিন এই স্থানের স্থাপনও ঐশ্বর্য্যাদির পূর্ব্ববিবরণ ভাবিতে ভাবিতে অতিক্রম করিয়া, পরদিন প্রাতে রওনা হইলাম। পাণ্ডাগণের স্বার্থ সাধন সম্বন্ধে আর এখানে কিছু উল্লেখ করিলাম না; কারণ পুরির অনুকরণেই সমুদায়। তবে একটী উল্লেখের বিষয় এই, এখনো ভুবনেশ্বরে দুই চারিজন পণ্ডিত লোক দৃষ্ট হয়, আবার এক জাতীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এখানে বেশী। ইহারা পুরী প্রভৃতি নানাস্থলে ভিক্ষার্থে গমন করে, এই ব্রাহ্মণেরা হল চালন ও বলদ এবং গোযান চালনা করে।

পরদিন দিবা অবসানে আমরা সত্যবাদিতে সাক্ষী গোপালে উপস্থিত হইলাম। এই গোপাল মূর্ত্তি কাঞ্চীরাজের সম্পত্তি। উৎকল সম্রাট কাঞ্চীরাজকে রণে পরাজিত করিয়া তদীয় অভীষ্ট দেব প্রস্তাবিত গোপাল ও এক গণেশ মূর্ত্তি আনয়ন পূর্ব্বক, গণেশ মূর্ত্তিকে পুরীর মধ্যেই স্থাপিত করেন। আর গোপালকে এইস্থলে স্থাপিত করেন। এমূর্ত্তিটী বিলক্ষণ দীর্ঘ আয়তন। মন্দিরও দীর্ঘ। গোপালের অন্ন ভোগ হয় না। চাউল গুড়ি ও ময়দা এবং ঘৃত চিনি দ্বারা বিবিধ বিধ পিষ্টকাদি ভোগার্থে প্রস্তুত হয়। ইহারও পরিমাণ সামান্য

নহে; প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে, গোপালের বাটীর সম্মুখে উড়েদের একটী পরব দৃষ্ট হইল। যদিও বৈশাখ মাস, তথাচ তাহাদের রাস লীলা। কয়েকটী মৃণ্ময় মূর্ত্তি সামান্য ডাকের সাজে সাজাইয়া এক পার্শ্বে একটী গৃহে স্থাপন করিয়া সম্মুখে এক বৃহৎ ম্যারাপ বাঁধা আছে। ঐ ম্যারাপের আবর্ত্তন সামিয়ানা প্রভৃতি কিছুই নাই। কেবল উপরে নারিকেল পত্র দ্বারা আবর্ত্তন করা হইয়াছে। শুনিলাম, মাসাবধি এই পরব থাকে ও রাত্রে নাচ তামাসা হয়। সে দিন তথায় যামিনী যাপন করিলাম, রজনীতে দৃষ্ট হইল কয়েকটী মশালের আলো। আর যাত্রার ন্যায় দুই চারিটী বালক সাজিয়া উৎকল ভাষায় গান করিল। এই আমোদইমাসাবধি চলে। সাক্ষিগোপাল তীর্থের সাক্ষ্য থাকা সম্বন্ধে একটী লোকপ্রবাদ আছে; কিন্তু তাহার কোন মূল নাই। একারণ সে সকল কথার কোন সমালোচনা করা গেল না।

এইরূপে একদিন সাক্ষ্য গোপালে অতীত করিয়া পরদিন পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এস্থান হইতে পুরী অতি নিকট। পাঁচ মাইল পরেই পুরী, পুরী রোড উঠিবামাত্র চারিদিক হইতে পাণ্ডাগণের দূত বিরক্ত করিতে লাগিল। আমাদের ন্যায় আর একটী ব্রাহ্মণ আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। দুইজনে কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে আঠারনালা নামক স্থান পার হইয়া পুরীর সীমানায় পৌছিলাম। এই স্থলে পাণ্ডার দূতগণ বিশেষ ত্যক্ত করিতে লাগিল। (নাছোড় বান্দা) যত তাহাদের কথা কাটিয়া দাও, তথাচ সঙ্গ ছাড়িতে চায় না। ক্রমে আমরা চন্দনতালাউ পার্শ্বে উপস্থিত হইলাম, এই সরোবরটী পুরীর মধ্যে বৃহৎ। নরেন্দ্রনামীয় একব্যক্তি খনন করিয়া দেন, তজ্জন্য তাঁহার নামানুসারে এই পুষ্করণীর নামটী নরেন্দ্র পুষ্করণী। এই জলাশয়ে ৺ জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রা হয়। একারণ লোকে চন্দনতলাউ কহে। এই সরসীর জলসংস্থান প্রায় চত্বারিংশ বিঘা হইবে। এবং চতুঃপার্শ্বেই প্রস্তরের সোপানগ্রথিত, মধ্যস্থলে চন্দন যাত্রার পর ৺ জগন্নাথ দেবের প্রতিনিধি ৺ মদন গোপাল জীউর (এই মূর্ত্তি কৃষ্ণবলদের ও রাধিকা) বিবিধ বেশও ভোগ হয়, তজ্জন্য একটী প্রস্তরের বাটী নির্ম্মিত আছে, আমরা এই চন্দন যাত্রার কয়দিন থাকিতে, অর্থাৎ সমুদায় বৈশাখ মাসই, চন্দন যাত্রার নির্দ্দিষ্ট সময়) উপস্থিত হইলাম।

পুষ্করণীর পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তার কিনারায় চন্দন যাত্রা জনিত নানা প্রকারের বিপণিগণ আপণ সজ্জিত করিয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত লোকের বিশেষ সমাগম থাকে না। তৃতীয় প্রহরের পর পুরী হইতে মদন গোপাল জীউ আগমন করেন, ও সেই সঙ্গে লোকের জনতা হইয়া রাত্র দুই প্রহরাবধি অতিত হয়। পুরী হইতে ঐ সরশী প্রায় এক মাইল হইবে। আমরা ঐ পুষ্করণীর তীরে একটী দোকানে বস্ত্রাদি রাখিয়া স্নান করিয়া কিছু জল যোগান্তে পুরীর দিকে অগ্রসর হইলাম। জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সম্মুখ হইতে যে রাস্তাটি বহির্গত হইয়া গুণ্ডবাটী পর্য্যন্ত গিয়াছে এইটি পুরীর প্রধান রাস্তা। এই রথ্যাতেই রথ চলে। রাস্তাটী প্রায় শত ফুট প্রশস্ত হইবে। এই রাস্তায় ৺ দেবের বাটীর অভিমুখে গমন করিলে উৎকল সম্রাটের আবাস বামদিকে পড়ে। এই রাজবাটীর পার্শ্বে ও সম্মুখে রাস্তার অপর পারে বিবিধ দোকান, ও পাণ্ডাদের বাসাবাটী। আমরা রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করি, এমত সময় একজন পাণ্ডা আসিয়া আমাদের সহিত আলাপ করিল। পূর্ব্বে যখন আমরা হুগলী জেলার জনৈক জমীদারের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে কার্য্য করিতাম তৎকালে এই পাণ্ডা উক্ত জমীদার মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন, তাহাতেই আলাপ হইয়াছিল। তিনি অতি যত্নের সহিত তাঁহার এক বাটীতে বাসা দিয়া ৺ দেবের প্রসাদ আনিয়া ভোজন করাইলেন, ও বলিলেন আপনার যদি কিছু দিন থাকার বাসনা হয়, তাহা হইলে আমার বাটীতে লইয়া গিয়া রাখিব। তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে হইল। বলা বাহাল্য, আমার সহিত পূর্ব্বের প্রাতঃকালের মিলিত ব্রাহ্মণটীও সঙ্গে ছিলেন, আমরা আহারান্তে অপরাহ্নে চন্দন যাত্রা দেখিতে গেলাম। আসিতে রাত্র হইল, একারণ আর অন্য বাসার চেষ্টা হইল না। পরদিন প্রাতে স্নান করিয়া আসার পরই উক্ত পাণ্ডার চেলা বা পারিষদগণ পেড়াপিড়ী করিতে লাগিল, তীর্থের দান ও আট্‌কে বাঁধা ইত্যাদি অদ্য সম্পন্ন কর। এত যেদ করিতে লাগিল যে, তাহাতে বিরক্ত হইতে হইল। পরিশেষে আমরা বলিলাম, যখন আমরা মাসিক থাকিব বাসনা, তখন অদ্য কার্য্য করিব না, দেখিয়া শুনিয়া পরে যেমন বুঝিব ও ক্ষমতা হইবে করিব।

এরূপ উক্তরে একজন চটিয়া উঠিল, এমন সময় পাণ্ডা আসিলেন। আমি তাঁহাকে সমস্ত বলায় তিনি চেলাগণকে কহিয়া দিলেন, ইহাকে তোমরা কেহ বিরক্ত করিও না। উনি যেমন বুঝিবেন, তেমনি করিবেন। মনে মনে কহিলাম যে, দায় হইতে এড়াইলাম। তৎপর পাণ্ডার সহিত গমন পূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্র দরশন করিলাম। তদন্তে কিঞ্চিৎ প্রসাদ ক্রয়করনান্তর আহার করিয়া নিদ্রা গেলাম। বেলা চারিটার সময় পুরীর মহারাজের দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। এই দেওয়ানের নাম শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইহার পিতামহ চাকরি সূত্রে উৎকলে আগমন করেন। তৎপর কিঞ্চিৎ জমীদারি ক্রয় করিয়া অত্রস্থলের বাসিন্দা হইয়া যান। একারণ ইহার এখানে বাস তৃতীয় পুরুষ হইল। ইনি বেশ শিক্ষিত সদালাপী এবং বিনয়ী অমায়িক ভদ্রলোক। পূর্ব্বে জেলার মাজিষ্টেটের হেড কেরাণী ছিলেন, পীড়া বশতঃ সে চাকরি পরিত্যাগ করেন। পরে পুরীরাজ দ্বীপান্তর হইলে তাঁহার জননী এক্ষণে তদীয় নাবালগ পুত্রের অছি বা রক্ষক। পুরীরাজ দ্বীপান্তরের পূর্ব্বে যে উৎকলদেশীয় দেওয়ান ছিলেন রাজার উপর অভিযোগ দৃষ্টে তাহার কোন তদ্বিরাদি না করিয়া পলায়ন করেন। একারণ, রাজমাতা উড়ে জাতির উপর বিরক্ত হন এবং বাঙ্গালি সচিব নিযুক্তের ইচ্ছা করিয়া উক্ত আনন্দ বাবুকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া দেওয়ানি দিয়াছেন। ইনিও স্বকর্ত্তব্য সাধ্যমতে সাধন করিতেছেন আমরা যাবামাত্র যত্নের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং পরিচয়াদি লইয়া কিছুদিন থাকিব ইহা জ্ঞাত হইয়া অম্লান বদনে কহিলেন, আপনার যতদিন ইচ্ছা মমালয়ে থাকিতে পারেন। তাঁহার কথামত পূর্ব্ব পরিচিত পাণ্ডার বাসা হইতে ব্যাগাদি লইয়া উক্ত বাবুর বাটীতে গেলাম। দুই তিন দিন থাকাতেই তিনি আমাদের অকপট অন্তরে বিশ্বাস করিয়া অন্তঃপুরে একাকী গমনের ক্ষমতা পর্য্যন্ত প্রদান করিলেন। তাঁহার উদারতা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইলাম ; কারণ অপরিচিতকে সহসা এত বিশ্বাস নিতান্ত সরল অন্তর না হইলে হয় না। প্রায় মাসাবধি থাকার পর, তাঁহার পরিবার মধ্যে গণ্য হইলাম। সকলেই দেওয়ানের ভাই বলিত। তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা, সে দুটী ও নিতান্ত অনুগত হইল। কাজেই আমরা উদাসীন ভাবাপন্ন হইয়াও গৃহস্থপ্রিয় হইলাম। কিছু-

দিন পরে রাজকার্য্য জন্য দেওয়ান কটকে গমন করিলেন। প্রায় মাসাধিক তথায় অতীত হইল, এ পর্য্যন্ত বাটীর ভার আমাদের উপরেই রহিল। বলা বাহুল্য, দাস দাসী ও তাঁহার পরিবার ভিন্ন বাটীতে আর কেহই নাই।

এইরূপে দেওয়ান ভায়ার অন্নধ্বংস করি ও পুরীর চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া বিবিধ বিষয় অবগত হই। যে কিছু জানিয়াছি তাহার সংক্ষেপ বিবরণ বিবৃত করিলাম। ৺ জগন্নাথ দেবের বাটির পরিধি চতুঃপার্শ্বে প্রায় দুই মাইল হইবে। সমস্ত প্রস্তরময় প্রাচীরে ঘেরা, চারিদিকে চারিটী তোরণ। পূর্ব্ব দিকের তোরণকে সিংহ দ্বার কহে। এই সিংহ দ্বারের সম্মুখ এক খণ্ড প্রায় ত্রিংশ ফুট দীর্ঘে একটী স্তম্ভ আছে, উহার মূল দেশ চতুষ্কোণ বিশিষ্ট বেদির মত নির্ম্মিত; তাহাও এক খণ্ড পাথরের; এবং সে প্রস্তর খানি সমুদায় শিল্পপূর্ণ, ইহা দীর্ঘ প্রস্থ উভয় দিকেই ছয় ফুটের কম নহে, স্তম্ভটী পলতোলা। পরিধিও প্রায় পাঁচ ছয় ফুট হইবে। শুনিলাম পূর্ব্বে স্তম্ভটী কোণারক নামক অপূর্ব্ব দেউলের সম্মুখে ছিল। ঐ কোণারকের মন্দির ভগ্ন হওয়ায় ঐ স্থান হইতে প্রস্তাবিত স্তম্ভ আনয়ন পূর্ব্বক এই স্থলে স্থাপিত হইয়াছে। তোরণের সম্মুখে প্রবেশ সময়ে দক্ষিণ পার্শ্ব দেওয়ালের গাত্রে এক জগন্নাথ মূর্ত্তি খোদিত আছে। উহার নাম পতিতপাবন। যে সকল অন্ত্যজ জাতির পুরী মধ্যে প্রবেশের অধিকার নাই, তাহারা তোরণের দ্বার হইতে ঐ পতিতপাবন মূর্ত্তি দর্শন করিলেই শ্রীমূর্ত্তি দরশনের ফল প্রাপ্ত হয়, এবং আগন্তুক যাত্রিমাত্রকেই প্রথমে ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। পুরী স্থাপনের প্রথমে ঐ মূর্ত্তি সংস্থাপিত হয় নাই। জনৈক পুরীরাজ ঘটনাবশতঃ পতিত হন, পতিত ব্যক্তি পুরে প্রবেশ করিয়া ৺ জগন্নাথ দর্শনে সখ্য হয় না; একারণ সেই পতিত ভূপতির পরিত্রাণ বাসনায় তাৎকালিক পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দ্বারা পতিত উদ্ধারার্থে উক্ত পতিতপাবন মূর্ত্তি স্থাপন করেন। সিংহ দ্বার অতিক্রম করিয়া বাইশটী সোপানে উঠিয়া দ্বিতীয় তোরণের সম্মুখিন হইতে হয়; প্রথমে যে পরিধির উল্লেখ হইয়াছে, তৎপরে আর এক থাক প্রাচীর আছে। ঐ প্রাচীরের সম্মুখের তোরণটী এক জন সন্ন্যাসী ভিক্ষা দ্বারা নূতন করিয়া প্রস্তুত করিতেছেন। অর্দ্ধেক হওয়া আমরা দৃষ্ট করিলাম। এই সোপান সকলের উভয় পার্শ্বে ও উপরে তোরণের সম্মুখে মিষ্টান্ন প্রসাদের

বাজার। আর এই তোরণের দক্ষিণে আর একটী সিংহ দ্বার দৃষ্ট হয়। ঐ দ্বারের উত্তর মুখে প্রবেশ মাত্র অন্নের বাজার দৃষ্ট হইবে, বিবিধ প্রসাদীয় অন্ন ব্যঞ্জন বিক্রয় হইতেছে। অন্নের বাজারের অপর নাম আনন্দ বাজার, এই আনন্দ বাজারের উত্তর পার্শ্বে স্নান পিড়ী। ঐ স্নানপিড়ীতে স্নান যাত্রা হইয়া থাকে। এটী স্নান মহলও বলা যায়। স্নান যাত্রার দিবস স্নানান্তে ঐ স্নান বেদিতেই ভোগ হয়। দ্বিতীয় তোরণ অতিক্রম পূর্ব্বক পুরে প্রবেশ মাত্র প্রথমে বিশাল ভোগ মন্দির দৃষ্ট হইবে। সম্রাট্ কৃত যে ভোগ তাহা মন্দিরের মধ্যে যাইবে। আর মঠধারী কি অন্য অন্য ভক্তের প্রদত্ত ভোগ ঐ ভোগ মন্দিরেই উপস্থিত হয়। ভোগ মন্দিরের পরে সুপ্রশস্ত নাট্যমন্দির; তাহার পরেই শ্রীমন্দির; শ্রীমন্দির ও নাট্য মন্দিরে এরূপ সম্মিলিত যে, মিলন স্থল একটী হর্ম্ম্য বলিয়া বোধ হয়। শ্রীমন্দির উচ্চে বিশেষয় হস্ত কিন্তু ভুবনেশ্বরের ন্যায় শিল্প পূর্ণ নয়। তাহা বলিয়া যে একেবারে শিল্প শূন্য, তাহাও নয় মন্দিরের চতুর্দ্দিকে নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি গঠিত ও চিত্রিত আছে। একটী বড় আশ্চর্য্য, এমত উচ্চ জ্ঞানালোচনার স্থলে মন্দিরগাত্রে যে সকল বীভৎস্য মুর্ত্তি গঠিত, তাহা ভ্রাতা ভগ্নী কি মাতা পুত্র, গুরুজন সহ একযোগে দৃষ্ট হইলে লজ্জায় নতশিরা হইতে হয়। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন সাধারণ চক্ষে উহা বিভৎস্য ঘটনা সত্য, কিন্তু জ্ঞানীর মতে উহা তান্ত্রিক উপাসনার আসন। তান্ত্রিকেরা ঐরূপ আসন অবলম্বনে উপাসনা করেন। যাহাহউক এ রহস্য ভেদ মাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা অসম্ভব। পুরির শ্রীমন্দিরের চতুঃপার্শ্বই সৌধমালাময়, তন্মধ্যে নানা দেব দেবীর মুর্ত্তী, সমুদায়ের উল্লেখ করিতে হইলেই ইহাই এক স্বতন্ত্র পুস্তক হয়; অতএব এসময় এরূপ করিতে অক্ষম হইলাম। মানস রহিল পুরী সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একখণ্ড পুস্তিকা প্রকাশ করিব। পুরীর প্রথম প্রকোষ্ঠের পর দক্ষিণ দিকে রন্ধন শালা; ঐ গৃহে সমুদায় ভোগ রন্ধন হয়। আর উত্তর দিকে একটী কোয়া ও তিনটী বেদী আছে। যখন নূতন কলেবর নির্ম্মিত হয়, ঐ বেদির উপরে এবং উক্ত কোয়ার জলে যাবতীয় কার্য্য হয়। ইহার পার্শ্বেই একটু বন আছে; উহাই বৃন্দাবন বলিয়া উল্লেখ হয়। উক্ত বনের পার্শ্বে একটী বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা আছে, উহার নাম বৈকুণ্ঠ ধাম। যাত্রীগণকে পাণ্ডারা এই পুরী মধ্যে সুফল দেয়, অর্থাৎ কুশ ও তুলসী লইয়া একটী তাহাদের রচিত

মন্ত্র পড়াইয়া টাকা লয়। ফলতঃ পাণ্ডাদের সকলি ফাঁকির কার্য্য। প্রথমতঃ যাত্রী দিগকে একটী প্রবৃত্তি দেয়, যে আটকে বন্ধন কর। আটকে বাঁধার এইরূপ অর্থ বুঝায় যে কিঞ্চিৎ টাকা জমা দিলে প্রত্যহ মহাপ্রভুর ভোগ হইবে। সেই প্রসাদীয় ভোগ আমি পুরোহিত অর্থাৎ পাণ্ডা পাইব, এজন্য তাহারা সাধারণে একটী হিসাব বুঝাইয়া দিয়া বলে আটকে জন্য যে টাকা দিবেন, তাহাতে আমাদের অধিকার নাই। ঐ টাকা সমস্ত রাজবাটীতে জমা দিতে হয়। এইরূপ যাত্রিগণকে ভুলাইয়া অর্থ লইয়া আত্মসাৎ করে। আমরা রাজার দেওয়ানের বাটীতে ছিলাম একথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে কহিলেন, আটকে বলিয়া টাকা পাণ্ডারা ফাঁকি দিয়া লয়; উহার এক পয়সাও রাজ বাটীতে আসে না; আর সুফলও ফাঁকি, কেননা সুফল দেওয়া গয়া ভিন্ন কোথাও নাই. এখানে কেবল অজ্ঞ বুঝাইরা পাচটা পাচ রকমের বাবদে পাণ্ডাগণ উপায় করে। এ যে জগন্নাথ দেব উৎকল বাসী অলস ব্রাহ্মণ ও অন্য অন্য জাতির উপার্জ্জনের যন্ত্র স্বরূপ।

৺ জগন্নাথ দেবের সেবার বন্দোবস্তটী বড় উচ্চ ভাবাপন্ন। এরূপ সেবার উচ্চ বন্দোবস্ত কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। ষটত্রিংশ জন সেবক উপস্থিত না হইলে সেবা হইবে না। নামই ছত্রিশে সেবা, রাজা প্রধান সেবক তৎপরে ছত্রিশ জন। আবার এক কঠিন নীতি এই যে, একজন সেবকের অনুপস্থিতিতে অপরে যে তাহার প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য চালাইবে তাহা হইবার নয়। যাহার কার্য্য তাহাকে আসিয়া করিতে হইবে। কেবল রাজার প্রতিনিধি একজন ব্রাহ্মণ কুমার হইতে পারে। এমত স্থলে পাঠক অবশ্যই তর্ক করিবেন, যদি একজন পীড়িত হয়, তাহা হইলে কি হইবে? তাহার উপায় এই, প্রথমে যে সেবক নিযুক্ত হয়, কালক্রমে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে, একজন সেবকের চারি পুত্র চারি জনেই পিতার কার্য্য অংশ করিয়া লইয়া এক এক জন সাড়ে সাত দিন কার্য্য করে। চাকরি যে উত্তরাধিক্রমে চলে, তাহা কেবল ৺ জগন্নাথ দেবের চাকরেই বর্ত্তমান। ঐরূপ চাকর সকলেই, একজন পীড়িত হইলে তাহার জ্ঞাতি অংশিদার আসিয়া কার্য্য করিবে। অন্যবংশীয় কাহারও হইতে হইবে না; এতো মহাপ্রভুর নিজ সেবাকারী ছত্রিশ জন। এতদ্ভিন্ন রাজার দেওয়ান প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারি গণ সকলেই প্রাত্যহিক প্রসাদ

পাইবে, ইস্তক নর্ত্তকীরা পর্য্যন্ত ঐরূপ উত্তরাধিক্রমে হকদার। কেবল রাজার নিজ ভৃত্যদিগের উত্তরাধিকারিস্বত্ব নাই। যখন যিনি পদস্থ থাকিবেন, তখন তিনি প্রসাদ পাইবেন, রাজা সর্ব্বস্বের অধিকারী, কিন্তু ৺ জগন্নাথের ভাণ্ডারের চাবি রাজার নিজ হস্তে নয়, পূর্ব্বে যাহার হস্তে ছিল অদ্যাপি তাহাদের উত্তরাধিকারীর হস্তেই ভাণ্ডার। যিনি দেউলের হিসাব লেখেন তাঁহারও পৈতৃক স্বত্ব হিসাবাদির কাগজ তাহার নিজ বাটীতে থাকে, রাজ বাটীর সঙ্গে কোন এলাকা নাই। রাজার কোন প্রয়োজন হইলে, উহার বাটীতে গিয়া কি তথা হইতে আনাইয়া দৃষ্ট করিতে হয়। একটী বেশ নিয়ম আছে, মন্দিরে যেসকল বিশেষ বিশেষ ঘটনা হয়, কি রাজার কি রাজ্য সম্বন্ধীয় যাহা কিছু ঘটে, মন্দিরের মোহরের তাহা দৈনিক লিপি বদ্ধ করিয়া থাকে। উহা তাল পত্রে উৎকল অক্ষরেই লিখিত হয়, উহাকে মাদলা পাঁজি কহে। ঐ মাদলা পাঁজিতে অনেক পুরাতন কথা পাওয়া যায়। ভোগের বরাদ্দ খুব উচ্চ দরের। প্রাতঃকাল হইতে শয়নের সময় অবধি ৫২ প্রকার ভোগ হয়। ইহার মধ্যে ভাল মন্দ সকল প্রকার আছে। বহুবিধ পিষ্টক ও লাড়ু প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে জগন্নাথ, বল্লভ নারায়ণ বল্লভ, মগজ নাড়ু ও অমৃত রসাবলী প্রধান। অন্ন ভোগের মধ্যে কালিকাও ঘি ভাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই ভোগ দেওয়াকে ধুপ কহে। ইহার মধ্যে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এই তিনটী ধুপ প্রধান। তদ্ভিন্ন সমস্ত দিবাই ও রাত্রাবধি যতক্ষণ না ৫২ ভোগ শেষ হয় ততক্ষণ ভোগ হইতে থাকে, সমুদায় সেবার ও সমগ্র ভোগের এবং সমস্ত দেবালয়ের বর্ণন পৃথক পুস্তক ভিন্ন এস্থলে সমাবেশ হইতে পারে না। প্রাত্যহিক বরাদ্দ সওয়াশত টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এক্ষণে দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য বশতঃ আড়াই শতের অধিক প্রাত্যহিক ব্যয় হইতেছে। যেরূপ ভোগের নিয়ম বিবিধ প্রকার, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধাতুতে তিথি বিশেষে শ্রীশ্রী৺ দেবের নানা প্রকার বেশ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন প্রাত্যহিক ত্রিবিধ বেশ হয়। রথ যাত্রা অতি সমারোহ ব্যাপার প্রতি বৎসর তিন খানি নবীন রথ নির্ম্মাণ হইবে। উক্তরথ নির্ম্মাণের একখানি পুস্তক আছে। যত দীর্ঘ যত প্রস্থ যে স্থানে যতখানি কাষ্ঠ লাগিবে যে দিনে কার্য্য আরম্ভ ও যে যে তিথিতে যে যে কার্য্য করিতে হইবে, উহার সমুদায় বিবরন ঐ পুস্তকে লিখিত আছে। প্রথম অক্ষয় তৃতীয়ার দিবস আরম্ভ

হইবে, তদ পর পর ঐরূপ দিনানুসারে প্রত্যেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, রথের কার্য্য জন্য একজন কার্য্যকারক বার মাসই নিযুক্ত আছে। গড়-জাত মহলের দশ পালার রাজাকে কাষ্ঠ যোগাইতে হয়, একারণ তিনি এক খানি মহল জাইগীর স্বরূপ ভোগ করেন। তিনি জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ কাটাইয়া যে নদী স্রোতে ভাসিয়া আসিবে সেই নদী তীরে পৌছিয়া দেন। পুরী রাজের কর্ম্মচারী রথ যাত্রার পরই তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রাবণ ভাদ্রের ন্যায় ঐ সকল কাষ্ঠ ভাসাইয়া পুরীর নিকটস্থ নদী তটে উপস্থিত করেন, তদপর পুরীতে যেসকল মঠ আছে, ঐ সকল মঠের গোযান দ্বারা নদীতট হইতে বহন করিয়া রথ নির্ম্মাণের স্থলে বহন করিয়া দিবে। পুরীর এলাকাধীন যত সূত্রধর ও লৌহ কার আছে রথের কার্য্য আরম্ভ হইলে সকলকেই উপস্থিত হইয়া রথের কার্য্য করিতে হইবে, যে সূত্রধর কার্য্য করিতে না আসিবে সে জাতিতে রহিত হইবে। এরূপ নিয়ম না থাকিলে কারিকর পাওয়া দুষ্কর হইত, এই সকল ছুতার মিস্ত্রিদিগের প্রাত্যহিক মজুরি দুই আনা ও যে যে কার্য্য করিবে, তাহাতে যে কুচাকাষ্ঠ হইবে তাহাও পাইবে, ঐ কুচাকাষ্ঠও প্রায় দুই আনা হয়। শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রার পর কয়েক দিন অসুখ হয়, পাচনাদি সেবন করেন, সে কয়দিন কাহারও দর্শন হইবে না। রথের পূর্ব্ব অমাবস্যার দিন নব যৌবন দর্শন হয়। যে কয় দিন দর্শন না হয়, পট দর্শ-নার্থে মন্দিরের সম্মুখে থাকে। মহাপ্রভুও সেইস্থলে থাকেন, রত্ন বেদিতে উঠেন না, অর্থাৎ স্নানের দিন চিত্র গুলি ধৌত হইয়া যায়। এই কয় দিন নুতন চিত্র হইয়া প্রকাশের দিন নব যৌবন কহে, নব যৌবনের একদিন পরেই রথে উঠেন। মূর্ত্তিটী চারি হাতের কম নয়, পরিধিও তেমনি। স্কন্ধে করিয়া তুলিবার নামাইবার উপায় নাই, এজন্য কোমরে কাছি বাধিয়া টানিয়া স্নান বেদি ও রথে উঠাইতে নামাইতে হয়। রথের নয় দিন তন্মধ্যে গুণ্ডা বাটীতে পৌছাইতে পাঁচ ছয় দিন যায়। এ কয় দিন অর্থাৎ রথে যে কয় দিন থাকিবেন, সে কয় দিন অন্ন ভোগ হইবে না। চিড়া নারিকেলের মিশ্রিত ও অপরাপর মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে। এই নয় দিনমধ্যে যদি গুণ্ডা বাটীতে রথ না পৌছায় তাহা হইলে ৺ জগন্নাথ দ্বাদশবর্ষ জন্য পতিত হইবেন। ঐ কাল অবধি অন্ন ভোগ হইবে না, এজন্য সতর্কতা পূর্ব্বক যত

শীঘ্র রথ গুণ্ড বাটীতে পৌঁছায়, কার্য্যকারকগণ তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকেন। নয়দিনের যে কয় দিন পূর্ব্বে পৌঁছাইবেন, তদপর ঐ কয় দিন গুণ্ড বাটীতে থাকিয়া নয় দিবসের দিন পুনরায় প্রত্যাগমন করিবেন। প্রত্যাগমনের কোন সময় নির্ণয় নাই। যতদিন হউক ক্ষতি নাই। রথের নয়দিন নয়টী নয় প্রকারের বেশ হইয়া থাকে, গুণ্ড বাটীতে যে কয় দিন থাকেন, রীতিমত অন্নভোগ হয়।

গুণ্ডবাটীটীতে কয়দিন মাত্র মহাপ্রভু অবস্থিতি করেন। একস্নান বেদী ভিন্ন পুরীর ন্যায় প্রায় সমুদায় গৃহাদি। ঐরূপ দীর্ঘ কম্পাউণ্ড। তবে যে মন্দিরে অবস্থিতি করেন, তাহা শ্রীমন্দিরের অপেক্ষা অনেক ছোট। এই গুণ্ড বাটীর পশ্চাতেই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নামে একটী সুদীর্ঘ সরোবর আছে, উহারও চতুঃপার্শ্ব প্রস্তর সোপানে গ্রথিত। কি পুরীর মধ্যে কি গুণ্ডবাটীর মধ্যে শ্রীশ্রী৺ দেবের সেবার্থে পাখা, চামর প্রভৃতি রাজ অনুমতি ভিন্ন কেহ লইয়া প্রবেশ করিতে পারে না; এজন্য রাজ বাটীতে আবেদন ও কিঞ্চিৎ সেলামী দিয়া লিখিত অনুমতি পত্র গ্রহণ করিতে হয়, তদপর চামরাদি লইয়া পুরে প্রবেশ করিতে পারেন। কোন বিদেশী ও স্বাধীন রাজা তাঁহাদের রাজচিহ্ন আশাসোটা প্রভৃতি পুরী রাজের অনুমতি ভিন্ন কিছুই পুরীর ভিতরে লইয়া যাইতে পারিবেন না। পুরী সম্বন্ধে বহু বক্তব্য আছে, সমগ্র বর্ণন আপাততঃ আমাদের সাধ্যায়াত্ত নয়।

এই পুরীতেই মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের অবস্থিতি স্থল ছিল যথায় তিনি অবস্থিতি করিতেন, তথায় এক্ষণে মার্কণ্ডেশ্বর নামক এক শিব ও মার্কণ্ড পুষ্করণী নামক এক সরোবর আছে। এ জলাশয়টীও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয় এবং চতুঃপার্শ্বই প্রস্তর সোপান গ্রথিত।

পুরীতে সাত শত মঠ আছে। তবে সকল মঠই যে সম অবস্থাপন্ন এমত নহে। একশত হইতে এক লক্ষ পর্য্যন্ত আয়ের মঠ রহিয়াছে। মঠের উদ্দেশ্য অতি মহৎ; কিন্তু উপস্থিত সময়ের মঠাধ্যক্ষদিগের স্বার্থ পরতায় বিষময় ফল ফলিতেছে। মঠের অর্থ এই যে, জগন্নাথ দর্শনার্থী সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ প্রাত্যহিক শ্রীশ্রী ৺ দেবের ভোগ ও তদীয় প্রসাদ অতিক্ষ মণ্ডলীকে প্রদান করার উদ্দেশ্যে মঠ স্থাপন করেন। প্রথমতঃ মঠ স্থাপন করিয়া উহাতে কোন

একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও তদীয় দিবাভাগে ভোগের বরাদ্দ করেন। তদপর শ্রীশ্রী ৺ জগন্নাথ দেবের প্রাত্যহিক ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া এই উভয় স্থলে ভোগার্থে যাহা প্রয়োজন তাহার খরচ জন্য ভূসম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ঐ ভূমির উপস্বত্ব হইতে সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এক এক জন উদাসীন সন্ন্যাসী প্রভৃতির হস্তে ন্যস্ত করিয়া এই নিয়ম করেন যে, ভাবিকালে উদাসীন দিগের চেলাগণ উঁহাদের নিযুক্ত মত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। মঠের কর্ত্তৃপক্ষ উদাসীন দিগের উপাধি মোহান্ত। এই উদাসীন দল মধ্যে এক শ্রেণী আছে; তাহারা দার পরিগ্রহ করিতে পারে। এই সকল মোহান্তদিগের হস্তে যৎকালে সেবা অর্পণ হয়, তৎকালে ভূমির আয় অতি অল্প ছিল। সেই আয় হিসাবেই তৎকালে খরচের বরাদ্দ হয়, ক্রমে রাজ শাসন ও কালের গতিতে সেই সকল ভূমির আয় বৃদ্ধি হইয়া তিনও চতুর্গুণ হইয়াছে। ৺ দিগের সেবা যাহা তাহাই আছে। সেবিষয়ে কিছুই বৃদ্ধি হয়নাই। যে উপস্বত্ববৃদ্ধি হইয়াছে ঐ উপস্বত্ব হইতে ক্রমে বিভবের বৃদ্ধি করিয়া মোহান্তগণ উদাসীনতা পরি-ত্যাগ করিয়া রাজ ভোগ আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা প্রত্যক্ষে দৃষ্ট করিলাম এক একজন মোহান্ত তানজাম না হইলে স্নান করিতে যাইতে পারেন না। নিজ বিলাসিতার চরিতার্থ ও বিষয়ের বৃদ্ধি করা ভিন্ন এতগুলি মঠ হইতে দেশ হিতকর একটী কার্য্য হইতে দৃষ্ট হয় না। ইহাদের আর এক কার্য্য দেখিলাম, একজন বৃদ্ধ মোহান্তের পরলোক প্রাপ্ত হইলে অমনি দুই তিন জন চেলা উপস্থিত হইয়া কেহ গদি দখল করিল কেহ বা গিয়া আদালতের আশ্রয় লইল। পরস্পর সকলেই বলে মোহান্তের চেলা সূত্রে আমিই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। উভয় পক্ষেই উড়ের দল যুটীয়া মোকদ্দামা উপস্থিত করিয়া দিল। যে যাহা পারে কিছু কিছু আত্মসাৎ করিল। কটকের উকিলদিগের কিছু হইল। শেষে যে হউক একজন মোহান্ত হইয়া গেল। যে গুলি প্রধান সম্পত্তি শালী মঠ সেগুলি এইরূপ মোকদ্দামা না হইয়া উত্তরাধিকারী স্থির হয় না। এরূপ মোকদ্দামা কটকের জজ আদালতে প্রায়ই দুই চারি নম্বর দায়ের দৃষ্ট হয়। হায়! সাধারণের হিতেচ্ছায় ঐশ্বর্য্যশালীরা যাহা দান করিয়াছেন, তাহার সৎব্যবহার কেমন হইতেছে, পাঠক গণ বিবেচনা করুন। সকলেই যেন পৈতৃক সম্পত্তি পান জীবিতে গৃহীর ন্যায় সঞ্চয়

করেন; পরিশেষে উকিল মোক্তার ইষ্টাম্পের খরচে যাইবে। মঠের সৌভাগ্য এইরূপ, আমরা বিবেচনা করি, মঠের বিষয়ে সর্ব্বসাধারণ কি দণ্ডধরের হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। দাতারা দাতব্য জন্য মঠে সম্পত্তি অর্পণ করেন; মোহান্ত ও ত্বদীয় উত্তরাধিকারী চেলাদিগের ইন্দ্রিয় সুখ পরিতৃপ্তার্থে প্রদান করেন নাই; এমত অবস্থায় সৎ কার্য্যের সম্পত্তি যদি সৎ উদ্দেশে রীতিমত ব্যয় না হয়, তাহা হইলে মোহান্তদিগের চুক্তি ভঙ্গ হইতেছে। যদি উহাদের চুক্তি ভঙ্গ হইল, তবে সাধারণে কেননা হস্তক্ষেপ করিবেন? মহান্তদিগের বিলাসিতা বশতঃ যেসকল অর্থ ব্যয় হয় (এবং উহাদের নীচ প্রবৃত্তির সমুদায় পরিচয় লিখিবার উপযুক্ত নহে অগত্যা নিরস্ত হইতে হইল) আমাদের মত দেশীয় সকলে একটী কমিটী নিযুক্ত করিয়া মোহান্তদিগের অন্যায় কর্ত্তৃত্ব না করিয়া দেব সেবার অতিরিক্ত মঠের আয় উৎকলের হিতার্থে ব্যয় করেন।

পুরী ও মঠাদির ন্যায় অত্রস্থলে আর একটী প্রসিদ্ধ দেবালয় আছে। শ্রীশ্রী ৺ লোকনাথ নামে স্বয়ম্ভু শিব, পুরীর পশ্চিমাংশে ইহার বাটী প্রবাদ, রামচন্দ্র বনবাস কালে অত্র শিবস্থাপন পূর্ব্বক পূজা করেন। প্রস্তাবিত মহাদেব মন্দিরমধ্যে গহ্বরে অবস্থিত। ঐ গহ্বর প্রায়ই জলে পূর্ণ থাকে। কেবল শিব রাত্রির সময় অনেক পরিশ্রম করিয়া পাণ্ডারা জল উত্তোলন পূর্ব্বক মূর্ত্তি প্রকাশ করে, ফলতঃ বর্ষাতে তাঁহার গহ্বরের জল নিকাস হইবার নহে বসন্ত কালে স্বভাবে অনেক কমিয়া যায়। অবশিষ্ট অংশ সেবকেরা উত্তোলন করে। একারণ ইহার প্রতিনিধি স্বরূপ একটী শিবমূর্ত্তি সতত উপরে উপস্থিত থাকে। লোকে দাশরথির স্থাপিত উল্লেখ করে। আবার স্বয়ম্ভু বলিয়া বিখ্যাত কিন্তু পুরীর বাসিন্দা বর্গ শ্রীশ্রী ৺ জগন্নাথ দেব অপেক্ষা শ্রীশ্রী ৺ লোকনাথকে বিশেষ ভক্তি করে। কেহ কোন অভীষ্ট লাভে জগন্নাথ দেবের নিকট নিরাশ হইলে, পরিশেষে লোক নাথের শরণাপন্ন হয়। এরূপও অনেকে প্রকাশ করেন, লোক নাথের আশ্রয় লইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। এখানেও দেখিলাম, অবাধে প্রসাদ ভোজন করিতেছে। পুরীর ন্যায় প্রসাদ বিক্রয়ও হইতেছে।

পুরী বর্ণনা কালীন যদিও পুরীস্থিত অপর দেব দেবীর বর্ণনায় অক্ষম উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু একটী বিশেষ উল্লেখের বস্তু আছে, মহাশক্তি মহ

মায়া বিমলা নামে পুরীতে বিরাজমানা। ইনি এক পীঠ। ইহার ভৈরব লোকনাথ, এক্ষণে শ্রীক্ষেত্র নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে বিমলা ক্ষেত্রনামে পুরীর আখ্যা ছিল। যদিও শ্রীশ্রী ৺ জগন্নাথ দেবের নিরামিষ বৈষ্ণব মতের ভোগাদি প্রদত্ত হয়, তথাপি শ্রীমন্দিরের পার্শ্বেই ৺ বিমলা মাতার বার তিথি বিশেষে বলি ও আমিষ ভোগ হইয়া থাকে। আবার জগন্নাথকে বিমলার ভৈরব বলিয়া উল্লেখ হইয়া থাকে। ফলতঃ বিমলা দেবীতে ও জগন্নাথ দেবে ঠিক সামঞ্জস্য স্থাপন অতীব দুরূহ ব্যাপার এ বিষয় পরিশেষে উৎকলে রাজ্য স্থাপন চিন্তা স্থলে যতদূর পারি সমালোচনার চেষ্টা করিব।

তদ্ভিন্ন হরচণ্ডী সহিতে অর্থাৎ পল্লিতে হরচণ্ডী নাম্নী পাণ্ডাদের স্থাপিতা এক দেবী আছেন। আমরা উপস্থিত সময়ে উক্ত মূর্ত্তি নবীন নির্ম্মিত হইয়া অতি সমারোহের সহিত স্থাপিত হওয়া দৃষ্ট করিলাম। ঐ মূর্ত্তি বহুদিন হইতে স্থাপিত। তবে মধ্যে মধ্যে পুরাতন মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নবমূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়. ইহার পুজা বলিদান ইত্যাদির দ্বারা খুব ধুম ধামের সহিত নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি পুরীস্থিত সমুদায় দেব দেবীর উল্লেখ স্বতন্ত্র পুস্তক সাপেক্ষ। তবে বিশেষ কয়টীর উল্লেখ হইল মাত্র। আর একটী উল্লেখ যোগ্য বিষয় এই, স্বর্গ দ্বার অথাৎ যে স্থানে সমুদ্রতীরে যাত্রিগণকে স্নান করান হয় ইহাকেই স্বর্গ দ্বার কহে। এই স্থানে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ মালা অবিরাম ঘন নিনাদে তীর ভূমের সহিত নৃত্য করিতেছেন। বালুকা পূর্ণ লবণাম্বু মধ্যে পুণ্য লাভাশয়ে যাত্রিগণ অবগাহন করিতেছে। বেলা রাশির ক্রীড়া স্থানের অদূরেই অনেক গুলি মঠ। তন্মধ্যে কবির নানকের মঠ ও আছে। আর ঘাটের কিছু পশ্চিমাংশে মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীচৈতন্যের সমাধি স্থান। একটী আশ্চর্য্য এই যে, এই অর্ণব কুল কেবল বালুকাময় কিন্তু এই বালুকাতেই মঠ ধাবীরা সকল প্রকার বৃক্ষ লতাদি উৎপন্ন করিতেছেন।

পুরীতে একটী গভীর চিন্তার বিষয় লক্ষিত হয়। আমাদের সমাজের যে যে মহোদয়েরা ধর্ম্ম প্রকাশক ও চিন্তাশীল বলিয়া গণনীয়, ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবনের শেষ সময় লীলাচলে অতীত করিয়া জীবলীলা শেষ করিয়াছেন। যাঁহারা জীবন শেষ করেন নাই, তাঁহারা দীর্ঘ কাল বাস করিয়া

বাস চিহ্ন রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। এ শ্রেণীর মধ্যে নানক কবির অগাঢ়চিন্তাশীল পূজনীয় মহর্ষি দত্তাত্রেয়, শঙ্করাচার্য, তুলসী দাস ও চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই শেষকাল শেষ করিয়াছেন। মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের আসন পুরীর সিংহদ্বারের বামদিকে, শ্রদ্ধাস্পদ শঙ্কর স্বামীর মঠ সমুদ্র তীরে। তিনি যে আসনে উপবিষ্ট হইতেন, অদ্যাপি সে বেদিটী যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। পুরীর মধ্যে এই স্থলেই প্রাচীন পুস্তকাদি সঞ্চিত আছে। এক্ষণে এ মঠের যিনি অধ্যক্ষ তিনিই পুরীমধ্যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য-তাহার নাম, দামোদর তীর্থ স্বামী বাস্তবিক কয়েক মাস পুরীতে থাকিয়া পুরীস্থিত সমুদায় প্রধান পণ্ডিতদিগের সহিত আমরা আলাপ করিয়াছি, কিন্তু উল্লিখিত তীর্থ স্বামী। মহোদয়ের সহিত আলাপে যতদূর সুখী হইয়াছি, এরূপ কাহারও সহিত আলাপে হয় নাই। তীর্থস্বামী মহোদয়কে যখন যে বিষয় প্রশ্ন করিয়াছি, হৃদয় আনন্দদায়ি উত্তর পাইয়াছি। যদি যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উল্লেখ করিতে হয়, পুরীর মধ্যে ইনিই অদ্বিতীয়। তবে অনেক উৎকল পণ্ডিত আছেন তাঁহাদের নাম মাত্র পণ্ডিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকলেই অন্ধ বিশ্বাসী এবং স্বার্থপর, তাঁহারা মনে করেণ তাঁহাদের তুল্য পণ্ডিত কোথাও নাই। তবে লোকনাথ শাস্ত্রীনামীয় জনৈক সুযোগ্য উৎকল পণ্ডিত ছিলেন, দেশীয় সাধারণের সহিত তাঁহার মত মিল না হওয়ায় ৺ কাশীধাম প্রভৃতি পশ্চিমের প্রধান প্রধান পণ্ডিত স্থলে গমন পূর্ব্বক সকলের সহিত স্বমতের সামঞ্জস্য স্থাপন পূর্ব্বক দেশে আগমন করেন। পরিতাপের বিষয় এক্ষণে তিনি পাগলের ন্যায় হইয়া গিয়াছেন, ৺ জগন্নাথ দেবের অনেক পাণ্ডা প্রভৃতি সেবক আছেন ; ধনীও ইহার মধ্যে বহুতর, কিন্তু শিক্ষিত একজনও খুজিয়া পাওয়া যায় না।

পুরী সহরটী বেশ দীর্ঘ আয়তন। সাতটী সাই, (পল্লিকে এখানে সাই বলে) ইহার একটী সাইয়ের বহুতর শাখা প্রশাখা আছে, দীর্ঘ কি প্রস্থ দুই মাইলের বেশী ভিন্ন কম নহে। সহরের দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে জেলা সংস্থাপিত, আর পশ্চিম প্রান্তে বালিস্তূপের উপর কতকগুলি বাগান ও আখড়া। আখড়া কি, পাঠকগণকে একটু বুঝাইয়া না বলিলে বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলে মিলিত হইয়া এক একটী পল্লিতে এক দুই

হইয়া দশমীতে বিসর্জ্জন হয়, এখানে অষ্টমীর দিনাবধি প্রতিমা প্রস্তুতের কার্য্য শেষ হয়, কেবল নবমীর দিন পূজা হইলেই যথেষ্ট তবে যাহার ষষ্টির পূর্ব্বে নির্ম্মাণ শেষ হয়, সে তিন দিনই পূজা করে। দশমীর দিবস পুরীর সিংহ দরজার সম্মুখে সমুদায় সহরের প্রতিমা একত্র করিয়া দেখা শুনা হয়, ইহাকে এ দেশে ভেট কহে। পূজার প্রতিমা ও সামান্য কিছু উপচারেই পূজা শেষ হয়, লোক জন খাওয়ান ইত্যাদি কিছু নাই, নাচ তামাসাও বিশেষ কিছু দৃষ্ট হয় না, এক একটী ছোকরা নানাবিধ অঙ্গ চালনা সহ গান করে তাহার সহিত মৃদঙ্গ অর্থাৎ পাখওয়াজ বাজায়। বুড়া বুড়ী সাজিয়া গোযানের ন্যায় এক চক্র বিশিষ্ট যানে উঠিয়া পথে পথে নাচিয়া বেড়ায়।

উড়িষ্যার পার্শ্ববর্ত্তী চিল্কা হ্রদ ও গঞ্জাম জেলা পরিদর্শন।

এইরূপ পুরীর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মের শেষ ভাগ বর্ষাও শরৎ ঋতু শেষ করণান্তর হেমন্তের প্রারম্ভে পুনরায় ভ্রমণ উদ্দেশে পুরী পরিত্যাগান্তর বঙ্গোপসাগরের তীরে তীরে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলাম। দশ মাইল অতিক্রমের পর বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এক দেবী মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, ইহার নাম হরচণ্ডী। প্রবাদ, রামচন্দ্র বনবাস কালে এই মূর্ত্তি স্থাপনান্তর পূজা করেন। এখানে দুই মাইল অন্তর কাঁটাঝুরি নামক স্থানে গিয়া ঐ দিবস রজনী যাপন করিলাম। এই স্থান হইতে চিল্কা হ্রদ আরম্ভ। হ্রদের নৌকাগামী যে সকল যাত্রী যাতায়াত করে, তাহারা এইস্থলে অপেক্ষা করে, স্থানটী অতি সামান্য তিন খানি মুদির দোকান আছে মাত্র। এ স্থান হইতে আরো দুই মাইল অন্তর জোড়গড়ী নামক স্থানে তরণীর আড্ডা। পরদিন প্রাতে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন পূর্ব্বক খিচুড়ি খাইয়া নৌকার আড্ডায় উপস্থিত হইলাম। যাওয়া মাত্র একখানি গমনশীল নৌকা পাইয়া তাহাতে আরোহণান্তর চিল্কার জলে ভাসমান হইলাম। তরণীর পাইল বাঁসের চ্যাটরা এই, পাইল ভরে তরণী বেগে গমন করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য চিল্কা হ্রদের জল লবণময়, পিপাসা উপস্থিত হওয়ায় নাবিকগণকে কহিলাম যথায় জল থাকে নৌকা রাখিয়া জল খাওয়াও। আমরা দক্ষিণ মুখে যাইতেছি, আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে চিল্কা তীরে বেশ গ্রাম পল্লি প্রভৃতি দৃষ্টি হইতে লাগিল, আর

বাম দিকে বিপুল বালি স্তূ
ধ্বনি আকর্ণন হইতে লাগি
লাগাইয়া আমায় কহিল জ
না দেখিয়া নাবিককে কহিল
তৈলঙ্গী আমার নিকট ছিল সে হি
এপথে এসো নাই? আমি উত্তরে
নামিয়া কহিল, আমার সহিত আইস জল খা
উত্তীর্ণ হইলাম, চিল্কার জল ছাড়িয়া বালির উপর
হাত দিয়া বালি টানিয়া দুই ফুট আন্দাজ একটী গর্ত্ত ক
জলের আবির্ভাব হইল। সঙ্গী কহিল খাও। খাইলাম; বেশ মিষ্ট
এইরূপে জলপান করিয়া জগৎ স্রষ্টার অপার মহিমার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নৌকায় উঠিলাম। পুনরায় তরণী চলিতে লাগিল। হ্রদের মধ্যে মধ্যে স্থলে কোথাও মহিষ পাল, কোথাও গোদল চরিতেছে, কোন কোন স্থলে চিত্র বিচিত্র বিবিধ বর্ণের শকুন্ত সমূহ বিচরণ করিতেছে, আবার এক একটী স্থলে জাল জীবিগণে পর্ণ কুন্তর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদাভ্যন্তর হইতে মৎস্য ধরিতেছে। এক এক স্থলে এত শুষ্ক মৎস্য রৌদ্রে শুখাইতে দিয়াছে যে তাহার গন্ধে আমাদের নাসিকায় বস্ত্র প্রদান করিতে হয়, এইরূপ দেখিতে হ্রদ গর্ভস্থ একটী বৃহৎ চরে উপস্থিত হইলাম। এই চরটী দীর্ঘে প্রায় তিন মাইল। যখন চিল্কা গর্ভে এত বড় চরের উল্লেখ-করিলাম তখন হ্রদটীর পরিমাণ জানিতে সকলেই উৎসুক হইতে পারেন। চিল্কা চতুশ্চত্বারিংশৎ মাইল ও প্রাস্ত ষোড়শ মাইল। ইহার গর্ভে অনেক গুলি চরও আছে। যাহা হউক মদীয় পূর্ব্ব উল্লিখিত চরে উঠিলাম। ঐ চরটীতে এক্ষণে একটী রাজধানী হইয়াছে। এই রাজত্বের নাম পারিকুদ। চরের মধ্যস্থলে রাজার বাটী। তাহার চতুর্দ্দিকে প্রজাপুঞ্জের বাস ও কৃষি কার্য্যের উপযোগী ভূমি সমূহ। রাজবাটীতে দুই দিন থাকিয়া রাজার সহিত আলাপে সুখী হইলাম। রাজাটী বেশ ভদ্র, তদপর পারিকুদ পরিত্যাগে পুনরায় নৌকাযোগে যাইয়া উৎকল ও মাদ্রাজ বিভাগের সঙ্গম স্থলে উপস্থিত হইলাম। চিল্কার বক্ষ হইতেই তীরে গিরিমালা দৃষ্ট হয়। উপকূলে উঠিবামাত্র মাদ্রাজ গমনের গিরিসঙ্কট পথ নয়নগোচর

ল বল প্রথমে
থ জন্যাই উৎকল
বংশের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র
উৎকলাধিপের আয়ত্বে
এই নিয়মে বাধ্য করেন
মহারাষ্ট্র দিগকে তাড়াইয়া
দিয়া অন্য অন্য গম্য পথ
ধ্য করিবেন এই চুক্তির পরেই
ত্র রাজ্যের অধিকারী হয়; কাজেই
ইতাবসরে বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্রাটের
পাঠাইলেন। মন্ত্রী নাবালক ও রাণীকে
ছাড়িয়া দিলে ভবিষ্যতে আমাদের অধিকার
এব উহাদের উৎকলে প্রবেশ করিতে না দিয়া যুদ্ধ
ক এবং বালক তাহাদের বিবেচনা কতদূর হইবে, কাজেই
র করিয়া বৃটীশ বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হওনান্তর পরিণামে
বর্ত্তমানের বৃত্তিই জীবনোপায় হইয়াছে। এই গিরিসঙ্কটের
মাইল ব্যবধান খালিকোট নামক রাজ্যের রাজধানী, মান্দ্রাজ
প্রেসিডেন্সির সীমায় গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত উক্ত রাজধানীতে গমন করি-
লাম। দেখিলাম তিন দিকে পর্ব্বতময়। তাহার মধ্যে রাজবাটী। বোধ হয় যেন
গিরি অঙ্কে রাজ বাটীটি লুক্কায়িত রহিয়াছে, পূর্ব্বকালে আত্ম রক্ষার্থে এইরূপ
স্থলে রাজারা আবাস স্থির করিতেন। কেননা পার্শ্বস্থ যে যে ভূধর বেষ্টিত
তাহা উর্দ্ধে প্রায় দুই মাইল হইবে। ঐ গিরির অপর পার্শ্ব প্রসিদ্ধ চিল্কা হ্রদ।
সহসা শত্রু পক্ষ এরূপ পথে আসিতে সমর্থ হইবেন না। কেবল সম্মুখে রক্ষা
করিতে পারিলেই বিপক্ষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হইবে। রাজাটী
ক্ষত্রিয়, জয়পুর রাজবংশের জনৈক জগন্নাথ দর্শন উপলক্ষে আসিয়া প্রথমে
এক সামান্য জঙ্গলা ভূমিতে অধিকার করিয়া ক্রমে অন্য অন্য পার্শ্বস্থ
জঙ্গলা সর্দ্দার দিগের অধিকার হস্তগত করিয়া বিস্তৃত ভূমির অধিপতি হইয়া-
ছেন। শালপত্র এক একটী শলাকা সম্মীলনে মিলিত করিয়া যেরূপ একখানি

ব্যবহার উপযোগী পত্র প্রস্তুত করা হয় এ দেশে তাহাকে খালা বা খালি কহে। খালি যেরূপ খণ্ড খণ্ড হইতে গ্রথিত হয় বর্ত্তমান রাজ্য ও তদনুসারে খণ্ডে খণ্ডে মিলিত হওয়ায় রাজ্যের নাম খালি কোট হইয়াছে। পূর্ব্বে এ রাজ্য উৎকল সম্রাটের অধীন ছিল, এজন্য রাজাদিগের রীতি নীতি সকলি উড়িষ্যার ন্যায় এবং রাজকার্য্য ও উড়িষ্যা ভাষায় নির্ব্বাহ হয়, তবে এক্ষণে এ জেলার ভাষা তৈলঙ্গ এজন্য রাজার একটী তৈলঙ্গ সেরেস্তাও আছে। রাজাটী নিরেট নিরক্ষর, পারিষদ প্রভুরাও প্রায় সমধর্ম্মা. সহচর অনুচর যাহা বুঝাইবে তাহাই ঠিক। প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনই ইহাদের প্রধান রাজনীতি কোন প্রজা সঙ্গতিশালী হইলেই রীতিমত বাটী ঘর কি কোনরূপ উচ্চ ধরণে চলিতে সাহস করিতে পারেনা, একটু ওরূপ ভাব রাজাকি রাজকর্ম্ম চারিগণ জ্ঞাত হইলে রাজ দরবারে এই কথা উঠে, অমুক বেশ বেড়ে উঠেছে। তাহার নিকট কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিতে হইবে ইহার রাজধানীর তিন ক্রোশ অন্তরে আমরা একটী স্থানে বসিয়া দেখিলাম একটী গৃহস্থ তাহার বাটীর ঘর ভাঙ্গিয়া সঙ্কীর্ণ করিতেছে। নুতন গৃহ সকল ভগ্ন করিতে দেখিয়া আমাদের পার্শ্ব উপবিষ্ট তৎস্থানবাসীদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা উত্তর করিল মহাশয় সে কথা কহিতে ভয়করে। আমরা বুঝাইয়া বলিলাম যে আমাদের বলিতে কোন ভয়ের কারণ নাই। তখন তাহারা কহিল ঐ ঘরে রাজার চক্ষু পড়িয়াছে। রাজা শুনিয়াছেন, ঐ প্রজা বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাই ভয়ে সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে নচেৎ কোন দিন কি ছল করিয়া সর্ব্বস্ব ধরিয়া টান দিবেন। বাস্তবিক এইরূপ ও স্থানের অনেক ঘটনা আছে যাহা দৃষ্ট করিলে বৃটীশান্তর্গত দেশ বলিয়া বোধ হয় না। যে কোন জাতির ভাল কন্যা থাকুক, যদি রাজার কর্ণগোচর হইল, অমনি রাজা তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন পচিশ কি পঞ্চাশটী (উর্দ্ধ সংখ্যা একশত টাকা) টাকা লইয়া তাহার কন্যাকে দিয়া যায়। তাহাতে সধবা বিধবা বা জাতির প্রতিবন্ধকতা নাই। রাজা চাহিলে না দিলে নিস্তার নাই তবে রাজা পঞ্চাশ বলিয়াছিলেন সে যদি বলে কিছু বেশী একশত দিন, তখন সাইট, সত্তর, কি অশীতি মুদ্রা প্রদানান্তর আনয়ন করা হয়। আবার কোন কোন গরিব খাওয়াইতে না পারিয়া যৎ কিঞ্চিৎ লইয়া স্বেচ্ছামতে স্ব স্ব তনয়া অর্পণ করে। এই রাজার

অন্তঃপুরে এরূপ প্রায় আড়াই শতের উপর ললনা আছে। এই সকল বামাকুল রাজ অন্তঃপুরে যে সুখে দিনাতিপাত করিতে পারে, এরূপ বোধ হয় না। কেননা ইহারা রাজধানীর দুই মাইল অন্তরে একটী বিলাসভবন ও তথায় একটী অন্দর মহল আছে। গ্রীষ্ম কালে রাজা তথায় অবস্থিতি করেন। অন্তঃপুরটী দেখিবার জন্য আমরা তৎস্থলের কর্ম্মচারীর সহিত মিলিত হইয়া প্রবেশান্তর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যেমন হাটে বাজারে লম্বা লম্বা চালা থাকে, তেমনি দীর্ঘায়তনের ঘর, তাহাতে এক একটী কুঠারি দীর্ঘে সাত আট ফুট ও প্রস্থে চার পাঁচ ফুট হইবে মাত্র। ঐ কুঠারি মধ্যে এক এক জনের বাসস্থান, উহার মধ্যে রন্ধন, ভোজন, শয়ন ও স্ব স্ব দ্রব্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক সিধা পাইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাক করিয়া আহার করে। উৎকলের ভূপতি মাত্রেরই এইরূপ ব্যবস্থা, এবম্বিধ কুপোষ্য পুষিয়া রাজারা যে কি সুখে সুখীহন জানি না। আর স্ত্রীলোক গুলিরই সুবিধা কি ঈশ্বর জানেন। প্রজাপীড়নের সম্পত্তি এইরূপ কুপোষ্য পোষণেই যায়। আবার ইহাদের গর্ভে সন্তান হইলে (যে জাতির কন্যার গর্ভে হউক) তাহার গলায় পৈতা প্রদানান্তর সামন্ত উপাধি দেওয়া হয়, ও তাহার সপরিবারে ভরণ পোষণ জন্য একটী জাইগির এবং পৃথক আবাস বাটী প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। এইরূপে আর আর একদল কুপোষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সামন্ত দল রাজকার্য্য কি জগতের কোন কার্য্য মধ্যে নাই। কেবল রাজদণ্ড ও জাইগির ভোগ করিয়া কুপোষ্যের বংশ বৃদ্ধি করিতেছেন। রাজ কার্য্যে কোন সুশৃঙ্খলা নাই, এখন তালপত্রে সকল হিসাবাদি নির্ব্বাহ হয়। কার্য্যকারকেরা কেহ একখানি মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজার নিকট যায় না। শীতকালে মিহি চাদর গায়ে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলে রাজার নিকট যায়। এরূপ গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিল, রাজার নিকট দীন বেশে শুক্ল বস্ত্রে গমন করাই আমাদের নিয়ম। কি ইতর, কি ভদ্র, সকলেই মোটামুটী রূপে সংসার নির্ব্বাহ করে। ভদ্রোচিত বেশ ভূষা কি আহারের পরিপাট্য কিছুই নাই। চিল্কা হ্রদের অপর্য্যাপ্ত সম্ভাবের মৎস্য ও কৃষিজাত কৃষ্ণ মুগ, বিরি কড়াই, প্রধান খাদ্য। আমাদের পায়ে মোজা ও বিনামা দেখিয়া কত লোক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে আসিত। গুড়ক্ তামাক কেহ খায় না। দোকতার

চুরট ও দোকতার গুড়ি (এ দেশে গুণ্ডি বলে) পানের সহিত সকলে ভক্ষণ করে।

এখানে পুলিশের বেশভূষা কিছু জমকাল অর্থাৎ সৈনিক ধরণের এ প্রভুদের গুণ খুব, বেঙ্গল অপেক্ষা বহু গুণে স্বেচ্ছাচারি, এ স্থানে গাঁজার চাষ সকলেই করিতে পারে লাইসেন্স ইত্যাদি নাই।

উৎকলের জঙ্গল মহল বা করদ রাজ্য পর্য্যটন।

খলি কোর্ট হইতে গঞ্জাম জেলা অষ্টম মাইল চিল্কা হ্রদ হইতে একটি দুই মাইল কেনেল গঞ্জাম জেলার বরমপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে এই গঞ্জাম জেলার কালেক্টরি কাছারি করণার্থে চিল্কা হ্রদের পার্শ্বে একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল কিন্তু বরমপুরে জেলা স্থাপিত হওয়ায় ঐ অট্টালিকাটি এক্ষণে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, মানষ ছিল মাদ্রাজের আরঁ কিছু দূর দেখিব কার্য্য গতিকে তাহা ঘটিলনা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উড়িয়্যার জঙ্গল মহালের করদ ভূপতিবর্গের রাজত্ব দর্শন লালসায় পুনরায় পূর্ব্ব বর্ণিত গিরি শঙ্কট হইতে যে রাজপথ উৎকলের জঙ্গল মহালের পূর্ব্বমুখে গিয়াছে ঐ রথ্যাবলম্বনে দশ মাইল অতি ক্রমান্তর বাণপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম এ স্থানটী অতি পুরাতন, এক সময়ে উৎকলের সম্রাট দিগের এই স্থানে রাজধানী ছিল এক্ষণে কেবল পুরাতন দেবালায় দুই একটি ও কতকগুলি ব্যবসায়ীর বাস আছে জঙ্গল মহল মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বন্দর বলিয়া গণ্য এ স্থানে উৎকল সম্রাটের খোর্দ্দা রাজধানির অন্তর্গত ছিল এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের খাষ মহলের পুলীষ ষ্টেসন পোষ্ট অফিস ও একটি বন বিভাগের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় আছে এ স্থান হইতে দক্ষিণ পশ্চিমাংশে জঙ্গলের অভিমুখে একট ষষ্ট মাইল নবীন রথ্যা গিয়াছে, অপরাহ্ণে ঐ রথ্যাবলম্বনে একটী আউটপোষ্টে পৌছিলাম এ স্থানে এই আউট পোষ্ট ভিন্ন এক মাইলের মধ্যে অন্য কোন বসতি নাই, এরূপ জঙ্গল ও পর্ব্বত কন্দর মধ্যে আউটপোষ্ট স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই, স্থানটি তিনটী রাজ্যের সীমা সংলগ্ন ও এই রাজ্য ত্রয়ের লোকই প্রস্তাবিত পথে গমনাগমন করিয়া থাকে। নয়াগড় খলিকোর্ট ও খায মহল এই তিন মহালের সীমা যদি উক্ত রথ্যাটি সাধারণের গম্য পথ তত্রাচ সন্ধ্যার পর গৃহের বাহির হইবার সাধ্য নাই, রজনীর আগমন মাত্রেই ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করে।

আমরা আউটপোষ্টের মধ্যে অবস্থিতি করিলাম হেড কনেষ্টবল, আমাদের সতর্ক করিল রাত্রে বাহিরে যাইবার আবশ্যক হইলে কনেষ্টবল ও পাইক দিগকে ডাকিবেন কারণ দুইজন লোক প্রজ্বলিত কাষ্ঠ খণ্ড কি আলো সমেত প্রহরি না হইলে রাত্রে বাহিরে যাইবার উপায় নাই। কাজেই রাত্রে ঐ রূপ লোক দ্বয়ের সহায়তায় বাহিরে আসিতে হইয়াছিল। পরদিন প্রাতে জনৈক জঙ্গলার সহিত জঙ্গলে জঙ্গলে প্রায় অষ্টম মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে গমন পূর্ব্বক একটি গ্রামে ঐ দিন অতীত করিয়া পরদিন নয়াগড় রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলাম দুই ক্রোশ গমনের পর প্রায় দুই মাইল একটী গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে হইল। উঠিবার সময় একটু পথ ভাল পাওয়া গেল, নামিবার সময় প্রাণ হাতে করিয়া নামিতে হইল পর্ব্বতটীর নাম কান খাই অনেকের পক্ষে মাথা খাই স্বরূপ, এক কট আন্দাজ প্রস্তর ময় পিচ্ছল পথে প্রায় এক মাইল শসঙ্ক ভাবে পদক্ষেপনান্তর তৎপর সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম এবং এই স্থান হইতে প্রায় পাঁচ মাইল গমনান্তর একটী গ্রামের ভাগবত গৃহে আশ্রয় লইলাম। ভাগবত গৃহ কি ইহার অর্থ বুঝাইয়া বলা আবশ্যক, এ স্থানে একটু বর্দ্ধিষ্ট গ্রাম মাত্রেই গ্রামস্থ সাধারণের ব্যয়ে একটী গৃহ গ্রাম মধ্যে নির্ম্মাণ করে, এই গৃহে সন্ধ্যার পর সকলে বসিয়া ভাগবত শ্রবণ করে এবং গ্রাম্য পাঠশালা এই গৃহেই হয় কোন বিদেশী আগন্তুক গ্রামে আগমন করিলে তাহার ও ঐ গৃহ আশ্রয় স্থল। এ গ্রামটী নয়াগড় রাজ্যের অন্তর্গত এ স্থানে এইদিন অতিত করিয়া পরদিন দিবা এক প্রহরের সময় নয়াগড় রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া স্বদীয় পেস্কার জনৈক বা ালি বৈদ্যের বাসায় আশ্রয় লইলাম। অপরাহ্নে রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল রাজার সহিত আলাপে অত্যন্ত সুখি হইলাম রাজাটী বেশ ভদ্র এবং ধার্ম্মিক অমাইকতা ব্যবহার ও যথেষ্ট। ময়ূর ভঞ্জের ন্যায় রাজ কার্য্যে সমুদায় ক্ষমতা আছে।

এ রাজাটী গিরি শঙ্কটে সংস্থাপিত দুই পার্শ্বে দুই পর্ব্বত মধ্যস্থলে রাজধানী, ঠিক গিরি শঙ্কট স্থলে প্রশস্ত রাজপথ ও রাজার প্রজা সমূহের বসবাস পর্ব্বত পদতল হইতে উর্দ্ধে গিরিগাত্র ক্রমে অবধি হইয়াছে। রাজবাটীটী যেন ভূধরের চরণে লুণ্ঠিত রহিয়াছে উৎকলের ভূপতি মাত্রেই ৺জগন্নাথ দেবের ভক্ত, একারণ সকল রাজধানীতেই প্রশংসীত দেবের প্রতিমূর্ত্তী

সংস্থাপিত আছে এবং রথযাত্রা ও হইয়া থাকে নয়াগড়ে সকল প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, রাজকার্য্য সন্তোষরূপ নির্ব্বাহ হইতেছে না। একটী অপরিণত বয়স্ক যুবকের হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হইয়াছে। আমাদিগের নিকট রাজা প্রকাশ করিলেন যে আমার ইচ্ছা জনৈক উপযুক্ত লোকের হস্তে রাজ্য ভার ন্যস্ত করিয়া কতকটা অবসর থাকি একারণ জনৈক উপযুক্ত লোকের জন্য সহকারি কমিসনারকে অনুরোধ করি তিনি এই উপযুক্ত লোক পাঠাইয়াছেন, তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি না আশানুরূপ কার্য্য ও হয় না। যে বালকটীকে ম্যানেজার স্বরূপ পাঠাইয়াছেন তাহার বয়স চাব্বিশ পঁচিশ বর্ষের বেশী হইবে না। এনট্রেন্স অবধি পড়িয়া সহকারি কমিসনরের অনুগ্রহে কমিসনারি আফিসে বিংশতি মুদ্রা বেতনের একটী সামান্য কেরাণির কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তদপর অসতী মুদ্রা বেতনে বর্ত্তমান পদ পাইয়াছেন। শুনিলাম লোকটি সহকারি প্রভুর নিতান্ত অনুগত ও দয়ার পাত্র একারণ তিনি রাজা ও রাজ্যের ক্ষতি বৃদ্ধিতে লক্ষ না রাখিয়া অনুগত পালন উদ্দেশে প্রস্তাবিত কার্য্য করিয়াছেন ইহার সবিশেষ সমালোচনা উৎকলের রাজনীতি সমালোচনার স্থলে করা হইবে ফলত এই ঘটনা বশত রাজার ইচ্ছা সত্বে ও রাজকার্য্য উৎকর্ষ লাভ করিতে সথ্য হইতেছে না।

নয়াগড় রাজ্য স্থাপনের আদি বৃত্তান্ত বড় কৌতুকাবহ। রেওয়ার রাজবংশী ও ভাতৃদ্বয় শ্রীক্ষেত্র দর্শনে আগমন করে। তদপর এই জঙ্গল মহালে আধিপত্য বাসনায় বিনা লোকজনে কেবল ভাতৃদ্বয় জঙ্গলমধ্যে প্রবেশান্তর এই স্থানে উপস্থিত হন। তৎকালে জঙ্গলাদের নিজের বাসোপযোগী কুটীর মাত্র ছিল, অপর লোককে আশ্রয় দেয় এমন স্থান ছিল না, ইহারা ভাতৃদ্বয়ে অপরাহ্নে জঙ্গলে প্রবেশান্তর জঙ্গলাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করায় তাহারা স্থানাভাব অবগত করিল, সম্মুখে বিনা আবর্ত্তনে একটি কুটীর ছিল ঐ কুটীর দেখিয়া ভাতৃদ্বয় কহিলেন, এই কুটীরে আমাদিগকে থাকিতে দিবার কোন বাধা আছে কি না, তাহাতে তাহারা কহিল ওরূপ ফাঁকা গৃহে কি প্রকারে থাকিবে রাত্রে বাঘে লইয়া যাইবে, উহারা কহিলেন কি করিব এখনতো কোথাও যাইবার উপায় নাই প্রাণ যাউক বা থাকুক অগত্যা ঐ স্থানেই থাকিতে হইবে, জঙ্গলারা কহিল যদি থাকিতে পার থাক তাহাতে

আপত্ত নাই, এই বলিয়া জঙ্গলারা স্ব স্ব কুটীরে প্রস্থান করিল, উহারা ভাতৃদ্বয়ে আবর্ত্তন হীন কুটীরেই আশ্রয় লইলেন, উভয়ে এই নিয়ম করিলেন এক জন নিদ্রা যাইব অপরে প্রহরির কার্য্য করিতে হইবে, জ্যেষ্ঠ প্রথম রজনীতে জাগ্রত রহিলেন। বলাবাহুল্য যে ভাতৃদ্বয় স্বসজ্জ ছিলেন। অগ্রজ প্রহরির কার্য্য করিতেছে, এমত সময় এক ব্যাঘ্র উপস্থিত হইল, রাজকুমার বাহুবল বিন্যাস পূর্ব্বক প্রস্তাবিদ স্যাপদের প্রাণ নাশ করিলেন, তদপর কনিষ্ঠ জাগ্রত হইয়া প্রহরি হইলেন, জ্যেষ্ঠ নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র প্রাণত্যাগ করিল বিকট শব্দ করিয়া উঠিবে, তাহা তদীয় প্রণয়িনী দুর হইতে আকর্ণনে স্বীয় স্বামীর বিপদাশঙ্কায়, সাহার্য্য বাসনায় প্রস্তাবিত স্থলে উপস্থিত হয়, এবং ব্যাঘ্রকে হতাসু দৃষ্টে ক্রোধিত হইয়া কনিষ্ঠ ভূপাঙ্গজকে আক্রমণ করে, তিনি স্ববীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক উহাকে বিনাশ করিলেন। ক্রমে নিশানাথ নলেনীবন্ধুর আগমণ অবলোকনে ক্ষীণাভায় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, আরণ্য বাসীব্যাধ বৃন্দ বনমধ্যে কোলাহল পূর্ব্বক মৃগয়া গমনাভাষ প্রকাশ করিতে লাগিল। জঙ্গলারা প্রভাত দৃষ্টে স্ব স্ব কুটীর হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া রাজাঙ্গজেয় ঘরের অবস্থা অবগত আশায় তাঁহাদের আবাস স্থলে সকলে উপস্থিত হইয়া, জীবন হীন স্বাপদ দ্বয় কুমার দ্বয়ের দ্বারা নিধন সংবাদ অবগতে রাজকুমার দ্বয়ের প্রতি উহাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল, জঙ্গলারা ভাবিল ইহারা অতিশয় বীর পুরুষ একারণ উহারা সকলে একত্র হইয়া পরামর্শ করিল যে এমত ক্ষমতাবান ব্যক্তি দিগকে আমাদের রাজাকরা কর্ত্তব্য, এই যুক্তী স্থির করিয়া জঙ্গলারা ভাতৃদ্বয়কে কহিল, তোমাদের অপর স্থানে যাইবার আবশ্যক নাই, আমাদের রাজ হইয়া এই খানে অবস্থিতি কর। এবম্বিধ প্রস্তাবে ভ্রাতৃদ্বয়ের আশানুরূপ কার্য্য হওয়ায় ঐ স্থানে রহিলেন, কিন্তু পরদিন সন্ধ্যার সময় এক বিকটাকার রাক্ষসী মূর্ত্তি মুখব্যাদনকরত ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল, যেমন উক্ত বিকটাকার উহাদের সম্মুখীন হইল, অমনি জ্যেষ্ঠ তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল প্রস্তাবিত মূর্ত্তি দ্বিখণ্ড হওয়া মাত্র তম্মধ্য হইতে এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি আবির্ভাব হইয়া ভাতৃদ্বয়কে কহিলেন, আমি এই বনরাজ্যের অধিশ্বরী তোমাদের বল বীর্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আদেশ করিতেছি তোমরা এই স্থানে থাকিয়া রাজত্ব কর, কিন্তু অমি বাউরী দেবী আমাকে অত্র রাজ্যের অধিষ্টাত্রী

স্নান করিবে, এবং বর্ষে বর্ষে আমার উদ্দেশে এই সময়ে সমারোহ পূর্ব্বক একটী মেলা করিবে, এই বলিয়া দেবী অন্তর্ধ্যান হইলেন। রাজকুমারদ্বয় বাউরী দেবীর উপদেশ মত অবস্থিতি অন্তর ক্রমে রাজ্য স্থাপন করিলেন, ও বাউরী দেবীর বর্ষে বর্ষে মেলা করিতে লাগিলেন, অদ্যাপি ঐ মেলা হইয়া থাকে, উভয় ভ্রাতায় মিলিত হইয়া রাজ্য বিস্তার করিলেন, জ্যেষ্ঠ প্রথমে নয়াগড়ে রাজাহন, তদপর কনিষ্ঠের বাহুবলে রাজ্য বিস্তার হওয়ায় কনিষ্ঠকে কথকাংশ রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক মতন্ত্র রাজা করেন, কনিষ্ঠের এই রাজ্যে নাম হইল খণ্ড-পাড়া অর্থাৎ নয়াগড়ের এক খণ্ড হইতে উৎপন্ন বলিয়া নাম খণ্ডপাড়া। খণ্ড-পাড়াও ভিন্ন ভিন্ন করদ রাজ্যের নিয়মমত স্বাধীনভাবে চালিত হইতেছে, আমরা নয়াগড় পরিত্যগান্তর উক্ত খণ্ড পাড়ায় গমন করিলাম নয়াগড় হইতে দশ মাইল অন্তর মাত্র, খণ্ডপাড়ায় গিয়া তথায় জনৈক রাজকর্ম্মচারীর বাসায় আশ্রয় গ্রহনান্তর রাজাও রাজ্যের অবস্থা দৃষ্ট করিলাম রাজাটী নিতান্ত নির্ব্বোধ মুন্ত্রিও তথবৈচ, রাজকার্য্যের শৃঙ্খলা দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়। এখনো ইহারা স্বদেশী উড়েভিন্ন অন্যকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে কিন্তু উড়েজাতি যে স্বার্থপরও নির্ব্বোধ তাহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র, এমত অবস্থায় স্বাধিনতার কতদূর সুব্যবহার হয়, বুদ্ধিমানলোক বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। রাজার নানাবিধ গুণের কথা শুনিয়া সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা হইল না, বিশেষ এই স্থলে শরীর ও কিছু অশুস্থ হইল একারণ খণ্ডপাড়া রাজধানী পরিত্যাগ ও মহানদীতীরে কন্টিলো নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম, এস্থানেও খণ্ডপাড়ার অন্তর্গত রাজধানী হইতে পঞ্চম মাইল অন্তর, এইস্থানে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত শিখরে শ্রীশ্রী ৺ নীলমাধবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎকল খণ্ডে নীলগিরিতে যে নীলমাধবের উল্লেখ আছে, লোক প্রবাদ এই যে নীলগিরিতে ৺ জগন্নাথ মুর্ত্তি স্থাপীত হইল নীলমাধবের পাণ্ডারা নীল-মাধবকে এই কন্টিলো মোকামে আসিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন। এস্থানটী বেশ মনোরম এবং দৃশ্য সুখকর ? এই স্থলে মহানদী তীরে একটী ক্ষুদ্র নগরী, এখান হইতে ছোট নাগপুর ও কটকের সহিত বিলক্ষণ বাণিজ্য চালিত হয়, যদীও এস্থান করদ রাজ্যের অন্তর্গত তত্রাচ মহানদীতীরদিয়া বৃটীন গবর্ণমেন্ট একটী রাস্তা করিয়াছেন ও একটী ডাকবাঙ্গলা এবং একটী পোষ্ট আফিস

সংস্থাপিত আছে। ৺নীলমাধবের দর্শন উপলক্ষে বহুতর যাত্রীর সমাগম হয় ও সময়ে সময়ে মেলা হইয়া থাকে, আমরা শীতের শেষ উক্ত স্থানে উপস্থিত হই এবং মাঘী পূর্ণিমার দিন নীলমাধবের একটী মেলা দর্শন করিলাম, বেশ জনতা হয় প্রায় দশ সহস্র যাত্রী আগমন করে, মেলায় দেশীও রাজ্যের লৌহ পিতলের বহুতর দ্রব্য বিক্রয় হয়, বিলাতি ষ্টেশনারি অর্থাৎ মনোহরি দ্রব্য ও কিছু কিছু আমদানি হইয়া থাকে তবে বিলাতি বস্ত্র অতিকম খাদ্য দ্রব্য এখানে সকল রকম পাওয়া যায়, কিন্তু সকল প্রকার মিঠাই পাওয়া যায় না, দুই এক রকম মেলে।

কান্টিলোর মনহারিণী মূর্ত্তি প্রকৃতিদেবীই প্রতিষ্টিত করিয়া স্বভাবের শোভা দর্শনার্থে সমাগত ভাবুকগণকে আহ্বান করিতেছেন। এখন বসন্ত-কাল বরসার বিরাম বসত মহানদীর প্রবল পয় শ্রোত আর নাই, বোধ হয় যেন বরষা বিরহে মহানদী বেদনায় বলুকাময় বক্ষ বিস্তারে তীর বসী বৃন্দকে স্ববিবরণ অবগত করিতেছেন, আর নয়ন নির্ম্মুক্তনীর ধারা ক্ষীণ শ্রোতেযেন বালি রাশি মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন, বিপ্রবক্ষে উপরিত যেরূপ সংস্থাপিত উপস্থিত সলিল রেখা মহানদীর বালুকাময় বক্ষে এক্ষণে সেই রূপ লক্ষিত হইতেছে। ঐ সল্প শ্রোতেই বিবিধ বর্ণের শকুন্ত সন্তরণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিবরণ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে বানিজ্য তরণীর গতি বিধির ও বিরাম নাই, দক্ষিণ দিকে কুল হইতে যেন নীলমাধবের মন্দিরস্থিত ভূধরকে প্রসব করিতেছেন। এইটী মনহারিণী দৃশ্য, পর্ব্বতটী প্রায় অর্দ্ধ মাইল উর্দ্ধ তদুপরি নীলমাধবের আবাস মন্দিরাদি ঐ আবাস হইতে মহানদীর নীরাবধি প্রস্তর সোপান গ্রথিত এই পর্ব্বতের অপর পার্শ্ব ত্রয়ো কান্টিলো নগরী-তদ্ভিন্ন কিছু দূরে ও উত্তর পার্শ্বে দৃষ্ট করিলে তীব ভূমিতে গিরি মালা ও গহন নিকর নানা ভাবে অব-স্থিতি অম্বর স্বভাবের শোভা বিস্তার করিতেছে, কান্টিলো কয়েকটী রাজ্যের সন্ধিস্থল। এই নগরীর নিকট মহানদীর পরপারে নৃসিংহপুর ও দশপালা রাজ্য, নৃসিংহপুরের রাজা এক্ষণে নাবালক বসত রাজ্য গবর্ণমেণ্টর নিজের তত্ত্বা-বধানে গ্রহণ করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় গবর্ণমেণ্ট কেন যে এই সকল রাজ্যের ভার গ্রহণ করেণ বুঝিতে পারা যায় না দেশীও রাজাদের হস্তে যে রূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, গবর্ণমেণ্টর হস্তে তদপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ

করিতে কিছুই দৃষ্ট হয় না, কেবল এই মাত্র সতত পরত লক্ষ হয় যে সহকারি কমিসনরের অনুগত কতকগুলি কুপোষ্য পালন হয়। যখন রাজ্যের প্রকৃত কোন উন্নতি হয় না, তখন গবর্ণমেন্টের এবিড়ম্বনা কেন, কেবল কি নৃসিংহ-বলিয়া নয় ঢেঙ্কানল ময়ূরভঞ্জ, বড়ম্বা প্রভৃতি কয়েকটী রাজ্য ও গভর্ণমেন্টের হস্তে রহিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটীরও প্রকৃত উন্নতি উল্লেখ করিতে পারি না, তবে ঢেকানলের রাজার সময়ের পুরাতন দেওয়ানের উপর ম্যানেজারি ভার ন্যস্ত থাকায় যদিও কতকটা রাজস্বের সুবিধা দৃষ্ট হয়, তাহার প্রতি প্রকৃতি পুঞ্জ প্রকৃত পরিতুষ্ট নয়। আর সকল রাজ্যেই কেবল সেরাস্তায় বড় বড় বহি, হিসাব দুরস্ত ও গরিব মারিয়া কিছু কিছু আয় বৃদ্ধি করা হয়, ও বৃটীশ নীতি ব্যাপকতার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু জঙ্গল মহালে অদ্যাপি বৃটিশ নীতি আদৌ চলিতে পারে না; এজন্য কেহ কখন মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দৃষ্টে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, এখনো এ সকল দেশ বৃটিশ নীতির উপযোগী হয় নাই। দেশকাল পাত্র, রাজ্য, রাজা, প্রজা সকলের অবস্থা চিন্তা করিয়া সময়োচিত নীতির প্রবর্ত্তনা আবশ্যক। তাহা ঘটীরাম ধামাধরা দ্বারা কি সেরেস্তা দোরোস্ত কারি কর্ত্তা দ্বারা হইবার নহে। কিছু মাথা চাই চিন্তা চাই, দাদার হঁয়ে হাঁ দিলে চলিবে না। তবে আমাদের পরিতাপ এই যে, গবর্ণমেন্ট স্বদল বল ভিন্ন অপরের কথায় কর্ণপাত করিতে ইচ্ছা করেন না, তাহাতেই এত বিড়ম্বনা, এ অরণ্যে রোদনে আর ফল কি? এখন আমরা অন্য কথায় যাই।

আমরা কন্টিলোতে থাকিয়াই অনেক গুলি রাজা ও রাজত্ব দর্শন করিলাম। দশ পালার রাজাটী অব্যবস্থিতচিত্ত। তাঁহার মনের স্থিরতা কম, এজন্য সততই মন্ত্রি পরিবর্ত্তনহইয়া থাকে। তৎপর বোদরাজ্য কন্টিলো হইতে পঞ্চবিংশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এবং করদ রাজ্যের শেষ সীমা, পূর্ব্ব সীমায় যেমন ময়ূরভঞ্জ বৃহৎ, পশ্চিমে তেমনি বোদ। তবে বোদের সমুদায় অধিকার এক্ষণে হস্তে নাই; কন্দমাল নামক একটী পরগণা প্রায় রাজ্যের অর্দ্ধাংশ এক্ষণে গবর্ণমেন্টের হস্তে গিয়াছে। কন্দ

মালে কন্দ বা খন্দ জাতির বাস ইহারা অত দুর্দ্দান্ত। নরবলি দিয়া মঙ্গল অর্জ্জনা এই জাতির প্রধান কার্য্য ছিল, রাজা তন্নিবারণে অক্ষম হওয়ায় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট উক্ত পরগণা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া নরবলি দেওয়া নিবারণ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জঙ্গলাদের বর্ণনা কালিন ইহাদের সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব। বর্ত্তমান বোদাধিপতি এখনও অল্পবয়স্ক। একজন শিক্ষিত অভিমানি এনটেন্স পাশকরা মন্ত্রি আছেন, কার্য্যদক্ষতা দেখিতে হলেই ভথৈবচ বিশেষণ দিয়া উপসংহার করিতে হয়, বোদের পূর্ব্বও দশপালার পশ্চিম মধ্য স্থলে রামচন্দ্র পুর নামে আর একটী রাজ্য আছে। এ রাজ্যের রাজাটী নিজে ন্যায়পর এবং কার্য্য মনযোগের সহিত সাধ্যমত দৃষ্ট করেন। সকল রাজাই ক্ষত্রিয়। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ পশ্চিমাগত। আমরা সকলের আদি বৃত্তান্ত সংগ্রহের সুযোগ পাই নাই। এক রামচন্দ্র পুর ভিন্ন আর কোন রাজার রাজকার্য্য ভাল নয়। এই সকল রাজ্যের উত্তর পার্শ্বে হিন্দোল ও অঙ্গুল নামে দুইটী রাজ্য ইহা এক্ষণে গবর্ণমেন্টের খাষ হইয়াছে। এই সকল রাজত্ব অল্পাধিক পরিমাণে প্রায়ই দেশের খরচ উপযোগী সকল প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। বেশী মধ্যে হিন্দোল ও অঙ্গুলে কমলানেবু যথেষ্ট জন্মে, হিন্দোলের নেবু কিছু টক বোধ হইল, কিন্তু অঙ্গুলের কমলা যেরূপ ভক্ষণ করিলাম তাহাতে তাহাকে শ্রীহট্টের কমলা অপেক্ষা কম আস্বাদন কহিতে পারা যায় না, শুনিলাম অঙ্গুলে এই কমলার কেহ আবাদ করে না, স্বভাবজাত পর্ব্বত স্থিত বৃক্ষে যে সকল, ফলে তাহাই সংগ্রহ করিয়া জঙ্গলারা ভক্ষণ করে, ও নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়। পূর্ব্বে কাণ্টিলোতে যে ডাক বাঙ্গালার উল্লেখ করিয়াছি, ঐ বাঙ্গালার পার্শ্বে একটী সবউপর শিয়ারের বাসায় আমরা অবস্থিতি করিতেছি, ইতিমধ্যে উৎকলের শিক্ষা বিভাগের জয়েন্ট ইন্‌স্পেক্টর বাবু রাধানাথ রায় মহাশয় ভ্রমণ উপলক্ষে উক্ত বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন, ইহার সহিত পুরীতে আমাদের আলাপ হয়। অত্রস্থলে মদীয় শরীর অসুস্থ দৃষ্টে দুঃখ প্রকাশ করিয়া কটক সহরে উপস্থিত হইয়া সুস্থ হইতে উপদেশ দিলেন এবং কটক গমনের সাহায্য ও

করিলেন, পরদিন জয়েন্ট বাবু বহুতর বিনয় ব্যবহারের পর বিদায় হইলেন। আমরা কয়েক দিন পরে নৌকা যোগে কটকে পৌঁছিয়া উক্ত জয়েন্ট ইন্‌স্পেক্টর বাবুর বাসায় আশ্রয় লইলাম। কণ্টিলো হইতে কটক দ্বি চত্বারিংশ মাইল অন্তর এজন্য নৌকায় যাইতে চারি দিন হইল, দুই দিনের দিন সন্ধ্যা সময়ে খণ্ড পাড়ার পূর্ব্ব পার্শ্বে বাঁকি নামক রাজ্যে পৌঁছাই। এ রাজ্যটী গবর্ণমেণ্টের এক্ষণে খাষ হইয়াছে একজন কায়স্থ তহসীলদার এই রাজ্যের রাজস্ব সম্বন্ধীয় কার্য্য করেন। এই দিন ইহার বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করায় ইনি কি পর্য্যন্ত যত্নের সহিত গ্রহণ ও আহারাদি করাইলেন ও পর দিন প্রাতঃকালে আসিবার সময় জল খাবারাদি সংগ্রহ করিয়া দিলেন সে ভদ্রতার বিষয় লিখিয়া শেষ করিতে পারি না; দুঃখের বিষয় তাঁহার নামটী বিস্মরণ বশত উল্লেখ করিতে পারিলাম না. তদপর দিন বাঁকী হইতে রওনা হইয়া বড়ম্বা রাজ্য বাঁয়ে রাখিয়া কটকে উপস্থিত হইলাম।

কটকে জয়েন্ট ইনিস্পেক্টার মহোদয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম, যদি ও ইনি তৎকালে বালেশ্বরে, ইহার ভ্রাতা বাটীতে ছিলেন তিনি যদিও যত্ন করিলেন কিন্তু যাহার প্রেমে বশীভূত হইয়া গমন করিলাম তাঁহার অনুপস্থিত জনিত কটকের মদীয় অন্যতর বন্ধু কটক কলেজের আইন অধ্যাপক ও জজ কোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে আশ্রয় লইলাম। তথায় তিন সপ্তাহ থাকিয়া সুস্থহই। হরিচরণ বাবুর সরলতা ময় আতিথ্যে যে কি পর্য্যন্ত সুখি হইয়াছিলাম বলিতে পারি না। নিজ পরিবারের ন্যায় তাঁহার বাটী শুদ্ধ মনে করিতেন। বাটীর ভিতর অবাধে যাইয়া আহার আদিকরিতাম তাঁহার প্রণয়িনী ও গুণবতী পুত্র কন্যা কয়টী বেশ শিষ্ট বিশেষ তাহার জ্যেষ্ঠ কন্যাটী অত্যন্ত মধুর ভাষিনী ও শিক্ষানুরাগিনী। তাঁহাকে যথার্থ তনয়ার ন্যায় অকৃত্রিম স্নেহ স্বতই উপস্থিত হইত আর যত দিন বাঁচিব বোধ হয় হরিচরণ বাবুর কন্যাটীর প্রতি কন্যা স্নেহ অপনীত হইবে না, ফল হরিচরণ বাবুর বাটীতে যেরূপ সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে অতীত করিয়াছি এরূপ উৎকলে কোথাও ঘটে নাই এইরূপে এখানে সপ্তাহ ত্রয় অতীত পূর্ব্বক পুনরায় বালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

কটক হইতে ময়ুর ভঞ্জে প্রত্যাগমন।

কটক হইতে রওনা হইয়া প্রথমে ইষ্টিমার যোগে ভদ্রকে তদপর বালেশ্বরে পৌছিয়া কয়েকদিন অপেক্ষা করিলাম আবার এখানেও এক স্বপ্ন উপস্থিত। যাবার সময় যখন স্বপ্ন দেখিয়াছি আসিবার সময়ই বা ফাঁক যাবে কেন। পুরীতে দির্ঘকাল অবস্থিতি জন্য বহুতর লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হয় পুরীতে মাজিষ্টেটের যিনি প্রধান ইংরেজি সেরেস্তার মুহুরী ছিলেন। তিনি বালেশ্বরে মাজিষ্টেট আফিসে বদল হইয়া আসিয়াছেন। এই বাবুটীর একটী উপপত্নী ও তদগর্ভজাত দুইটী তনয়া ছিল। পুরীতে অবগত ছিলাম ঐ দলবল সহ বালেশ্বরে শুভাগমন করিয়াছেন এবং বালেশ্বরের ভদ্রলোক দিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন অনুসঙ্গ কামিনীটী বিবাহিতা পত্নি ও কণ্যা দুইটী, কণ্যা দুইটী বড় হইয়াছে কিন্তু এ দেশে উপযুক্ত পাত্র পাইতেছি না। বোধ হয় দেশ হইতে পাত্র আনয়ন না করিলে কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে না, ইনি জাতিতে কায়স্থ পুরীতে বিবাহ করিয়া সষুরের অন্নদাস থাকিয়া সে কেলে ধরণের দুই চার পাত ইংরাজি পড়িয়া ক্রমে শুপারিসের জোরে প্রধান মুহুরি পর্য্যন্ত হইয়াছেন ও দিকে ভাগ্যবলে সষুর নিঃসন্তান লোকান্তর হওয়ায় তদীয় কিঞ্চিৎ বিভব পাইয়া পুরীতে জনৈক বাবু হন এক্ষণে বয়স প্রায় পঞ্চাশের নিকটাবর্ত্তী। ইনি মনে মনে করেন নিজে একজন বড়লোক অতএব একটা বেস্যাকে সমাজে না চালাইলে আর বাবু আনির বাহাদুরী কি এই কারণে চেষ্টা করিতেছেন। ফলত বোধহয় উৎকলে এইরূপ ভেল চালাইবার সুযোগ বটে নচেৎ উপপত্নিকে পত্নিরূপে পরিণত করিয়া তাহার গর্ভজাত কণ্যাকে জাতীয় পাত্রে অর্পণ করা কি ভয়ানক কথা। ইহাতে সমাজের ধর্ম্মনাশ হইবে এ আশঙ্কা কি তিল মাত্র নাই? ফৌজদারি সংসর্গে থাকিয়া কি ধর্ম্মভাব একেবারে তিরহিত হইয়াছে? যদি ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকে তবে সমাজ না মানিয়া বেশ্যা দলে মিলিলে ক্ষতি কি! যাদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই বেস্যা সহ তাহাদের প্রভেদ বোধ হয় না।

এ স্থানে আর একটু রহস্য ভেদ আবশ্যক হইতেছে; গমন কালিন যে বালকের বাপ হইয়া ছিলাম তাহার অনুসন্ধান পুরী ও কটকে বিশেষ রূপে

অবগত হইলাম তাহা একটী সবডিপুটী বাবুর লীলা খেলা। এই বাবুর বাস কটক সহরে। জাতিতে ব্রাহ্মণ ইহার পীতা কটক সহরে একজন প্রধান হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গাল্কি বলিয়া প্রসিদ্ধ। একটু জমীদারিও আছে, বাবুর এক ভ্রাতা কটক কালেক্টেরির খাতাঞ্জি; বাবু একজন ভদ্রক সবডিবিজনের সবডিপুটী, একটী ইউরোপীয় বা ফিরিঙ্গি উপপত্নি রাখেন তাহারি গর্ভজাত পুত্রটী মদীয় পুত্র হইয়াছিল। ভদ্রকের দ্বীতীয় শিক্ষক বাবু উক্ত বাবুর বাসায় থাকেন একারণ বাবুর সঙ্গে প্রণয় স্থাপিত উপপত্নিটী কাল প্রাপ্ত হইয়াছে এখন উক্ত সন্তানটীকে সবডিপুটী বাবুর ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা। শুনিলায তাঁহার পিতা তো পূজা আহ্নিক করেন উক্ত বাবু ও নাকি এখন পূজা আহ্নিক ধরিয়াছেন বোধ হয় নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করেন যবনী গর্ভ জাত পুত্রটী যাহাতে ব্রাহ্মণ হয়। উড়িষ্যার গণ্যলোক দিগের নিকট আমরা একথা প্রকাশ করিলাম কিন্তু কেহই ইহাতে কোন প্রতিবাদের চেষ্টা করিলেন না উড়িষ্যা ভূমি ধন্য তোমার বক্ষে না জানি কত ভেল চালনা হইতেছে যাহাকে যাহারা সমাজে এরূপ ঘোর প্রতারণা করিতেছে রাজ বিধিতে তাহাদের কি কোন দণ্ড লেখে না?

এরূপ রহস্য দর্শনান্তর বালেশ্বর হইতে পুনরায় আমরা ময়ূরভঞ্জে প্রত্যাগমন করিলাম। দেওয়ান বাবুর বাসাতেই বাসা হইত গতবর্ষে গ্রীষ্ম ঋতুর প্রাক্ কালে অত্রস্থান পরিত্যাগ করি। বর্ত্তমান বর্ষের গ্রীষ্মের শেষে পুনরায় আসিলাম, দেখি এই এক বর্ষ মধ্যে অন্য কিছু হউক আর না হউক মেনেজার সাহেবের একটী দ্বিতল বাটী দেওয়ানের দুই মহল একটী এক তলা বাটী ও একজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আছেন তাঁহার এক কুঠী নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজবাটী মেরামত কি নূতন কোন অর্থাদি দেখা গেল না আর ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাঁহার সেরেস্তা ও দুইজন ওভারশিয়ার দেখিয়া হাস্য সম্বরণ দুরূহ হইল। আড়াই লক্ষের কিছু অধিক আয়ের ইষ্টেটে দুই শত টাকা বেতনের ইঞ্জিনিয়ার ও পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনের ওভারশিয়ারদ্বয় আফিস ও গস্ত খরচা কতদুর সঙ্গত স্বহৃদয় পাঠক বর্গ বিবেচনা করিবেন। আবার ওভারশিয়ার বাবুদের বেতন তো ঐ কিন্তু অর্দ্ধ বোতল সুরা ভিন্ন দৈনিক আহার চলে না, তদ্ভিন্ন বাসায় চার পাঁচটী লোক একটী ঘোড়া ইহাতে ও

ত্রিশটাকার কম বাসা খরচ চলে না। তদ্ভিন্ন বাটীতে বিশ ত্রিশ মাসে না গেলে হাঁড়িচড়ে না। কাজেই যত্ন পূর্ব্বক ইহাদের কাজ করিতে হয় কার্য্য মধ্যে যাহার উপরে তিনটীর পরিচয় দিয়াছি তদ্ভিন্ন বালেশ্বর হইতে ময়ূরভঞ্জ যাইতে পথি মধ্যে সাহেব বাহাদুর দের অপেক্ষা করা জন্য একখানি বাঙ্গালা হইতেছে আর উপরে যে তিনটী নূতন বাটীর কথা উল্লেখ করিয়াছি উহা প্রস্তুত হইয়া যে মাসে রাজ মিস্ত্রী নামিয়াছে তাহাপ পর প্রতি মাসেই মেরামত হইতে দৃষ্ট করিলাম, ইহা ভিন্ন একটী রাস্তা হইতেছে তাহাও এদিকে বাঁধিয়া অপর দিকে প্রস্তুত করিতে গেল পূর্ব্ব দিকে বৃষ্টির জলে ধুইয়া যাইতেছে। একটী পুষ্করণী খননের ইষ্ট মিট হইয়া তাহা অর্দ্ধ বই আর খনন হইল না. পুলীষ লাইনের একটি ঘর হইয়াছে তাহা ও বৃষ্টির জলে ধুইয়া যাইতেছে। এই তো ইঞ্জিনিয়ারি কারখানা বোধ হয় একা ম্যানেজার জঙ্গল মধ্যে থাকিবেন এজন্য একজন জাতি ভাই চাই, তাই ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক নচেৎ আমাদের বিবেচনায় একজন পঞ্চাশ টাকা বেতনের ওভারশিয়ার থাকিলেই ময়ূরভঞ্জের উপযুক্ত হয় যাহুক পবলিক ওয়ার্কের দুর্দ্দশা সকলে অবগত হইলেন এক্ষণে একবার ম্যানেজারি প্রভৃতি প্রধান সেরেস্তার খবর শুনুন।

ম্যানেজারও দেওয়ানের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় গমন কালে দিয়াছি, এক্ষণে দেখিলাম দেওয়ানের এক উপযুক্ত ভাইপো একাউনটেণ্ট বা হেডক্লার্ক হইয়াছেন, অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্র নকল নবিস, কেবল নকল করা ইহার কার্য্য নয়, নিলামে যে সকল দ্রব্য বিক্রয় হয় উক্ত ভাইপো উপস্থিত থাকিয়া দেওয়ানের টাকায় ও তাহারি এক চাকরের দ্বারায় অল্প মূল্যে প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করণান্তর তদপর অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করা হয়। ইহার লাভের ভাগি কেকত জানি না, ইহা ভিন্ন দেওয়ানের বাসায় একটী গেরুয়া বসন পরিধান ব্রহ্মচারি আখ্যাধারী এক ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহার কার্য্য দেওয়ানের নিকট যেসকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে ব্রহ্মচারি মহোদয় তাঁহাদের পক্ষে স্বস্ত্যয়ন করিয়া তাহাদের বাসায় গিয়া আসীর্ব্বাদ করিয়া আসেন, তদপর দিন দেওয়ানের নিকট সেই সকল বাদি প্রতিবাদি উপস্থিত মাত্র দেওয়ানজি মাহশয় ব্রহ্মচারি প্রদত্ত দৈববলে অমনি পটাপট বিস-বাইশ নম্বর মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলেন। দৈব বলে কেন না উড়ে ভাষার কাগজ

দেখিয়া বিচার করিতে হয় তাতো তিনি জানেনা কাজেই দৈ বল। আজ্ঞর করিতে হয়, বিশেষ তাঁহার বিয়াল্লিশ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে কথন বিচার কার্য্য করেন নাই, রক্ষা এই এসকল মোকদ্দমায় প্রায় আপিল নাই। ম্যানেজার সাহেব একটু উড়ে শিখিয়াছেন তিনি প্রাত্যহিক সাত আট নম্বর মোকাদ্দমা নিষ্পত্ত করিতে পারেন, আর রাজার সময় হইতে উড়ে ভাষায় শিক্ষিত একটী ষোড়শ বর্ষের বিচারক প্রত্যহ তিন চার নম্বরের বেশী মোক-দ্দমার শেষ করিতে পারেন না। ইহার আর অন্য কাজ নাই, দেওয়ান সাহেবকে বিচার ভিন্ন সাহেবের সহকারি রূপে সকল কাজ করিতে হয় ও কয়েক খানি কাগজও দৈনিক পাঠ করিবার জন্য সংগ্রহ করেন। দেখুন ছেলে কেমন পাকা ময়ুরভঞ্জাধিপের অকাল মৃত্যু না হইতে হইতে দেওয়ানকে বিচারাসনে দেখিবার অল্প সম্ভাবনা ছিল, যেইপদ প্রাপ্তি অমনি অঙ্গুলি ফুলিয়া কলার গাছ আবার দেওয়ান সাহেবের এক খানসামার অতুল ক্ষমতা দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়, ঐ চাকরটী অনা আসে লোকের বসে গৃহভস্মী-ভূত করিতে পারে তত্রাচ দেওয়ানের তাহাকে শাসন করিবার কি ত্যাগ করি-বার ক্ষমতা নাই কেন নাই সে অনেক কথা। যৎকালে এই ময়ূরভঞ্জের রাজা-রাণীর মৃত্যু হয়, সহকারি কমিসনর রাজধানিতে উপস্থিত হইয়া দেওয়ানের সহিত যোগে অনেক অসংসাহসীক কার্য্য করেণ সে সমুদায় ঐ দেওয়ানের চাকরটী জানিত এ কারন তাহাকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই পাছে রহস্য ভেদ হয়, আমাদের এরূপ আভাষ প্রকাশে অনেকে কাণ্ডটা কি জানিতে উৎযুক হইতে পারেন কিন্তু সে কথা আর আমরা এখানে উল্লেখ করিব না যাঁহার দেখিবার হইবে তিনি সোমপ্রকাশের ১২৯২ সালের সারদীয় পূজার পূর্ব্ব সপ্তাহে ময়ূরভঞ্জের রহস্য ভেদ নামক ভ্রমণকারির পত্রে পাঠ করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

বর্ষাবশত ভ্রমণের অসুবিধা জন্য ময়ূরভঞ্জেই সমগ্র বর্ষা ও শরতের কিয়দংশ অতীত হয়, দীর্ঘকাল থাকায় ক্রমে স্বর্গীয় ভূপতি মহোদয়ের আত্মীয়গণের সহিত আলাপ হইল। তাঁহারা বলেন বংশের বিধিমতে বর্ত্তমান অবস্থা এরাজ্যের আমরাই শাসন করিবার অধিকারী এবং তাঁহার ভ্রাতা রাজ্যের স্ব নির্ণয়ার্থ মহামান্য হাইকোর্টে যে আপত্তি উত্থাপন করেন তাহারও নিষ্পত্তি

সকল আমাদের দেখাইলেন। ইহাকোর্ট বলিতেছেন, ময়ূরভঞ্জ বৃটীশ ইণ্ডিয়া অন্তর্গত রাজ্য নহে। সম্পূর্ণ ভাবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে পরিচালিত হইবে। এমত অবস্থায় কেবল কমিসনরের কথার উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট কেন যে এই রাজ্যে হস্তক্ষেপ করেন, জানি না, তৎপর, রাজভ্রাতা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের রেজলিউসন দেখাইলেন। তাহাতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, কমিসনর জনৈক ম্যানেজার ময়ূরভঞ্জে নিযুক্ত করিবেন ও রাজভ্রাতাদ্বয়কে ভিন্ন ভিন্ন দুইটী রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ম্যানেজারকে তাহাদের সহিত যুক্তি মতে কার্য্য করিতে উপদেশ দিবেন। দুঃখের বিষয় এই, গবর্ণমেণ্টর আদেশ বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা পালন করিতে প্রস্তুত নয়, এবং পালন না করিলে দোষ হয় না; কেননা রাজার একটী ভ্রাতার হস্তে একটী প্রদেশের শাসন ভার পূর্ব্ব হইতে ছিল; অগত্যা তাঁহাকে তাহাতে রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু সতত পরত চেষ্টা করিতেছেন কিসে তাঁহাকে অন্তর করেন, তিনি কোন যুক্তির কথা কহিলে ম্যানেজার উত্তর দেন তোমার যুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই। আমি কমিসনর যাহা করিব তাহাই হইবে। আর রাজার একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা নানা রূপে লাঞ্ছিত হইয়া মৃতবৎ বাটীতে বাস করিতেছেন। ইনি বেশ সংস্কৃতজ্ঞ এবং বহুতর শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়াছেন। সততই ধর্ম্মচিন্তায় রত। আহা এমন লোকের ভ্রাতৃরাজ্যের উপর আধুনিকেরা প্রভুত্ব করিতেছে দেখিলে কাহার না কষ্ট হয়?

আমরা দেওয়ানের এরূপ কুপ্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার বাসা পরিত্যাগান্তর জনৈক শিক্ষকের বাসায় গিয়া রহিলাম এবং ময়ূরভঞ্জ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিলাম। ঐ সকল প্রবন্ধ দৃষ্টে ম্যানেজারের দলবল একেবারে খেপিয়া উঠিলেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলাম যদি অন্যায় লিখিয়া থাকি প্রতিবাদ কর, তাহাতে তো সাধ্য হইল না। শেষে আমাদের ঐ স্থান হইতে স্থানান্তর করা জন্য চক্রান্ত করিয়া দেওয়ান সাহেব আমাদের এক খানি নোটীষ দিয়া উত্তর চাহিলেন। নোটীশটীর মর্ম্ম অশ্রদ্ধেয় এবং উত্তরের অযোগ্য। তথাচ মনে করিলাম, যাহা হউক একটা জবাব দেওয়া যাইবে। তৎপর নোটীশ যেদিন পাঠায়, তাহার একদিন পরে প্রাতঃকালে এক জন পুলীশের হেডকনেষ্টবল আসিয়া বলিল ম্যানেজার সাহেব দেখা করিবার জন্য আপনাকে ডাকিতেছেন. আমরা উত্তরে কহিলাম সাহেব যদি ডাকিতেছেন,

তবে পুলীসের দ্বারা ডাক কেন। আমরা পুলীষের সহিত যাইতে অনিচ্ছুক, সাহেব কে আমার সেলাম দিয়া বল গে এখন আমার শরীর অসুস্থ আছে কোন এক সময়ে যাইব। আর যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তাহা হইলে জনেক বেহারা কি আমলা অর্থাৎ পুলীষ ভিন্ন যাহাকে হউক ডাকিতে পাঠাইলে যাইব। এই কথার পর হেডকনেষ্টবল চলিয়া গেল তদপরেই অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে সাহেব কয়েকজন আরদালী ও কনেষ্টবল সহিত আসিয়া হাজির। নিচে হইতে আমায় ডাকিতে লাগিলেন, আমি আসিয়া গেলাম যাবা মাত্র অন্য কোন কথা নাই কহিলেন আমার সহিত যাইতে হইবে। তখন দেখিলাম গতিক মন্দ, বিনা আপত্তিতে সম্মত হইলাম, সাহেব চলিলেন সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানের বাসায় উপস্থিত হইলাম, সাহেব দেওয়ানকে আমার এজাহার লইতে আদেশ দিলেন, দেওয়ান বসিয়া গেলেন, কি মাথা মুণ্ডু জিজ্ঞাসা করে কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবোদয় হইল এরাই হাকিম। যদিও তখন আমাদের দুঃখের সময় তত্রাচ হাস্য সম্বরন করিতে পারিলাম না। হাঁসি দেখিয়া সাহেব বলিতে লাগিলেন এ হাকিমের এজলাষ এখানে হাসা অন্যায় চুপকর। আমরা কহিলাম, বে আদবী সত্য কিন্তু বেরিয়ে পড়ে, নানা রূপ হত গজর পর সাহেব কহিলেন হুকুম দিতেছি দুইদিন মধ্যে এরাজ্য হইতে অন্তর হও। আমরা বলিলাম লিখিত হুকুম দাও তাহাতে উত্তর করিলেন লিখিত হুকুম দিবনা জবানী হুকুম মানিতে হইবে যদি না মান পরে টের পাবে। এইরূপে দেওয়ানের একুদ্দিষ্টে সাহেবের সপিণ্ডি করণ শেষ হইল। আমরা বাসায় গিয়া বিবেচনা করিলাম এখানে থাকিয়া এ গোঁয়ার কাণ্ড জ্ঞান হীনদের হস্তে নীপিড়ীত হওয়া আশ্চর্য্য নয়, বিশেষ যাহারা রাজ শক্তির ব্যবহার জানে না এমন অধাম্মিক দিগের সংসর্গ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। পরদিন প্রাতে মেদিনীপুর জেলায় গমন করিয়া এইরূপ অন্যায় ব্যবহারের জন্য প্রথমে উড়িষ্যার কমিসনারকে জানাইলাম, তিনি কোন উত্তর কি প্রতিকার না করায় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের গোচর করিলাম দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট ও কোন বিষয়ে নেত্রপাত করিলেন না মধ্য হইতে সহকারি কমিসনর প্রভু লাইবেল আনিবেন বলিয়া দিন কতক ফচকাইলেন অথচ প্রবন্ধের প্রতিবাদের ক্ষমতা হইল না এই অবধি এখানকার অভিনয় শেষ।

শেষ বক্তব্য এই আমাদের গবর্ণমেণ্টের উপর আক্ষেপ এই যেখানে যেরূপ শেষ আশা থাকে গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রতিকার পাইব। আমাদের রাজ্য নির্ব্বাসন বিষয় যদি গবর্ণমেণ্ট না দেখিলেন তাহাতে ততটা আক্ষেপ নাই। ময়ূরভঞ্জের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সোমপ্রকাশে কয়েকটি প্রবন্ধ দ্বারা তন্নতন্ন করিয়া দোষ দেখাইলাম। যাহার প্রতিবাদে কাহারও সাধ্যহয় নাই তদপর সুবন্দোবস্ত দেখাইতে প্রস্তুত ছিলাম, গবর্ণমেণ্ট নিজ অনুগত ভৃত্য ভিন্ন নিস্বার্থ দেশ হিতকারির কথা শুনিতে ইচ্ছুক হন না আমাদের এ দুঃখ-রাখিবার স্থান হয় না।

উড়িষ্যার প্রাকৃতিক চিত্র।

উড়িস্যার প্রাকৃতিক শোভা প্রকৃত চিত্ত হারিণী দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে প্রশস্ত পয়সী পূর্ণ রত্নাকর স্বভাবে সর্ব্বদাই ঘননিনাদে নৃত্য করিতেছে আর পশ্চিম দক্ষিণাংশে প্রসীদ্ধ চিল্কহ্রদ স্বচরবক্ষে অবস্থিত এবং অচল মাল প্রাচীরবৎ অচল রহিয়াছে।

উত্তরে ছোট নাগপুরের প্রদেশ সমূহ উৎকলের রাজনীতির প্রতিযোগিতা প্রকাশ করিতেছে এবং সম্পূর্ণ বিদেশীনীতি পরিচালনের পরিচয় প্রদর্শনার্থ যেন তীক্ষ্ন নয়নে নীরিক্ষণ করিতেছে মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ নদী প্রবাহিত হইয়া অগাধ অর্ণবে মিলিত হইতেছে ও স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী ক্ষীণকলে এবরে কেহবা ষড়ঋতু কেহবা ঋতু বিশেষে বাহিত হইতেছে। ভূমি সমতল প্রায় লক্ষ হয় না, অল্পাধিক পরিমাণে প্রায় উচ্চনীচ দৃষ্ট হইবে, কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত, কোন কোন স্থলে দীর্ঘ আয়তন গিরি শ্রেণি যেন উর্দ্ধ শীরে অচল ভাবে যেন অর্ণব রক্ষ ইক্ষণে একাদি চিত্তে রত। ঐ সকল ভূধর গাত্রস্থিত বিপিন ব্যূহ পার্শ্বস্থ গহন নিকরে মিলিত হইয়া যেন গিরিগণকে উপেক্ষা পূর্ব্বক উন্নত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ইতঃস্তত অবলোকন করিতেছে। শাল, শিশু, গাম্ভ, আবলুস প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই সকল তরু স্বভাবেই সর্ব্বদা জন্মে। গহন সান্নিদ্ধ বাসিন্দগণ নবীন সালতরু (অর্থাৎ তাহার বয়স দুই তিন বর্ষ) সকল কর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। যদি অকালে ঐ সমুদয় সালবৃক্ষ নষ্ট করা না যায় তাহা হইলে উৎকল হইতে যথেষ্ট সাল কাষ্ঠ

পাওয়া যাইত তদ্ভিন্ন বিবিধ জঙ্গলাবৃক্ষ জঙ্গল হইতে জ্বালানি কাষ্ঠের যথেষ্ট সাহায্য করে। বন মধ্যে আম্র কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের গাছ ও অনেক আছে। জঙ্গল মহাল ভিন্ন উৎকলের অন্য অন্য সকল স্থলেই আম্র, কাঁঠাল, তাল, খেজুর, জাম, প্রভৃতি সকল প্রকার বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। কটক জেলার কত-কাংশও পুরী ডিষ্ট্রীক্টে যথেষ্ট নারিকেল গাছ জন্মে। করদ রাজ্যের কোন কোন রাজধানীতে কতক কতক নারিকেল গাছ দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহাতে তত দুর ফল দেখা যায় না। চিল্কাহ্রদের গর্ভে যেসকল চর ভূমিতে বসতি হইয়াছে তাহাতে বেশ স্বতেজ নারিকেল বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, করদ রাজ্য মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ আম্রকাঁঠালের বাগান প্রচুর পরিমানে লক্ষিত হয়, বৃটীশ শাসন অধিন স্থান সমূহেও আম্র বাগান যথেষ্ট। আমরা অনুমান করিতে পারি যে বাঙ্গালা অপেক্ষা উৎকল অধিক পরিমাণে আম্র উপভোগ করে, কি উচ্চ শ্রেণী কি মধ্যম শ্রেণী উভয় শ্রেণীতেই, আম্রের আচার অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা পাকা উভয় প্রকার আম্রের আচার হয় তন্মধ্যে কাঁচা আম্রের আচারই বেশী প্রচলিত, কাঁচকলা ও মর্ত্তমান কলার বিলক্ষণ আবাদ হয়। কাঁচকলাকে এদেশে কাঁচা কদলী ও মর্ত্তামানকে পাট কোপরা কহিয়া থাকে, পুরীতে ৺ জগন্নাথদেবের ভোগে ঐ উভয় কদলীই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কাঁচকলার একটী অতি শুস্বাদু তরকারি প্রত্যহ হইয়া থাকে আর অতি উৎকৃষ্ট মর্ত্তামান পুরীতে যথেষ্ট আমদানী হয়, কিন্তু মূল্য স্থুলভ নহে। বিবিধ আলু ও কচু গিরি কন্দরে জন্মিয়া থাকে। মেদিনীপুরে যে মান্ন অর্থাৎ কচুর উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি এস্থানের প্রতি পল্লিতে ঐ কচুর আবাদ হইয়া থাকে এবং সকল জাতিতেই ঐ কচুর চাষ করে। বেগুন সর্ব্বত্রেই জন্মে বেশীর মধ্যে (কাঁঠামুণ্ডী) নামীয় এক জাতী অতি ক্ষুদ্র বেগুনের চাষ হয় উহা কাঁটাতে ঢাকা থাকে, এবং অতি ক্ষুদ্রাকৃতি এই কারণে উহার নাম কাঁঠামুণ্ডী কিন্তু অতিশয় ফলে। পটল প্রভৃতি অন্য অন্য তরকারী অতি অল্পই উৎপন্ন হয়, কাঁকুড় তরমুজের আবাদ এক এক স্থানে নদীর চরভূমিতে প্রভূত পরিমাণে ফলিতে দেখা যায়। বুট, অরহর, মুগ, মুশুর, মটর খেঁসারি বিরি অর্থাৎ বিউলী প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার কলাই জন্মে তন্মধ্যে বিরিও মুগ প্রচুর পরিমাণে প্রত্যেক স্থলে উৎপন্ন হয়, অপরাপর কলাই স্থান বিশেষে

আবাদ হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বিরি কলাই শ্রাবণ ভাদ্রে আবাদ হইয়া কার্ত্তিক মাসে পাকে। উৎকলে উক্ত সময়ে সাময়িক হয়, তদ্ভিন্ন কার্ত্তিক মাসে যে সময়ে মুগের বপন কার্য্য হয় ঐ সঙ্গে আবার বিরিরও আবাদ করে এই আবাদি কলাই মাঘ ফাল্গুন মাসে পরিপক্ক হইয়া গৃহ জাত হয়। আবার মুগ (মুগ অর্থে কৃষ্ণমুগ বুঝিতে হইবে) কার্ত্তিক মাস হইতে আবাদ অরম্ভ হইয়া নাগাইদ মাঘ পর্য্যন্ত বপন কার্য্য চলে, অর্থাৎ ভূমিতে যত দিন রস থাকে মুগের আবাদ হইয়া থাকে। কুলথ কলাই নামে আর আর একটি কলায়ের আবাদ হয় তাহা গবাদি পশুর ব্যবহার্য্য। বিরি কলাই ও ঘোটক দিগকে খাওয়াইয়া থাকে। এদেশে অশ্বদিগকে বুটদিব প্রথানাই কুলথ আর বিরিই দেওয়া হয়। মুগের দাল সর্ব্ব শ্রেণীর ভদ্র লোকের খাদ্য, আর বিরি অধমতারণ গরিব ও মধ্যবিত্ত লোকের উপায়। ফল উৎকলে বিরি কলাই মনুষ্য ও পশুর ত্রাণ কারী। আশু ধান্য উৎকলের সমুদায় স্থানে জন্মে, প্রায় ছয় আনা রকম আশুধান্যের আবাদ হয়। ভাদ্র মাস উড়িষ্যার পৌষ মাস; হৈমন্তিক ধান্য আট আনারকম উৎপন্ন হয় এবং বোরো দুই আনা আন্দাজ জন্মে, করদ রাজ্য মধ্যে আশু ধান্যের আবাদ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এই আশুর নবীন ধান্যে ভাদ্রের শেষে কি আশ্বিনের প্রথমে উৎকল বাসীরা নবান্ন করে; ইহারা যে আশু আবাদে এতদূব মনযোগী ইহার কারণ এই প্রথমতঃ অভদ্রা বরিষা কালে ধান্য লাভ, দ্বিতীয় যে ভূমিতে আশু আবাদ হয় ধান্য কাটিয়া লইবার পর এক কি দুই মাস পড়িয়া থাকে তাহাতে বিশেষ জঙ্গল হয় না পরে হেমন্ত ঋতুতে ঐ সকল জমীতে রবি শস্যের আবাদ করে। এই উভয় সুযোগ জন্য আশু আবাদে ইহারা এত আগ্রহ প্রকাশ করে। স্থানে স্থানে অল্প পরিমাণে গমের আবাদ হয়, তাহা দেশের খরচে কুলান হয় না যদিও সকল প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় কিন্তু এক চাউল ভিন্ন অন্য কোন ফসল বিদেশে রপ্তানি যোগ্য হয় না। উত্তম উত্তম বিবিধ প্রকারের মিহি চাউল উৎপত্তি হইতে দৃষ্ট হয়; তিষি তিল সরিষা দেশের আবশ্যক মত আবাদ হইয়া থাকে। রেড়ী বহুতর জন্মে, রেড়ীকে এদেশের লোকে জাড়া কহে, উড়িষ্যায় বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈল প্রায় মেলে না। তিল, তিষি, রেড়ী, মিশ্রিত তৈলই বহু ব্যবহার্য্য। নীচ শ্রেণিতে কেবল রেড়ী তৈল্য মাখেও খায়। পোলাৎ নামে

আর একটী ফলের তৈল হয় এই তৈল কেবল জ্বালানীতেই ব্যবহার্য্য। শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের মন্দিরে উক্ত পোলাং তৈলের বাতী ভিন্ন অন্য কোন তৈল জ্বালাইবার অধিকার নাই, মৌয়া ফল হইতে যে তৈল হয় তাহাকে কচড়া তৈল কহে, উক্ত কচড়া তৈল ভদ্র লোকেরা মাখিয়া থাকে। কিন্তু গরিব লোকে ভক্ষণ পর্য্যন্ত করে। মৌয়ফলে কেবল যে তৈল হয় এমত নয়, মৌয়ার নবীন পুষ্প প্রথমত গরিবেরা সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে, তদপর পক্ক পুষ্প ও নূতন ফল চাউল গুড়ির সহিত মিশ্রিত করিয়া পৃষ্টক প্রস্তুত করে, গবাদি পশুকে শুষ্ক ফুল খাওয়ায় ইহা ভিন্ন ফুল চোয়াইয়া মদিরা প্রস্তুত করে। মৌয়াবৃক্ষের কাষ্ঠ বহুতর কার্য্যে ব্যবহার হয়। ইক্ষু উৎকলের সর্ব্বত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে জন্মে। উড়িষ্যার গুড়, চিনি, প্রায়ই বিদেশে রপ্তানি হয় না দেশ মধ্যেই সমুদায় ব্যয় হয়। এখানে চিনি প্রস্তুতের প্রণালি ভিন্ন প্রকার। বঙ্গদেশে যেরূপ কুদাতে মিছরি প্রস্তুত করে, এখানে সেইরূপ কুদাতে গুড় পূর্ণ করিয়া তাহার নিম্নে ছিদ্র করিয়া দেয়। ঐ ছিদ্র দিয়া তরলাংশ ক্রমে ক্রমে নির্গত হইয়া গেলে চিনিতে পরিনত হয় তদপর কুদাটী ভাঙ্গিয়া দিলে কুদার আকৃতিতে চিনিটি হয়। এদেশে এই রূপ চিনিকে (কন্দবানওয়া-বাত) বলে। উৎকলয়েরা ইহাকে বিশুদ্ধ চিনি বলিয়া গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রী ৺ জগন্নাথ দেবের এই চিনি ভিন্ন অপর কোন প্রকারের চিনি ভোগে ব্যবহার হইবার বিধি নাই। উৎকলের সকল স্থানেই পিয়াজে চাষ হইয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল জাতিরই ব্যবহার্য্য। বর্ষার প্রারম্ভে পর্ব্বতে এক রূপ ছাতু হয় (আমাদের দেশে পচা খড় কি কাষ্ঠ হইতে কথন কথন বাহির হয় আমরা ছাতুবা কোঁড়ক বলি) উহা অতি উপাদেয় খাদ্য, যত্ন পূর্ব্বক পাক করিলে মাংসের ন্যায় আস্বাদন হয়। ময়ূর ভঞ্জের রাজমাতা এক দিবস আমাদের আহারার্থে উক্ত ছাতু প্রেরণ করেন, আমরা দেখিয়া হাস্য করিলাম যে ইহাও আবার খাদ্য, যে চাকর দিতে আসিয়াছিল সে এই কথা গিয়া বলায় রাজমাতা পাক করিবার উপদেশ বলিয়া পাঠান ও পাক করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে আমাদের পাচক পাক করিল আমরা আহার করিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই উহা সংগ্রহের চেষ্টা করিতাম। দুগ্ধ ঘৃত সুলভ মূল্যে প্রায় সমুদায় উৎকলেই পাওয়া যায় তবে তীর্থ

স্থানে মেলার সময়ে স্থান বিশেষের চটীতে মহার্ঘ অসম্ভব নয়। মৎস্য সমুদ্র ও বিল উভয় স্থান হইতেই বৃটীশ শাসিত উড়িষ্যার যথেষ্ট, কিন্তু করদ মহালে দুষ্প্রাপ্য।

উড়িষ্যার ব্যবহার প্রণালি ও কৃষি শিল্প।

যদি ও বিলাতী বস্ত্র আজ কাল দেশ অধিকারী করিতেছে কিন্তু উৎকলে এখনো স্বদেশ জাত বসন অনেকটা প্রাধান্য স্থাপন করিয়া আছে। ইতর ভদ্র সকল গৃহেই অদ্যাপি চরকা চালিত হয়। কিন্তু কেবল যে চরকার স্থতায় দেশের অভাব মোচন হয় এরূপ নহে চরকার শুতার সহিত কলের শুতা মিশ্রিত করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করে। ইহারা মোটা বস্ত্রের পক্ষপাতী। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মোটা কাপড় পরিয়া থাকে। যেসকল তাহাদের ভাল বস্ত্র বলিয়া বিখ্যাত তাহার শুতা ও মোটা, তবে এদানীর নব্য শিক্ষিত ও নবীন সভ্যতা আকাঙ্খি দলে মিহি বস্ত্রের ব্যবহার বাড়িতেছে। বাঙ্গলায় এক্ষণে কিবল চেলী, তসর, গরদের জোড় ব্যবহার হয় কিন্তু উড়িষ্যায় অদ্যাপি শাদা শুতার জোড় প্রচলিত রহিয়াছে। এই সকল জোড় সাত আট টাকা অবধি মূল্যে বিক্রয় হয়। বাঙ্গলার চন্দ্রকোণা, রাম জীবনপুর প্রভৃতির আমদানি বস্ত্রের বিলক্ষণ আদর করিয়া থাকে কিন্তু বিলাতী যে কিছু কিছু সকল ঘরেই প্রবেশ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পুরী জেলার বস্ত্র বয়ন করিতে দৃষ্ট হইল না. কটক জেলার অনেক স্থানে বস্ত্র বয়ন হয় এবং ঐ সকল বস্ত্র বেশী মূল্যে ও বিক্রয় হয়। বালেশ্বরে ও বয়ন কার্য্য মন্দ চলিতেছে না। বালেশ্বর ও ময়ূর ভঞ্জের প্রান্ত সীমায় উলমারা নামক স্থানের বস্ত্র সমগ্র উৎকলে প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ। ঐ স্থানে জোড় অধিক প্রস্তুত হয়। সাত আট টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে দৃষ্ট হয় না। দেশীও স্ত্রীলোক দিগের ব্যবহার্য্য কটকে কতকগুলি মনোরম্য সাটী প্রস্তুত হয়, ইহা দিগের পৃথক পৃথক নাম আছে যথা মণিয়া বুন্দি অর্থাৎ পক্ষীর চক্ষের ন্যায় ক্ষুদ্র ফুলতোলা ময়ূর কণ্ঠি অর্থাৎ ময়ূরের কণ্ঠার ন্যায় রং। স্থরকী অর্থাৎ স্থরকীর ন্যায় লাল রং, নিলাম্বরী ও কুমুদ পাড়ী অর্থাৎ কুমুদের ন্যায় ফুল তোলা, ইহা ভিন্ন মাদ্রাজি ধরণের কএক রকম বস্ত্র ও প্রস্তুত হয়। এ দেশে

দশ হাত শাটী ক্ষুদ্র বলিয়া গণ্য প্রকৃত প্রমাণ সাটি একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ হস্ত পরিমিত প্রচলিত। ইহা ভিন্ন বালেশ্বরে চৌথানা জীন ও কোট পান্টলুনের কএক প্রকার মোটা বস্ত্র এ দানি প্রস্তুত হইতেছে নিজ বালেশ্বর সহরে অনেকগুলি তন্তবায় আছে, একজন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ শান্তিপুর, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর হইতে সানা ও নমুনা এবং তদুপযোগী গুতা সংগ্রহ করিয়া দিয়া বস্ত্র বোনাইতেছেন। উক্ত বসন সমূহ উল্লিখিত স্থান সকলের ন্যায় হইতেছে আমরা প্রত্যক্ষে প্রস্তাবিত বস্ত্র সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি আসল অনুরূপই হইয়াছে। স্থানীয় লোকে আগ্রহের সহিত এই সকল বস্ত্র গ্রহণ করিতেছেন সাধারণত নিম্ন শ্রেণিতে যে সকল বস্ত্র ব্যবহার করে তাহা নিতান্ত মোটা এবং ছয় সাত হাত মাত্র দির্ঘ কিন্তু গামছা ক্ষুদ্র কোন শ্রেণীরই চলিবেনা। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরি সাত আট হাত গামছা, ছয় হাত হইলে অতি ক্ষুদ্র হয়। বালেশ্বরে একরূপ সাদা ধুতী হয় উহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরি ব্যবহার্য্য পুরুষের পরিধেয়কে (পিন্দা) কহে আর কামিনীর পরিধেয়কে (সাহালা) বলে। বালেশ্বরে তসর ও কিয়ৎ পরিমাণে উৎপন্ন হয় তসরের বাচ গুতা হইতে একরূপ বস্ত্র হয় তাহাকে বগড় কহে। উৎকলের সকলেরই পট্ট বস্ত্র পরিধানে আগ্রহ বেশী একারণ স্নানান্তে অবস্থানুসারে উত্তম অধম সকলেই পট্ট বস্ত্র পরিধানের চেষ্টা করে। নিতান্ত গরিবেরা বগড় ব্যবহার করিয়া থাকে। সাধারণত উড়েরা কাপড়কে লুগা কহে, আমরা যেরূপ কাপড় চোপড় ছন্দ ও ব্যবহার করি উহারা উহার পরিবর্ত্তে লুগা পাটা কহে।

উৎকলে স্ত্রীলোকেরা ত্রিবিধ প্রকারের বস্ত্র পরিধান করে প্রথম এই এক প্রকার যেরূপ মাল কোঁচা হয় তদনুরূপ বস্ত্রের দুই পার্শ্ব দুই পায়ের মধ্য দিয়া বেড় দেয়। তাহার এক কিনারা কাছার দিকে লয় অপর কিনারা পায়ের ভিতর দিয়া ঘুরাইয়া বক্ষে তুলিয়া পিটের দিকে দিয়া বেড় দিয়া পুনরায় বক্ষে আনিয়া পরিশেষে স্কন্দের উপর দিয়া পৃষ্ঠে আঁচল ফেলে। ঐ আঁচলে একটী গির অর্থাৎ গাইট দেয় এ দৃশ্যটী প্রত্যক্ষ না দেখিলে লিখিয়া বুঝান সহজ হয় না, দ্বিতীয় হিন্দুস্থানিদের ন্যায় কোঁচা দেওয়া তৃতীয় বঙ্গদেশের ন্যায় কিন্তু অবিকল বাঙ্গালার ন্যায় হয় না দির্ঘ বস্ত্র বশত কোমর প্রভৃতি স্থানে স্থানে অধিক জড়ীত থাকে কিন্তু প্রথমোক্ত প্রণালিই প্রচুর।

বালেশ্বর পুরী গঞ্জাম প্রভৃতি স্থলে এখনো লবণের পোক্তান হইতেছে তবে গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে করেন না কনট্রাক্টরের দ্বারা পোক্তলণের কার্য্য হয় গবর্ণমেণ্ট কেবল তত্ত্বাবধারণ করেন। দেশ উৎপন্ন লবণই উৎকলে ব্যবহার্য্য এখানে লিবারপুরের লবণ প্রায়ই দৃশ্য হয় না।

উৎকলের অন্তর্গত খণ্ডপাড়া নামক করদ রাজ্য মধ্যে কাণ্টলো নামক স্থানে পিত্তল। কাঁসার দ্রব্যাদি উত্তম প্রস্তুত হয় ঐ স্থানের কাঁসা পিত্তলের দ্রব্য কটক ও সম্বলপুর প্রভৃতিতে বাণিজ্যার্থে বহুতর প্রেরিত হয় এবং সমগ্র উৎকল অত্রস্থ কাঁসা পিত্তলের দ্রব্যের পক্ষপাতী। বৃহৎ বৃহৎ পিতলের হাঁড়ি ও নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বহুতর কারিকরের এখানে বসতি, কিন্তু রাজ্যের কুশাসন জনিত কারিকর কুলের ক্রমে অবনতী হইতেছে। এই কণ্টিলো বন্দরের এক পার্শ্বে মহানদী অপর পার্শ্বে সম্বলপুর রোড। উক্ত বাসনের কারবার ও এই স্থানে ৺ নীলমাধবের কর্ত্তী থাকায় বিবিধ প্রকারের পণ্য দ্রব্যের আনুসঙ্গি আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। করদ মহাল মধ্যে এইটি প্রধান বন্দর।

নীলগিরি ও কণ্ডি পোতা নামক রাজ্যের পর্ব্বত শ্রেণী হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তর পাওয়া যায়। এই পাথরের থাল বাটী খোরা হুকা গেলাস প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া নানাদেশে বাণিজ্যার্থে প্রেরিত হয়। বাঙ্গালায় বালেশ্বরের পাথর বলিয়া যাহা বিখ্যাত বাস্তবিক উহা বালেশ্বরে প্রস্তুত নহে। উপরের উল্লিখিত রাজ্য দ্বয়ে উৎপন্ন হইয়া বালেশ্বর বন্দরে আমদানী করত নানাস্থানে প্রেরিত হয় একারণ লোকে বালেশ্বরে কহিয়া থাকে। অনেক গুলি করদ রাজ্যে গিরি কন্দর হইতে লৌহ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে স্বদেশ জাত লৌহে উৎকলের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত একণে বিদেশী আমদানি হইতেছে, কিন্তু করদ রাজ্যের বাসিন্দা বৃন্দ ও বন্য সাঁওতাল প্রভৃতি দেশীয় লৌহের পক্ষপাতী, দেশীয় লৌহের দ্রব্যাদি আমরা দেখিয়াছি উত্তম হয়।

নয়াগড় ও খণ্ড পাড়া রাজ্যে যথেষ্ট ইক্ষু উৎপত্তি হয়, পরিতাপের বিষয় পূর্ব্বে যেরূপ প্রণালিতে আবাদ হইত এখনো তাহাই আছে কিছুমাত্র উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই।

উড়িষ্যার অনেক স্থলে এক রকম বাদাম হয় প্রথমত একটী পীত বা

লোহিত বর্ণের ফল হয় তাহার নীচে বরবটী কলায়ের আকৃতি একটী বাদাম খোলে (বঙ্কিম বাবু কাঁথির বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছেন কিবা দেশের পরিপাটী কলের বাহিরে আঁটী) বাস্তবিক দেখিতে যেরূপ সুদৃশ্য তেমনী গৃহস্থের হিতকর। উপরের ফলটী অম্বলের তরকারি ভিন্ন অন্য রূপে ভাল লাগে না, নিচের বাদাম ভাঙ্গিলে ভিতরের শস্য সুখাদ্য কাঁচা খাও তরকারিতে খাও এবং সন্দেস পর্য্যন্তও কেবল চিনি দিয়া অন্য এক রূপ পাক করে। উহার নাম (নক্কামজি) খাইতে মন্দ হয় না তৎপর উক্ত বাদাম উহার খোসা দুইতেই তৈল হয়, বৃক্ষের গলিত পত্র ও বৃক্ষকাষ্ঠ হইতে টিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে, দেখুন বৃক্ষটী কত কার্য্যকর।

রূপার কার্য্যে কটক বিখ্যাত, পূর্ব্ব দেশে ঢাকাই কারিকর যেরূপ প্রসিদ্ধ সেইরূপ উড়িষ্যায় কটকি কারিকর খ্যাতাপন্ন। সোণারূপার নানা প্রকার অলঙ্কার নানা স্থানে প্রেরিত হয়, কিন্তু স্বর্ণ অপেক্ষা রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্যাদিই অধিক, ইউরোপীয় দোকানদারদিগের রূপার ফুলে অনেকে মোহিত হন, কিন্তু ঐরূপ ফুল প্রভৃতিতে কটকী কারীকরদিগের কারু কার্য্য কম নয়, তবে দেশী ফকির ভিক পায় না। তাই কটকের কারিকরের আদর কম।

কাষ্টের উপর শিল্প নৈপুন্যে বোধ হয় বঙ্গ অপেক্ষা উৎকল উচ্চ আসন পাইবার উপযুক্ত, হরিং সিং মহিষের সিং, এবং হস্তি দন্তেরও বেশ ভাল ভাল দ্রব্য শিল্প চাতুরির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এদেশে শুষ্ক মৎস্য সকলেরি ব্যবহার্য্য। রাজারা আত্মীয়দের উপহার স্বরূপ শুষ্ক মৎস্য প্রেরণ করেন, চিল্কাহ্রদে ও সমুদ্রে বহুতর মৎস্য ধৃত হইয়া শুষ্ক করণান্তর নানা স্থানে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হয়। এক্রূপ সমুদ্রের মাছের ডিম এক দেড় সের ওজন হয় উহাও শুষ্ক ব্যবহার হয় যে সকল বাঙ্গালী এ দেশের বাসিন্দা হইয়াছেন প্রায় সকলেই শুষ্ক মাচ ব্যবহার করিতোছন, সমগ্র চিল্কা হ্রদের মৎস্য ততটা সুস্বাদু নহে, শুষ্ক মৎস্য যত উৎকলের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল জাতিতেই পিয়াজ দিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে।

উৎকল কামিনীদের অলঙ্কার প্রথাটা পাঠকদিগের কেন আর অগো-

চর থাকিবে, ইহারা যে খাড়ু ব্যবহার করে, তাহা অনেকে অবগত আছেন। খাড়ু পায়ে ও হাতে উভয় স্থানেই পরে আবার নিচের হাতে উপর হাতে দুই স্থানেই লক্ষ হয়, খাড়ু কাসা পিতল উভয় ধাতুতেই হয় এবং ইহার এক একটী সাট আছে। নিম্ন আড়াই সের হইতে উর্দ্ধে অর্দ্ধমোন অবধি আছে। নিতান্ত দরিদ্রদিগের মৃণ্ময় খাড়ু ও উচ্চশ্রেণীর রৌপ্য নির্ম্মিতা রূপার অধিক ভারী হইবার উপায় নাই, মৃত্তিকার গুলি সুদীর্ঘ উচ্চ শ্রেণিতে পায়ে রূপার বাঁকী মলও পরিয়া থাকে, সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মস্তকের গহনা বাগড়ী, পান পত্র কেতকী রেখা, চন্দ্রসূর্য্য চন্দ্র, অলকা, কর্ণের ঝলকা মলকড়ী অর্থাৎ মাকড়ী, কানগুলা, কাপ, কর্ণ ফুল, বিছা বাউলি, পেনে বাউলী, নীলা বাউলী। নাকের নাক ফড়কা বেসর গুণা, বস্থুল ফুল গুণা, কণ্ঠে চাপসরী, চন্দ্রহার কাটা, মরিচ মালী, সরিষা মালী, ধানমালী. বেশমালী, গুজরাতি মালী, ইহা ভিন্ন শিক্ষিত দলে বাঙ্গালার অনুকরণে কেহ কেহ অলঙ্কার ব্যবহার করাইতেছেন।

উৎকলে ফুলের বাহার বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। পুরীর প্রত্যেক বাটী-তেই এক একটী জুই ফুলের গাছ আছে, তদ্ভিন্ন ব্যক্তি বিশেষের বাটীতে অর্থাৎ যাহার বাটীতে স্থান আছে তাহারি একটি ফুল বাগান আছে। গলায় মালা মাথায় ফুলের টোপর এবং কর্ণে ফুল দেওয়া প্রথা। বলা বাহুল্য যে উৎকলে দেবালয় প্রচুর পরিমানে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথদেবের ত কথাই নাই। সকল দেবালয়েই সময়োচিত পুষ্প ও পুষ্প মাল্য সর্ব্বদা পরিপূরিত থাকে। পুরীর মন্দিরে প্রত্যহ কত প্রকারের মাল্য ও তোড়া আমদানী হয় তাহার ইয়ত্তা করা অসাধ্য। পুষ্প ও পুষ্প পত্র, তুলসী, বিল্বদল বিমিশ্র শিল্প নৈপুন্য দৃষ্ট করিয়া মোহিত হইতে হয়। এক দিবস আমরা চন্দন যাত্রার সময় চন্দন তলাউতে শ্রীশ্রী৺ মদন গোপাল জীউর দর্শনার্থে গিয়া উৎকল সাম্রাজ্ঞির স্বহস্ত নির্ম্মিত একটী ফুলের চক্র দৃষ্ট করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। শুনিলাম বৃদ্ধারাজ্ঞী রাজকার্য্যান্তে অবসর সময়ে প্রায়ই নানা বিধ ফুলের শিল্প নির্ম্মাণ করিয়া পরম পুরুষ পুরুষোত্তম প্রভুকে উপহার প্রদান করেন। আমরা বহুদেশ

দর্শন করিলাম উৎকলের সমান ফুলের আদর এত কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। যদিও নেপালে প্রতি বাজারে বাজারে পুষ্প বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু উপমায় উৎকলকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। নেপাল রাজ্যে ফুলের আমদানিই হয়, উৎকলের ন্যায় শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না; এমন কি উড়িষ্যায় নৃত্যকীরা নৃত্য কালীন ফুলের টোপর মস্তকে পরিধান না করিলে নৃত্যোপযোগী বেশ হয় না, একারণ শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দর্শনার্থী ভক্ত অনেকে প্রভুর সেবা উদ্দেশ্যে ফুল তুলসীর বাগান করিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

উড়েরা অত্যন্ত পক্ষী প্রিয়, বালেশ্বরে ময়না, টীয়া, প্রভৃতি পুষিতে দৃষ্ট হয়। কটকে তুতী পুষিবার অত্যন্ত শক, কাটযুড়ী নদীতে স্নান করিবার সময় দেখি অধিকাংশ লোকের তুতীর পিঞ্জারা হস্তে। পুরীবাসীদের পায়রা বাই বেশী, ছোট বড় সকলেরি পায়রা আছে। পায়রা দেখিবার আশয়ে কত লোক কত লোকের বাটীতে গিয়া বসিয়া অপেক্ষা করেন। ডিক্রি জারিতে পায়রা সম্পত্তির ন্যায় ক্রোক হয় করদ রাজ্য সমূহে বুলবুলির ব্যবসায় বহুস্থল। রাজা রাজকুমার হইতে ভিকারী পর্য্যন্ত বুল বুল পুষিয়া থাকে, বুল বুলির লড়াই উহাদের অতি আমোদের বস্তু। অপরাপর পক্ষি ও নানা-স্থানে পুষিয়া থাকে।

উৎকলের বিবাহ প্রথা এই, বিবাহের যে, লগ্ন স্থির হইবে সেই লগ্নের সময় বর বাটী হইতে বহির্গত হইবে তদপরে কন্যা কর্ত্তার বাটীতে দিবারাত্র যখন পৌছিবেন পৌছাল মাত্রেই কণ্যা সম্প্রদান হইবে ইহারা বিবাহে বাজি ফুল প্রভৃতি ও বাদ্যাদির বিশেষ ভক্ত।

ইহাদের শবদাহ প্রথা অতিশয় শোচনীয়। নিকট আত্মীয় ভিন্ন স্বজাতি কেহই শশ্মান ভূমে গিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত নয় রজকেরা শশ্মানের কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া জোগাড় করিয়া দেয় কিন্তু তাহার মজুরি লয় সে মজুরি আবার সময় বুঝিয়া বেশী লইবার চেষ্টা করে।

প্রাতঃকালে স্নানকরা এদেশের প্রচলিত প্রথা, প্রাতকাল হইতে এক প্রহরের মধ্যে কাহার স্নান বাকী থাকে না স্নানান্তে ব্রাহ্মণ এবং মহান্ত প্রভৃতি সকলেই চন্দনের দীর্ঘ ফোটা করে। তদপর যাহার সঙ্গতি থাকে

কিছু পাখাড় (অর্থাৎ পান্তা ভাত) ভোজন পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যে বহির্গত হন। শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেব ও গ্রীষ্মকালে ও পাখাড় ভোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। মোহাপ্রসাদ যাহা বাসী হয় তাহাকে পাখড় প্রসাদ কহে। এই পাখাড়ের সংস্থান সকলের থাকে না, যাহাদের না থাকে তাহারা পান গুণ্ডি খাইয়া জল খাবার কার্য্য সমাধা করেন। গুণ্ডি আবার কি পাঠকগণ বলিবেন। গুণ্ডি অন্য কিছু নয় দোকতার গুড়ার সহিত ধনে ভাজা মিশ্রিত করিয়া চুয়া মাখাইলেই গুণ্ডি প্রস্তুত হয়। ইহা পানের সহিত ব্যবহার্য্য, স্ত্রী পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, সকলেই পান গুণ্ডি ব্যবহারে পটু। বাটীর প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষের এক একটি বেটুয়া থাকে, উহাতে সমুদায় পানের সরঞ্জাম রাখে। ঐ বেটুয়াকে উহারা মণি বলে, স্ত্রী পুরুষ যে কেহ যখন কোন স্থানান্তরে যাইবে মণি ছাড়া যাইবে না। পুরুষদের কোমরের বামে অথবা বাম স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়। স্ত্রীলোকদের হাতে হাতে চলে কেহবা আচলে বান্ধিয়া লয় ফলত মণিরা ছাড়া কথা নাই। গুড়াকু প্রায়ই খায় না। চুরট সকলেই খাইয়া থাকে, স্ত্রীলোকে ও চুরট খায়। নব্য শিক্ষিতেরা গুড়াকু খাইতে শিখিতেছেন।

উৎকলের বসবাস প্রথা বেশ দর্শন দৃশ্য সুখকর, ক্ষুদ্র অথবা নগরী বা গ্রামে প্রবেশ মাত্র সহরের ন্যায় অনুমান হয় অর্থাৎ ছোট বড় সকল গৃহস্থেরি সদর গৃহ এক লাইনে সংলগ্ন তবে অবস্থানুসারে দীর্ঘ খর্ব্ব আয়তন গৃহ আছে কিন্তু লাইন ছাড়িয়া একা কেঁহ ভিন্ন স্থানে বাস করেনা। সদর বাটি উল্লিখিত মত শ্রেণি অনুসারে নির্ম্মিত হয়। এইরূপ উভয় পার্শ্ব দিয়া দুইটী লাইন করিয়া মধ্যস্থলে বিলক্ষণ প্রশস্ত রাস্তা রাখিয়া দেয়। সদরটী এইরূপ সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন কিন্তু মফঃস্বল প্রস্তুতের বিশেষ বিধান নাই। অবস্থা অনুসারে কাহার কাহার পদ্ধতি মত ঘেরা থাকে আর হীন অবস্থাপন্নের হয় ত প্রাচির কি আবর্ত্তনাদি নাই; ফলত ইহাদের মফঃস্বল রীতিমত থাকুক আর না থাকুক সদরটী শৃঙ্খলা মত থাকিলেই হইল। গৃহ নির্ম্মাণের পারিপাট্য আদৌ নাই, বনের কাষ্ঠে ও লতা দ্বারা চাল ও বেড়া দেয় শেষে বেড়াতে মৃত্তিকা লেপন করে। ধান্যের শীষ অগ্রে কাটীয়া লয় তৎপর যে গোড়া থাকে (সাধারণত আমরা যাহাকে নাড়া বলি এবং আমাদের বাঙ্গালায় যাহা কেবল কৃষকেরা জ্বালানীর কার্য্য করে) তাহাতেই ঘর

ছাওয়া হয় একারণ প্রতি বৎসর গৃহেরচাল ছাইতে হয়। যদি ও বনের লতা কাষ্ঠে গৃহ প্রস্তুত করে কিন্তু উহাতে যেসকল জানেলা কপাট চৌকাট ইত্যাদি দেয় তাহা নানাবিধ কারুকার্য্য। পূর্ণ জানালায় কোথাও কদম্ব মূলে কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি কোথাও পঞ্চানন মূর্ত্তি এইরূপ বিবিধদেব দেবীর প্রতিকৃতি চিত্রপূর্ণ। ফলত এ দেশে কাষ্ঠ ও প্রস্তরের শিল্প প্রসিদ্ধ, ইতিপূর্ব্বে ইহার স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছি বেশী বর্ণন বাহুল্য।

উড়েরা ব্যবহার বিষয়ে বড়ই অপরিষ্কার। এ দিকে হিন্দু আনি বজায়ার্থে প্রাণপণে যত্নবান কিন্তু পরিষ্কার ব্যবহারের প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই। বাস গৃহ বর্ণনার স্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে প্রশস্ত পথ পার্শ্বে সকলেরি সদর ঐ সদর গৃহের পরচালায় বসিয়া হাত মুখ প্রক্ষালন মূত্রত্যাগ ও বাটীর ভিতরের আবর্জ্জনা সমুদায়ই ঐ সম্মুখস্থিত পথে পরিত্যাগ করা হয় এবং বাটীর জল বা ময়লা নিকাশের যে নর্দ্দামা তাহা ও ঐ সদর রাস্তায় সংলগ্ন সমুদায় ময়লা পথে পড়ে। ইহা চৈতন্য হয় না যে সদর গৃহ হইতে নামিতে হইলেই ঐ সকল ময়লা মাড়াইতে হইবে। যে স্থলে রন্ধন করে তাহারি পার্শ্বে ফেন ফেলিয়া ও হস্তাদি ধৌত করিয়া এত অপরিষ্কার করে যে উহাদের পাক শালা পরিদর্শন করিলে ঘৃণা উপস্থিত হয়।

যারপর নাই হিন্দু আনিতে আগ্রহ কিন্তু পাক কালীন শকড়ি হস্তেই সকল উপকরণ দ্রব্য গ্রহণ করে এবং ভৃত্যের হস্ত হইতে দ্রব্যাদি লয়। যখন উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দিগের ব্যবহার এবম্বিধ তখন নীচ শ্রেণী দিগের নাজানি কতদুর কদর্য্য আচরণ। পাচক ব্রাহ্মণ দিগের উক্ত অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষে ঈক্ষণ করিয়াছি আর শকড়ি হাতে দ্রব্যাদি গ্রহণ অপরিচ্ছন্নতার পরিণাম নয়। প্রদীপের তৈল, হাঁড়ির কালি, ঘরের কাদা এইরূপ ছাইভস্ম যাহা কিছু হস্তে সংলগ্ন হউক সেই হস্তেই খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ ও পরিবেশন ইত্যাদি করে; এই সকল দেখিলে উহাদের হিন্দু আনিতে তিলমাত্র শ্রদ্ধা থাকে না।

উড়েদের স্বভাব অতি জটীল, পরস্পর কেহ কাহাকে বিশ্বাস কি কোন বিষয়ে সরল ভাবে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করে না, সকলেই স্ব স্ব জন্য লালায়িত এমন কি অতি সামান্য একটী স্বার্থ কেহ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। এক জনের একটী ঢেকিতে অপরে চাউল ছাটীতে চাহিলে অমনি

তাহার অধিকারীর কহে কয়টা পয়সা বা কি দিবে বল বিদেশী দূরে যাউক। প্রতিবেশীদিগের সহিত এইরূপ ব্যবহার এত অবিশ্বাসী অন্তকরণ যে যদি কেহ কাহাকে কহে তুমি রবিবার দিন আমার নিকট এসো তোমায় কিছু দান করিব অমনি সে ব্যক্তি আজ্ঞে হ্যাঁ করিয়া প্রথমত তোষামোদ সূচক কয়েকটী কথা কহিয়াই পরে কহিবে যদি অনুগ্রহ করিবেন তো অদ্যই করুন না; এরূপ প্রার্থনার ভাব এই অদ্য বলিতেছে রবিবারে দিবে কিন্তু সে দিন যদি মন ফিরিয়া যায় ও আর না দেয় অতএব ভুকথা কহিয়া কৌশলে অদ্যই হস্তগত করিতে পারিলে ভাল হয়। তদপর দাতা বলিলেন আজ নয় রবিবারে নিশ্চয় পাইবে, অমনি উত্তর করিবে আজ্ঞা হাঁ তাতো দিবেনই, তবে সে দিন দিলেও দিবেন আজ দিলেও দিবেন তাই বলিতে ছিলাম নচেৎ (যাঁ্যা যাঁ্যা যাহক) রবিবারেই তবে আসিব, এই রূপে পুনরায় কথাটীকে পাকাইয়া তবে উটে। যদি কাহাকে কোন কাজের জন্য বলা হয় ওহে কল্য সকালে আসিতে পারিবেই অবাধে উত্তর করিবে আসিব কিন্তু আসা পক্ষে সম্পূর্ণ সন্দেহ। প্রায়ই মিথ্যাহয় সত্য কচিৎ; এই রূপ সাক্ষাতে যাহাকে যাহা কহিবে অবাধে স্বীকার করিবে কিন্তু কার্য্যে কিছুই পরিণত হইবে না, আর কতক গুলি চিটে কোটা করিয়া জপ মালার থলি হস্তে ধার্ম্মিক ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করেন তাহদের হৃদয় কুঅভিসন্ধিতে পূর্ণ। ইহারা কেবল পরস্ব হস্তগতে নিশ্চিন্ত নন, পরললনার পরকালে কালিমা অর্পনেও কুণ্ঠিত নন, কেবল তিলকধারী বলিয়া নয় পুরুষ মাত্রেই প্রায় গুণ পুরুষ শতকরা দুএক জন সচ্চরিত্র আছে কিনা জানি না উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীই এক ভাবে চালিত, আবার পুরবাসিনীবর্গ ও বেশ প্রবলা, পুরুষকে পুরুষ জ্ঞান ই করে না। সদরে পুরুষদিগের সহিত আলাপ করার সময়, অন্দর মহল হইতে মহিলা মহলের কলরবে সদর বাটী প্রতিধ্বণীত হয়, বাহিরের লোকের আলাপ ছাপাইয়া গুণ ময়ীদের গলাবাজী বিকীর্ণ হইতে থাকে, তখন পুরুষ মহলে পর ললনা লাভ বাহাদুরী জ্ঞান করে, তখন বামাকুল স্বামীদিগের আচরণের অনুগামী না হইবে কেন, আমরা উৎকলে বর্ষাধিক অতীত করিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরি মধ্যে ব্যভিচার ততদূর ঘৃণনীয় বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের অনুমান ও বিশ্বাস ইহা ক্ষমতাবানের কার্য্য। অনেকে

স্বীয় ললনার কু অভিপ্রায় অবগত হইয়াও নিবারণের চেষ্টা করে না অথবা নিবারণে অক্ষম আবার এই গুণধরেরাই অপরের পত্নীর দোষ উল্লেখ করিয়া রহস্য করেন। ধন্য সমাজ ও ধন্য ইহাদের মনের প্রবৃত্তি, নিজ গৃহ লক্ষ্য না করিয়া আবার অপরের কুৎসা কীর্ত্তন করিবে, এমন বুদ্ধিকে ধিক্ এরাই আবার সমাজের ভদ্র লোক।

নৃপতিগণ সকল জাতীয় কামিণীকে ললনার ন্যায় গ্রহণ করেন, এপদ্ধতির পরিচয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, অপরাপর সম্ভ্রান্ত কি সাধারণ গৃহস্থ সকলেরি ঐ রূপ ব্যবহার আছে। প্রস্তাবিত গৃহস্থগণ যে সকল পরস্ত্রীগণকে আবাসে রাখেন তাহাদের (রাগ্নি) কহিয়া থাকে। বাটীতে ষোড়শী কন্যা অবিবাহিতা উপস্থিত সত্বে ও পিতা ঐ রূপ উপপত্নী রাখিতে লজ্জা বোধ করেন না তদ্ভিন্ন বাটীতে বিবাহিত ভার্য্যা থাকিতেও উক্ত উপভার্য্যার হস্তে সংসারের কর্তৃত্ব অর্পণ হইয়া থাকে। সচরাচর ভদ্র আখ্যাধারী দিগের বিশ বাইশ বর্ষীয়া দুহিতা অবিবাহিতা থাকে, ইহার কারণ খরচের সংস্থান হয় না ও পাত্র ও পছন্দ হয় না। কন্যাপেক্ষা কম বয়সের বরে কন্যাদান হইবার বাধা হয় না, আর একটী রহস্য এই যে কারণ বলিয়া একটী জাতি আছে (সাধারণত কায়স্থের রূপান্তর বা অপভ্রংশ) ঐ জাতির মধ্যে কতকগুলি গোঁশাই হইয়াছেন। তাঁহাদের গুরুগিরি ব্যবসা কিন্তু সংখ্যা অল্প বশত অপর করণ দিগের সহিত আদান প্রদান করিতে হয়, এদিকে গোঁশাইকরণ অপর করণের অন্ন গ্রহণ করেন না, কিন্তু কন্যাগ্রহণ করিয়া থাকেন, অপর করণের যে কন্যাকে বিবাহ করিয়া বাটীতে লইয়া যাইবে তাহাকে আর তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইবেনা গোঁশাইএর গৃহে গমন মাত্র সে পবিত্রা হয় এবং অন্ন গ্রহণের উপযোগী সেই রূপ গোঁশাএরা যদি নিজ ঘরের কন্যা অপরকরণে অর্পণ করে তাহাকে আর বাটীতে আনিবেনা। সে অপবিত্র হইল যে গেল সে গেল যে এলো সে শুদ্ধ হইল, বেশ চমৎকার জাতী, আর এক কথা এই যে কোন করণের ভ্রাতৃস্পুত্র যদি যোগেযাগে গোঁশাই হইয়া পড়ে কি জাতি শূত্রে ভাইপো গোঁশাই হয় খুল্লতাতকে তাহাকে প্রণাম করিতে হইবে, হিন্দুধর্ম্মে এত বাহাদুরি প্রায়ই দেখা যায় না।

সকল বালাই যে বিশবর্ষের পর পরিনীতা হয় এমত নয় বাল্য বিবাহও

বিলক্ষণ চলিত আছে তবে বাল্যকালে বালিকার বিবাহ হইলেই যে পতিগৃহে গমণ করিবে অথবা স্বামীর শয্যায় শায়িত হইবে এরূপ পদ্ধতি নাই, যদবধি না দ্বিতীয় বিবাহ হইবে তদবধি স্বামীগৃহে গমন বা স্বামীর সহিত সাক্ষাত পর্য্যন্ত করিবে না। ব্রাহ্মণে ও অন্য অন্য ভদ্র অভিমানী ভিন্ন সমুদায় নিম্ন শ্রেণীতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। প্রথম পরিণয়ে কন্যার যে পোণ হয় যৌবন সপন্না বিধবার বিবাহ কালিন পূর্ব্ব অপেক্ষা বেশী পোণ হইয়া থাকে। এই রূপ বারম্বার অর্থাৎ যত বার পতি হীনা হইবে তত বারই উদ্বাহ হইবে, আমাদের দেশীও বিধবা বিবাহ পক্ষীয়েরা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হন যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে ব্যভিচার নিবারণ হইবে, কিন্তু উৎকলের দশা দর্শনে আমাদের সেচিন্তা অন্তর্হিত হইয়াছে, কেননা আমাদের অনুমান হইয়াছে বিধবা বিবাহ জন্যই উড়িষ্যায় ব্যাভিচারের বাড়াবাড়ী। এক সময় উড়িষ্যা জ্ঞান গরিমায় উন্নত হইয়াছিল ইহা বিলক্ষন অনুভব করা যায়, ঐ জ্ঞান বিস্তারের সময়েই বোধ হয় বিধবা বিবাহের সূত্র পাত হইয়া দেশব্যাপ্ত হয়, কেননা উর্দ্ধ সমাজের আদর্শেই যে নিম্ন সমাজ চালিত হয় একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিধবা বিবাহ প্রচলিত ও দেশ ব্যাপকতার পর উচ্চ শ্রেণীস্থ চিন্তাশীলেরা দেখিলেন উহাতে বিষময় ফল ফলিতে লাগিল তখন তাঁহারা স্ব স্ব সমাজ সংস্কার পূর্ব্বক উহা রহিত করিলেন, নিম্ন সমাজের সংস্কারক অভাবে উহা রহিয়াগেল ও অদ্যাপি চলিতেছে।

উৎকল কামিনীকুলের গাত্রে হরিদ্রা মর্দ্দন ও মস্তকে মম দ্বারা চুলে পেটে পাড়া স্বাভাবিক কার্য্য আর একটী দৃষ্ট করিলাম। করদ রাজ কন্যাগণের চরণে স্বর্ণ অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়, যথা সোণার গুজরি পঞ্চম প্রভৃতি। যে উৎকলে পূর্ব্বে কেবল কৌড়ি দ্বারা কার্য্য চালিত এক্ষণে ঐ স্থলে আদৌ কৌড়ির ব্যবহার নাই। পয়সা অর্দ্ধ পয়সা এবং ইংরাজি পাই প্রচলিত। ইংরাজি পাইকে উড়েরা পাওনা বলে, হাট বাজার নগরী গ্রাম বন সকল স্থলেই পয়সা অর্দ্ধ পয়সা ও পাইয়ে লেনা দেনা হয়; পাঠক গণ যেন এমত মনে না করেন যে ইহা ভিন্ন রৌপ্য মুদ্রা নাই, করদ রাজ্য সমূহে ও বৃটীশ রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত তাম্রের পয়সা ও পাই প্রচলিত।

উৎকলে পরিমাণ যন্ত্র বিবিধ বিষয় সাধারণ্যে যদি ও আশী তোলার

সের চালিত তত্রাচ ভিন্ন স্থলে ভিন্ন রূপ। কটকে নব্বুই ও এক শত তোলায় সের ও প্রচলিত। বালেশ্বরে যাইঠের ওজন ও আছে, এইরূপ করদ রাজ্যে নানা প্রকার প্রচলিত। আবার বাঙ্গলায় যেরূপ রেক, কুনিকা, পালি প্রভৃতি মাপ যন্ত্র ও ভাঙ্গের সেরে তৈল ঘৃতাদি পরিমাপ হয় তদ্রূপ উৎকলে ও কোণা পাই প্রভৃতি অনেক রূপ মাপের ব্যবহার হয়।

উড়ে জাতির উপাধি অনুসারে জাতি নির্ণয় হওয়া দুষ্কর। বাঙ্গলায় উপাধি উল্লেখ হইলে জাতির পরিচয় যেরূপ বোঝা যায় উড়িষ্যায় তাহা হইবার উপায় নাই, ব্রাহ্মণ, করণ, গোয়ালা প্রভৃতির একই প্রকার পদবী, দাষ, মাইতি, মহাপাত্র পট্ট নাএক ইত্যাদি এক পদবী সকল জাতি সংযোজিত দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের দাস উপাধি ও দেখা যায় তদ্ভিন্ন পাণ্ডা প্রভৃতি দুই চারিটী ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট পদবী লক্ষ হইয়া থাকে কিন্তু অধিকই পূর্ব্ব উল্লিখিত মত। পট্ট নাএক নাএবকে বলে। কোন জাতির কোন ব্যক্তি কার্য্য সূত্রে উক্ত উপাধি পাইলে তাহার বংশাবলি পর্য্যায় ক্রমে ঐ উপাধি চলিতে থাকে। এখানে বিপ্র কণ্যার হস্ত নির্ম্মিত সুতায় যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত হয় না। বাজার হইতে দেশী বিলাতি যে কোন প্রকারের শুতা হউক খরিদ করিয়া ব্রাহ্মণেরা স্বহস্তে পাকাইয়া যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করিয়া পরিধান করেন, বাজারে কোন কোন ব্রাহ্মণ দোকানদার ঐরূপ সূতায় পৈতা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

উৎকলে দেবর ভর্ত্তা, এই প্রবাদ বাক্যটী সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক ফলতঃ এ প্রথা নীচ শ্রেণিতে পরিচালিত আছে। ব্রাহ্মণ কি ভদ্র করণ দিগের গৃহে এ নিয়ম লক্ষিত হয় না কিন্তু বিপ্র শ্রেণির মধ্যে নিম্ন শ্রেণিরা উৎকৃষ্ট গৃহের সহিত সম্পর্ক করনার্থ প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হয়। এমনি পুরীতে থাকা কালীন জ্ঞাত হইলাম একটী কন্যা গ্রহনার্থে বিংশতি সহস্র মুদ্রা দিতে প্রস্তুত তাহাতে প্রতিবন্ধক হওয়ায় আমাদের সাক্ষাতে পুরী রাজ সচিবে অনুরোধ করিল আপনাকে পাঁচ শত টাকা প্রণামি দিতেছি যদি আর দুই চার হাজার বেশী দিয়া কার্য্য সাধন হয় তাহার উপায় করিয়া দিন, আমরা শুনিয়া অবাক্ পরে দেওয়ানকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসায় কহিলেন উহারা পুরীর মধ্যে প্রধান ধনী জমীদার কিন্তু ব্রাহ্মণ

ছোট, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের সহিত মিলিতাশয়ে এত ব্যয় স্বীকার করিতেছে এরূপ দৃষ্টে বোধ হয় এখানে টাকাতে জাতি ও ক্রয় বিক্রয় হয়।

উড়িষ্যায় বিয়ে শব্দ অত্যন্ত অশ্লীল। বিয়ে শব্দের অর্থ এ দেশে স্ত্রীলিঙ্গকে বুঝায় একারণ ও শব্দ ব্যবহারে লজ্জা পাইতে হয়। বিয়ে শব্দ স্থলে বিবাহ বা বাঘর বলিতে হয়, বাঙ্গালীরা উৎকলে লজ্জা হইতে ত্রাণ পাইবেন বলিয়া এ কথাটীর উল্লেখ করিলাম।

উৎকলে এখন বিদেশীয় চিকিৎসার পক্ষপাতী হয় নাই। বালেশ্বরে কটক পুরী প্রভৃতিতে রাজকীয় ঔষধালয় যদি ও স্থাপিত হইয়াছে বাঙ্গালী ও নিরূপায় উড়ে ভিন্ন ঐ সকল চিকিৎসালয়ের আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক নয়। রাজপুরুষদিগের উত্তেজনায় কোন কোন করদ রাজ্যে ডাক্তার ও ডিস্পেনসেরি হইয়াছে কিন্তু রাজাদের তাহাতে শ্রদ্ধা আছে এমত বোধ হয় না, আমরা নয়াগড় রাজ্যে উপস্থিত থাকা, সময়ে রাজ সহোদর পীড়িত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, বেতন ভোগী ডাক্তার তাঁহাব নিকটে উপস্থিত ছিল কিন্তু তাহার দ্বারা চিকিৎসা করাইল না। দেশী চিকিৎসা যাহা হইল। ময়ূর ভঞ্জে মোটা বেতনের ডাক্তার ম্যানেজার সাহেব রাখিয়াছেন কিন্তু রাজ পরিবাবেরা তাঁহার ঔষধ গ্রহণে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না, তবে কটকে এক্ষণে মেডিকেল ইস্কুল চলিতেছে তাহাতে দুই চারিটী উড়ের পুত্র ও পাঠ করিতে প্রবেশ করিয়াছে পরে কি হয় বলা যায় না।

উড়িষ্যার কি কৃষি দ্রব্য সংগ্রহ, কি বাণিজ্য দ্রব্য বহন অথবা সাধারণ গমনাগমন সকলি গো মহিষের শকটে সমাধান করিতে হয়। আধুনিক বাঙ্গালার ন্যায় চক্র বিশিষ্ট শকটই অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে আর এক প্রকার শকট এদেশে পূর্ব্ব প্রথা মত প্রস্তুত হয় উহা দুই খানি কাষ্ঠের চাকা নির্ম্মাণ করে একারণ বিশেষ মোটা কাষ্ঠের প্রয়োজন। জঙ্গলে তাহার ও অভাব নাই এই যে দুই খানি কাষ্ঠের নির্ম্মিত চক্র বিশিষ্ট যান ইহার নাম এদেশে (শকড়) কহে উহা অত্যন্ত মজবুত, উচ্চনীচ ভূমে অবাধে গমনাগমন করে। জঙ্গল হইতে শাল প্রভৃতি যে সকল কাষ্ঠ অসমতল ভূমির উপর দিয়া আনিতে হয় অথবা ক্ষেত্র হইতে শস্য সংগ্রহ জন্য প্রস্তাবিত শকটই বিশেষ উপযোগী, আধুনিক প্রথায় যেসকল গো যান নির্ম্মিত হয় উহা বাঁধা রাস্তাতেই গমনাগমন করে।

উৎকলে প্রথমতঃ ধান্যের সীস গুলি অর্দ্ধেক গাছের সহিত কাটিয়া শকটে করিয়া লইয়া গিয়া পশুর পদ দলনে মলিয়া ধান্য বাহির করিয়া লয়, যে পোয়াল হয় গবাদির ভক্ষণার্থে রক্ষণ করে পরে। ক্ষেত্রে যে ধান্য লতার অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকে অবসর মত কাটিয়া আনিয়া গৃহের চাল ছায় এইরূপে এক ধান্য লতা দুই বারে সংগ্রহ করে ইহাতে ইহারা যে অলস তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পুরীতে কতক গুলি গুপ্ত বেশ্যার বসবাস আছে তাঁহারা বৈষ্ণব আখ্যা-ধারিণী ও ধর্ম্ম উদ্দেশে শ্রীক্ষেত্র বাস করা তাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজে এইরূপ প্রকাশ কিন্তু ইহারা যে ভাবে মন্দির সন্দর্শনে ও নগর পর্য্য-টনে বেড়ায় তাহাতে ইহাই অনুমান হয় যে কোন হত ভাগ্যকে ভোগাইবার ফাঁদ বিস্তার করেন।

এক্ষণে এ দেশের বিপ্র ব্যূহের বড় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে এই সকল দ্বিজ গণের জ্ঞান গৌরবেই উৎকল সৌভাগ্য সম্পন্ন হইয়াছিল ইহাদের চিন্তার সীমা স্তম্ভ এখন দেদীপ্যমান প্রকাশ থাকিয়া উৎকলকে সমগ্র ভারতের পুজনীয় করিয়া রাখিয়াছে এক সময় ঐ সকল বিপ্রকুল জগতের জ্ঞান বিস্তারের প্রতিযোগিতায় পরাঙ্মুখ ছিল না অন্য সেই বংশধর গণ দেব সেবা সুপকার বৃত্তি ও সারু (কচু) চাষ করিয়াই অমূল্য জীবন রত্ন জীবনে বিসর্জ্জন করিতে-ছেন যাহারা শিক্ষায় অগ্রগণ্য ছিল এক্ষণে একেবারে বিমুখ উন্নতি হইলেই যে পতন হয় কবির এই মহা বাক্য উৎকলে বিশেষ প্রতি ফলিত হইয়াছে।

উৎকল ব্রাহ্মণেরা যেমন উচ্চতা লাভ করিয়াছিল তেমনি অধগতি হইয়াছে ; হায় !এ চিন্তা কোন চিন্তাশীলের চিত্ত সন্তাপিত না করিবে আহা! মহত্বের কি মহিমা যদি ও ইহাদের অধোগতির শেষ যারপর নাই অর্থ কষ্ট তথাপি চাকরি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে আমরা দাসত্বেয়া কৃতার্থ হই ; কিন্তু উহাদের সাংসারিক অসুবিধা সত্বে ও চাকরি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নয় বলিয়া উপেক্ষা করে সমগ্র উৎকল মধ্যে শিক্ষা বিভাগে দুইজন ব্রাহ্মণ ইস্কুল সবইনেস্পক্টর আছেন।

উড়িষ্যা যে জ্ঞানের উচ্চ সীমায় অধিরোহণ করিয়াছিল তাহা অনেক বিষয়ে প্রতীয় মান হয় খাদ্য সম্বন্ধে কেমন চিন্তার পরিচয় দেখুন চিপিটকের

সহিত নারিকেল ভক্ষণ করিলে অগৌনে পরিপাক পায় একারণ নারিকেল মিলিত চিড়ে ঘশা (এটী অতি উত্তম খাদ্য হয় চিড়া নারিকেল কলা ঘৃত মশালা চিনি মিছিরি ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত) ও অন্য অন্য কয়েকটী খাদ্য হইয়া থাকে মুড়কির সহিত পাতলা নারিকেল খণ্ডের বুকনি খাইতে উত্তম আস্বাদ ইহা ভিন্ন নারিকেলের অতি উপাদেয় রসকরা হয় তদ্ভিন্ন বাদাম বুট, কুমুড়ার বিচি, চিনির সহিত পৃথক পৃথক পাকে এক একটী খাদ্য অতি সুস্বাদু হয় আমরা মিঠাই ইত্যাদি পরিত্যাগে ঐ সকল খাদ্য আগ্রহের সহিত জলযোগ করিতাম এতদ্ব্যতীত ৺ জগন্নাথ দেবের ভোগে ঐরূপ স্বাস্থ্য কর ও খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উৎকলীয় ভদ্রলোক দিগের প্রধান খাদ্য কৃষ্ণ মুগের দাল ও বেগুনের তরকারি মাছ ও সকলেই খায় অতএব দাল ও মাছের তরকারি ও হইয়া থাকে দাল ও একটী তরকারি তাহার উপর কিছু দুগ্ধ হইলেই উচ্চ শ্রেণীর আহার হইল কখন কখন অন্য অন্য দাল তরকারি হয় এবং কাহাকে খাওয়া-ইতে হইলে তিন চারিটী ব্যঞ্জন পাক হইয়া থাকে এইতো গেল উচ্চ শ্রেণির খাদ্য নিম্ন শ্রেণীর বিরির দাল আর বেগুন।

আত্মীয় কুটুম্ব কি অভ্যাগতকে বিছানা দিবার পদ্ধতি নাই আত্মীয় আলয়ে গমন করিতে হইলে ভারি বা মুটে কি চাকরেয় দ্বারা স্ব স্ব বিছানা লইয়া যাইতে হয় নচেৎ আত্মীয়ের বাটিতে একটী সপ কি সতরঞ্চ মিলিবে তার পর কুটুম্ব মসার কামড়ে মরুক বাটীর লোক মসারির মধ্যে সুখে নিদ্রা গেলেন পাঠকগণ পূর্ব্ব উল্লিখিত স্বার্থ পরতার উদাহরণ দেখুন।

উৎকল সাহিত্য।

এখানে ভিন্ন প্রাগ্রাফ যদি ও উড়িষ্যায় সর্ব্ব প্রকার উপাসানা পদ্ধতি ও উপাসক আছে, কিন্তু বিষ্ণুভক্তিরই প্রাবল্য প্রতীয় মান হয়, সকল শ্রেণিতেই ভাগবতের বিশেষ আদর করিয়া থাকে, প্রতি গ্রামে গ্রামে ভাগবত গৃহনামে এক একটী গৃহ আছে, সন্ধ্যার সময়ে গ্রামস্থ সকলে সমবেত হইয়া উক্ত গৃহে গমণ পূর্ব্বক ভাগবত শ্রবণ করিয়া থাকে, সাধারণে উৎকল ভাষা কিছু কিছু পড়িতে পারে বোধ হয় উৎকলেরটা চৌদ্দআনা লোক এক একটু উড়ে লিখিতে পড়িতে পারে, অনেক স্ত্রীলোক ও উৎকল ভাষায় ভাগবত

পাঠকরে দেখা গিয়াছে, যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে তাহারা অবকাশ সময়ে ভাগবত পাঠ করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকিবেনা, এমনকি আমরা যখন কন্টিলো হইতে মহানদী বক্ষে কটকে আগমন করি, বলাবাহুল্য যে তরণী-তেই চতুর্থ রজনী অতিবাহিত হয়, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় দুই চারি খানি নৌকা একত্রে বন্ধন করে, তদপর প্রতি নৌকাতেই দীপ জ্বালিয়া সন্ধ্যাদের শেষে ভাগবত পাঠ করে, হয়তো অপরাপর সকল নৌকার নাবিকেরা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন দুই তিন নৌকায় পাঠ হইতে থাকে, তাল পত্রে লৌহ লেখনীর লিখিত ভাগবত গ্রন্থ সকল নৌকা-তেই থাকে, ভাগবতের আদিরস প্রধান স্থানই ইহাদের প্রিয়, গ্রামবাসীদের গৃহে বিবাহ অন্ন প্রাশন ইত্যাদি মাঙ্গলিক কার্য্যোপলক্ষে যেরূপ গৃহাদি পরি-ষ্কার ও সজ্জিত করা হয়, ইহাদের সেরূপতো হইবেই অধিকন্তু দেওয়ালের গাত্রে ভাগবতের উল্লিখিত কৃষ্ণলীলা চিত্রকর দ্বারা করাইলেই হইবে, ইতর-ভদ্র ছোট বড় সকল গৃহস্থের শুভকার্য্য প্রাচীরে চিত্রকরা পদ্ধতি এস্থলেও বস্ত্রহরণ কুঞ্জবন রাসলীলা প্রভৃতিই চিত্র হইয়া থাকে তদ্ভিন্ন জপের মালা হস্তে ভাগবত ভক্ত পথে পথে অসংখ্য লক্ষ হইবে, ইহাদের ভক্তির দৌড় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

উল্লিখিত রূপ ভাগবতের ব্যাখ্যায় কেহ যেন মনে না করেণ যে উৎকল সাহিত্যের সীমা ঐ পর্য্যন্ত তাহা নয় উড়েভাষায় বহুতর গ্রন্থ আছে, মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি সমুদায় পাওয়া যায়, আমরা উৎকলের রামায়ণ ও মহাভারত কিছু কিছু পাঠে অবগত হইলাম ঐ সকল পুস্তকের অত্যন্ত বাহুল্য বর্ণনা, এবং রীতিমত পদ্যের মিলনাই ও সকল স্থলে অক্ষরের সমতা দৃষ্ট হয় না, নয়টী বর্ণে এক একটী কবিতা গ্রথিত এই রূপ পদ্য গ্রন্থই সচরাচর দৃষ্ট হয়, ইহাভিন্ন দিনকৃষ্ণ দাসও উপেন্দ্র ভঞ্জ নামক দুইজন প্রসিদ্ধ কবি সমগ্র উৎকলে আদৃত তন্মধ্যে দিনকৃষ্ণদাসের স্বভাব বর্ণনা বিশিষ্ট কতকগুলি কবিতাপাঠে সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছে ইহার কবিতা নানা ছন্দে আছে উপেন্দ্র-ভঞ্জের নানাবিধ সংস্কৃত মূলকছন্দে এক খানি শ্রেষ্ঠকাব্য পাঠকরি কিন্তু পূর্ব্বে উড়েকবিতার যে দোষের উল্লেখ করিয়াছি; উহাতে তাহার অভাব নাই, এবং কষ্ট কল্পনায় পরিপূর্ণ এখানির নাম লাবণ্যবতী উড়েদের অতি-

আদরের দ্রব্য আমাদের পাপ চক্ষুবশতঃ লাবন্য দর্শনে সক্ষম হইলাম না। অধুনা উৎকল ভাষার উন্নতির সূত্রপাত হইতেছে, বালেশ্বর ও কটকে কয়টী ক্ষুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়া পুরতান তাল পত্র হইতে ভাষা সংশোধন করিয়া পুস্তকাকারে কেহ কেহ মুদ্রিতের চেষ্টা করিতেছেন, তদ্ভিন্ন বালক-দিগের বিদ্যালয়ের অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তক উৎকল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, চারি খানি সপ্তাহিক পত্র একখানি পাক্ষিক্ ও একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইতেছে। আক্ষেপের বিষব এই কয়েক খানি পত্রিকাই আমরা প্রায় বর্ষাবধি পাঠকরি, কিন্তু একটীও রীতিমত দেশ হিশৈষী তেজস্বী প্রবন্ধ দৃষ্ট হয় নাই, কেবল প্রদেশীও প্রভুদের স্তবস্তুতিই দেখিতে পাওয়া যায়, আর ইংরাজি বাঙ্গালা কাগজ হইতে সংবাদাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক লিখিত হয়, বরং পাক্ষিক পত্রিকা খানি যে মিসনারিদের কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় তাহাতে নবীন সম্প্রদায়ের উপদেশ চুম্বকে অনেক বিষয় সন্নিবেশিত হয়, মাসিক পত্র খানি কয়েকটী বালকদ্বারা আরম্ভ দেখিয়া আসিয়াছি আজ কালের দশা জানি না, বালেশ্বরের রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার বৈকুণ্ঠ-নাথ দে বাহাদুরের এবিষয়ে অনেকটা যত্ন আছে, নিজে একটী প্রেস করিয়া বেতন দিয়া একজন সম্পাদক রাখিয়া উৎকল দর্পন নামে সাপ্তাহিক পত্র চালাইতেছেন কিন্তু আশানুরূপ চলিতেছে না।

উৎকলে শিক্ষা কার্য্য যদি ও ক্রমে বিস্তার হইতেছে কিন্তু অদ্যাপি ব্রাহ্মণ সন্তানেরা সমধিক শিক্ষা লাভে যত্নবান্ হয় নাই কারণ কয়েকটী নীচ শ্রেণীতেই নিম্ন শিক্ষার প্রাবল্য আমাদের এরূপ সমালোচনায় অনেকে উত্তর করিবেন তবে কটক কলেজ ও তিনটী জেলা ইস্কুল কি করিয়া চলি-তেছে। তখন উত্তর এই বহুতর বাঙ্গালির বসবাস উড়িষ্যায় হইয়াছে এ ভিন্ন চাকুরে বাসাড়ে বাঙ্গালী ও আছে ইহাদের তনয়েরাই উক্ত বিদ্যালয় সমূহে অধিক তাহার প্রমাণ স্বরূপ বার্ষিক পরিক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বৃন্দের তালিকা দৃষ্ট করিলে প্রতীয়মান হইবে কয়জন উড়ে ও বাঙ্গালী বা কত আর এক কথা শিক্ষা বিভাগে এক জয়েণ্ট ইনেস্পেক্টার ভিন্ন আর সুযোগ্য লোক অতি কম যখন শীর্ষ স্থানে ভাল লোক তখন নিম্ন সংশোধন না হইবে কেন একথা অনেকে বলিতে পারেন।

সে বিষয় অতি বিষম, গবর্ণমেন্টের কার্য্য সেরেস্তা দোরস্ত হইলেই চলিয়া যায়, তাহার ভাল মন্দ দেখে কে? আর যাহারা সেরেস্তা দোরস্ত তাহাদের উপর শীর্ষ স্থানীয় ও কিছু করিতে পারেন না, কাজেই একরূপে চলিয়া যাইতেছে, উৎকলের সকল বিভাগই কেবল সেরেস্তা দোরস্ত, কেবল শিক্ষা বিভাগ নয়।

উৎকলে স্ত্রী শিক্ষার পদ্ধতি পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু ছিল তাহার আভাষ ইতি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, যদি ও শিক্ষাছিল, নবীন বিদ্যালয়ের নীতিতে ছিলনা, এক্ষণে বালেশ্বর কটক পুরী এই তিন জেলাতে তিনটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বালেশ্বর ও কটকের পাঠশালাদ্বয় ভালরূপ চলিতেছে, পুরীর বালিকাবিদ্যালয় অধ্যক্ষের দোষে আশানুরূপ চলিতেছেনা. এই বিদ্যালয় ত্রয়ে বাঙ্গালির কন্যাই তৃতীয়াংশের অধিক উৎকল কন্যা অতি কম, পুরুষ শিক্ষক দ্বারা এই সকল পাঠশালা চালিত হয়, খাষ উড়ে বালিকাবিদ্যালয় ময়ূরভুঞ্জে একটী আছে, সমুদয় উড়ে কণ্যা ছাত্রী একটী খৃষ্টীয় মহিলা উহার শিক্ষয়িত্রী।

উড়িষ্যার বিবিধ বিষয়িণী চিন্তা।

উড়িষ্যায় বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভাবধি বাঙ্গালীদিগের বসবাসের সুত্রপাত হইয়াছে, এক্ষণে বাঙ্গালীরা দুইটী আখ্যায় আখিত হন, অর্থাৎ যাঁহারা দুই তিন পুরুষের বাসিন্দা হইয়াছেন তাহাদের উপাধি কেরাবাঙ্গালি, আর যাঁহারা নুতন যাইতেছেন তাঁহারা বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত। কেরাবাঙ্গালীদের চাল চলন প্রায়ই উড়েদের ন্যায় হইয়াছে, তাহারা উড়ে, যেমন পরিষ্কার কহিতে পারেন বাঙ্গলা তেমন হয় না, স্বভাব ও অনেকটা উড়ের মত, বাঙ্গালীর সহিত উড়েরা মিশিতে কি সরল মনে ভক্তি করিতে ইচ্ছুক নয়, তবে যে সকল গোঁশাই আখ্যাধারী ব্রাহ্মণ গিয়া বাস করিয়াছেন তাহাদের শ্রদ্ধ করে ও অন্ন গ্রহণ করে, অপর কোন ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট কোন নীচ জাতীয় উড়ে স্পর্শ করিতে বাধ্য হয় না।

উৎকলে আমলী সন প্রচলিত। মেদিনীপুরের শেষ বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছি যে আমলী সনের প্রারম্ভ দিন ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশী অর্থাৎ ঐ দ্বাদশীতে

ইন্দ্র দ্বাদশী কহে। ভাদ্র মাসের যে তারিখে এই দ্বাদশী হইবে সেই দিন হইতেই নব বর্ষ আরম্ভ হইবে। এই সাল সমগ্র উৎকলে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গ সনের সহিত ইহার পার্থক্য এইরূপ বঙ্গে বৈশাখের প্রথম দিনে সাল আরম্ভ হইয়া চৈত্রের শেষ দিনে শেষ হয়। আমলীসন আদ্যন্তের অপেক্ষা করে না। তিথির উপর নির্ভর করিয়া বর্ষের আদি দিবসের নির্ণয় করিতে হয় আমলী সন কোন বর্ষে ভাদ্রের দ্বিতীয় দিনে আরম্ভ হয় কোন বর্ষে বা আশ্বিনের চতুর্থ দিন বর্ষের প্রথম দিন হয় বৈশাখের পাঁচ মাস পরেই আমলী সন আরম্ভ জনিত ঐ সময় হইতে এক সন অগ্রগামী হয় অর্থাৎ আমাদের বাঙ্গলার ১২৯২ সালের কার্ত্তিক আমলীর ১২৯৩ সালের কার্ত্তিক হইবে বঙ্গে সংক্রান্তির দিন মাসের শেষ দিন বলিয়া গণনা হয় উৎকলে আমলী সনে সংক্রান্ত দিবসকে আগামী মাসের প্রথম দিবস বলিয়া গণনা করে একারণ বাঙ্গলার প্রথম তারিখ আমলীর দ্বিতীয় দিন হয় উৎকলের সম্রাট এই সালের প্রবর্ত্তক পুরীর রাজার কার্য্য শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের নীতির সহিত সম্মীলিত কেননা সালকাবারের পূর্ব্বে রাজা ও রাজ কর্ম্মচারী ৺ দেবের স্থানে উপনীত হইয়া অতীত বর্ষের আয় ব্যয় সূচক কতকগুলি সম্বোধন করিয়া মহা প্রভুর নীতি সম্পন্ন করিলে (মন্দির হইতে নব বর্ষ প্রচলিতার্থ রাজার প্রতি আদেশ হইবে অদ্যাপি এ নীতি হইয়া থাকে।

মেদিনীপুরে প্রজারা যে নিয়মে কর প্রদান করিয়া থাকে, উৎকলেও সেইরূপ সাতটী কিস্তীতে রাজস্ব সংগ্রহের নিয়ম, ভাদ্র মাসে সালারম্ভ দিনেই জমীদারদিগের পুণ্যাহ হয়, এদেশে পুণ্যাহকে (গুনিয়া) কহে। পুণ্যাহ পরে আশ্বিন মাসে প্রথম দুই আনা তলব, তদপর অগ্রহায়ণে সাড়ে পাঁচ আনা, মাঘ মাসে আট আনা চৈত্র মাসে তের আনা জৈষ্ঠ মাসে সাড়েচৌদ্দ আনা আষাঢ়ে পোনের আনা শ্রাবণে ষোল আনাবা আখিরি। যদিও এত গুলি কিস্তী কিন্তু অধিকাংশ স্থলেরী কিস্তিতে আদায় হয়, সাড়ে পাঁচ আনি আট আনি তের আনি ও শেষ, মেদিনীপুরেই জ্ঞাত করিয়াছি যে নবীন বর্ষের রাজস্ব আদৌ না দিয়া নব ধান্য প্রজা গৃহ জাত করিতে পারে, যে স্থলে বার আনা কর আদায় করিয়া শস্য সংগ্রহ করিতে হয়, সে স্থলে কিছুমাত্র না দিয়া যে প্রজা ফসল লইতে পারে, ইহাতে উড়িষ্যার প্রজাদের সৌভাগ্যবান, মনে

করিতে হইবে। প্রজারা যেমন বিনা কর পীড়নে শস্য লইতে সক্ষম হয়, সেই রূপ সহজে রাজস্ব ও আদায় দেয়, কোন গোলযোগ ভিন্ন প্রায়ই প্রজারা বাকী রাখে না, একারণ কর আদায় জন্য আদালতের আশ্রয় কম লইতে হয়।

আমরা ১২৯২ সালে দেখিয়াছি, এ পর্য্যন্ত উৎকলে রাজস্ব সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা বিচারের ভার কালেক্টরদিগের হস্তে আছে, এবং ১৮৬৯ সালের আট আইন জারি হয় নাই ১৮৫৯ সালের দশ আইন অনুসারেই রাজস্ব সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা হইয়া থাকে।

উড়িষ্যা সমুদায়ই গবর্ণমেন্টের খাস মহাল তবে কোন কোন স্থানে জমীদার দিগের সহিত মিয়াদি বন্দোবস্ত করিয়াছেন কোন কোন স্থলে স্বহস্তে তহশীল করিতেছেন, কিন্তু সমগ্র উড়িষ্যাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এক একটী নিরিখ প্রায়ই নির্ণীত আছে, একারণ বৃদ্ধি জমার মোকদ্দমা কম হয়, জমীদারেরা স্ব বলেই রাজস্ব সংগ্রহ করেন, নিতান্ত নিরূপায় না হইলে আদালতের আশ্রয় লননা, যদি ও এসকল কার্য্যে কালেক্টর দিগকে পরিশ্রম করিতে কম হয়, কিন্তু খাস মহালের বিস্তীর্ণ সেরেস্তায় সর্ব্বদাব্যাপৃত না থাকিলে চলেনা।

পুরী রাজ্যের রাজত্ব খাস করিয়া, উক্ত ভূপতির জঙ্গল মহাল হইতে ক্রমিক আয় বৃদ্ধি করিতেছেন, তদ্দৃষ্টে করদ নৃপতি বৃন্দ ও স্ব স্ব বন বিভাগে কর স্থাপনের কামনায় মনযোগী হইয়াছেন, কিন্তু এক শ্রেণীর জঙ্গলারা কেবল আরুণ্য জাত কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক নগরী ও গ্রামে বিক্রয় করত স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।

করদ ভূপতি দিগের রাজ্য বহুতর পতিত ভূমি জঙ্গলময় হইয়া পড়িয়াছে, উহার মধ্যে উর্ব্বরা ভূমি অনেক পাওয়া যায়, এবং জঙ্গলে মজুরের মূল্য অতি কম এই সকল স্থানে বঙ্গদেশীয়েরা সামান্য কিঞ্চিত মূলধন লইয়া উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক যদ্যপি কৃষি কার্য্য করেন, অল্পেই উন্নতি করিতে পারেন, প্রথমতঃ ভূমি দশ হইতে বিশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিনা করে প্রাপ্ত হইবেন, প্রতি বিঘায় জঙ্গল কাটিতে এক দেড দুই টাকার উর্দ্ধ লাগিবেনা, তদপর তিন টাকা বিঘা প্রতি খরচ করিলেই আবাদ হইবে, একবার জঙ্গল কাটিলেই

হইল প্রতি বৎসর কাটিতে হইবেনা, আমরা বিবেচনা করি হিসাবী লোক অতি কম একশত টাকা মূলধন লইয়া আসিলে কৃষিতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, সকল প্রকার শস্যই জন্মে, এ দেশে বিঘাকে মাল কহে।

উড়িষ্যায় খ্যাতনামা জমীদার অতি কম, বালেশ্বরে একটী করণ জমীদার ও পুরীতে একটী ব্রাহ্মণ দেশীমধ্যে খ্যাত নামা, কটকে বিহারি বাবু নামীয় এক জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ জমিদার গণনীয় বাঙ্গালী মধ্যে বালেশ্বরে রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুর ও উমেশচন্দ্র মণ্ডল, রাজা জাতিতে তেলি, মণ্ডলেরা স্বুবর্ণ বণিক, কটকে বাবু গোলোকচন্দ্র বস্থ, বাবু কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরি ইহার মধ্যে বস্থ জমীদার উচ্চ শ্রেণী ব্রাহ্মণ দুইটী মধ্যম শ্রেণী তদ্ভিন্ন মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণীর অনেক জমীদার আছেন, কিন্তু তাঁহারা ততটা সমাজে পরিচিত নন।

আজ কাল উড়িষ্যার শাসন বিবরণীতে উল্লেখ হয় উৎকল ক্রমশ উন্নতি লাভ করিতেছে; কিন্তু আমরা বহু চিন্তা করিয়া ও ধীর ভাবে গবেষণা করিয়া প্রকৃত উন্নতির তো কিছুই দেখিতে পাইলাম না, উন্নতি মধ্যে দেখি গমনাগমনের কয়েকটী পথের স্বুবিধা হইয়াছে, আমরা যে পথে গিয়াছি, তাহা বিশেষ রূপে উল্লেখ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন কলিকাতা হইতে বাষ্পীয় যান যোগে পুরী ও ও চাঁদবালী বন্দরে গতিবিধি চলিতেছে, কিন্তু পুরীতে প্রবল বীচি মালা ভেদ করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হওয়া প্রাণ সংশয় কর তজ্জন্যই চাঁদ- বালীতে বন্দর হইয়াছে চাঁদ বালী হইতে একটী কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী কেন্দ্র পাড়া উপবিভাগ ভেদ করিয়া কটকে উপস্থিত হইয়াছে, এই কেনালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টীমার যাত্রী ও পণ্য দ্রব্য বহন্ করে, ভদ্রক হইতে কটক অবধি কেনালে আমরা আসিয়াছি, ভর্দ্রক হইতে ঐ কেনালে চতুর্দ্দশ মাইল আসিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তীর্ণ হইয়া সাত মাইল গমন করিলে জাজপুরে যাওয়া যায়, এই জাজপুর সবডিভিজনে যাইবার একটী সাধারণ পথ আছে, জাজপুর পীঠ স্থান বিরাজা নাম্নী মহাদেবীর মূর্ত্তি ও অন্য অন্য বহু পুরাতন কির্ত্তীর ভগ্নাবশেষ আছে, এক সময় উৎকলের রাজধানী ছিল। মেদিনীপুর জেলার তমলক সবডিবিজনের অন্তর্গত গেঙোয়াখালি নামক স্থান হইতে আর একটী কেনাল খোদিত হইয়া

গোঙ্গোখালি হইতে ক্ষুদ্র ইষ্টিমারে রওনা হইয়া তিন দিনের মধ্যে কটক পৌছাইতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন কটক ও কটকের পারাপার মহানদীর উভয় তীর দিয়া করদরাজ্য সমূহ ভেদ করিয়া সম্বলপুর পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত রথ্যাদ্বয় বিস্তার হইয়াছে; আর পুরী জেলা হইতে পুরী রোডে কটকাভিমুখে বার মাইল আসিয়া তাহার বাম পার্শ্ব হইতে একটী শাখা রোডে বহির্গত হইয়া খোর্দ্দাশাখা খণ্ড ভেদ করিয়া বানপুর রনপুরের মধ্য দিয়া চিল্কা হ্রদের-তীর হইয়া মাদ্রাজ প্রদেশের গিরিসঙ্কট লঙ্ঘন করিয়া গঞ্জাম জেলায় পৌছিয়াছে। এই রথ্যাগুলিই উৎকলের পক্ষে বিশেষ সুবিধা জনক। যে উড়িষ্যা গমন দুর্গম ছিল, এক্ষণে এত সুগম হইয়াছে যে, সপ্তাহ মধ্যে ভ্রমণ করিয়া আসা যায়। কৃষি বাণিজ্যের তো কিছুই উন্নতি নাই। পূর্ব্বেও যে ভাবে কর্ষণ কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, এখনও তাই। দ্রব্যাদি পূর্ব্ববৎই দুর্ম্মূল্যে খরিদ করিতে হইতেছে। শিক্ষা বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। রাজ কার্য্য শোচ-নীয়। প্রায়ই অশিক্ষিত গর্ব্বিত ব্যক্তিদিগের হাতে কার্য্যভার ন্যস্ত। ইহার মধ্যে আত্মাভিমানী স্বার্থপর কাণ্ডজ্ঞানশূন্যই অধিক। কটক হইতে আসিবার সময় বালেশ্বরে দুইটীর পরিচয় দিয়া আসিয়াছি। এইরূপ ঠক বাছিতে গ্রাম শূন্য হয়। কেবল যথার্থ যোগ্যও ভদ্র লোক শিক্ষা বিভাগের জয়েন্ট ইনিস্পে-ক্টারকে উল্লেখ করিব। তাঁহার সহিত যোগ্য আসনে বসাইতে উৎকলে খুজিয়া পাইব না। অনেকে হয় ত কহিবেন, তিনি আমাদের যত্ন করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এত সুখ্যাতি করিতেছি। তাহাও যে আমরা বলিয়া নয়, তাঁহার নিকট যে কেহ যাইবে, তদীয় ভদ্রতার অমায়িক ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইবে। আমরা বসিয়া দেখিয়াছি, সামান্য এক জন পণ্ডিতকে যে ভাবে গ্রহণ করেন, একজন সবইনস্পেক্টর সেরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না। এমন লোকের কে না পক্ষপাতী হইবে? উচ্চ শিক্ষিত হইয়া ইংরাজি চাল কিছু মাত্র নাই। বাস্তবিক উড়িষ্যার জয়েন্ট ইনিস্পেক্টর বাবু রাধানাথ রায় আদর্শচরিত্র ব্যক্তি, সে বিষয় সমগ্র উৎকলও স্বীকার করে। পুলীষ নামই ত জঘন্য। উৎকল পুলিষ জঘন্যের জঘন্য; ইহাকে একরূপ আবগারী আডডা ও বলা যাইতে পারে তবে কএকজন ভাল লোক থাকিলেও থাকিতে পারে। চৌরাশী বর্ষ অতীত হইতে চলিল। বৃটীশ শাসন পরিচালিত হইয়াছে। এই

দীর্ঘকালেও উৎকলের দুর্দ্দশার কিছুমাত্র শান্তি হইল না ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। এ রাজ্য বৃটিশ হস্তগত হওয়ার পরই জরিপ হয়। তাহাতে ১৫০ এক শত পঞ্চাশটী পরগণা ও ২৩৬১ দুই হাজার তিন শত একসট্টী মহালে বিভক্ত করা হয়। প্রথমতঃ ভূম্যধিকারীদিগের সহিত ত্রিশবর্ষের মিয়াদে বন্দোবস্ত হয়। তদন্তে ষাইট বর্ষ মিয়াদে পুন বন্দোবস্ত হয়। এই বন্দোবস্ত অদ্যাপি চলিতেছে। আর উৎকল অধিপতির নিজ দখলে যে সমুদায় সম্পত্তি ছিল, তাহা গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে বন্দোবস্ত করিয়া খাষ তহশীল করিতেছেন। এই খাষ মহালের প্রজাদের অত্যন্ত উচ্চ হারে বন্দোবস্ত হওয়ায়, তাহারা কষ্ট বোধ করিতেছে। প্রথম বন্দোবস্ত সময়েই করদ রাজা দিগের সহিত কিছু কিছু করধার্য্য হয়। উক্ত ধার্য্য করই এ পর্য্যন্ত আদায় হইতেছে তবে করদ রাজ্য সমূহে পূর্ব্বে অতি অল্প আয় ছিল, এক্ষণে প্রজাবৃদ্ধি বশতঃ, আয়ের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছে।

উৎকলের রাজগণ জল সংস্থানে খুব তৎপর ছিলেন; কেননা তাঁহাদের কৃত যথা তথা বৃহৎ বৃহৎ সরোবর লক্ষিত হয় এবং ঐ সকল পুষ্করণী মাত্রেই দুইটী করিয়া প্রস্তরের বাঁধা ঘাট। দুঃখের বিষয় এই, বহুদিনের জলাশয় বশতঃ এক্ষণে জল অপরিষ্কার হইয়াছে এবং কতকগুলি একেবারে মজিয়া গিয়া অব্যবহার্য্য হইয়াছে। যে গুলিতে জল আছে, তাহারি বিরস বারি লোকে ব্যবহার করিতেছে তাহার সংশোধন, অথবা নবীন জলাশয়ের সৃষ্টি করিতে প্রায়ই উদ্যোগী দৃষ্ট হয় না। এইরূপ নানা স্থানে দেবালয় ও দেখা যায়, এত দেবালয় আমরা বঙ্গদেশে দেখিতে পাই না। পশ্চিমের সবিশেষ জানি না উত্তর নেপাল প্রভৃতিতেও দৃষ্ট করি নাই। প্রস্তাবিত দেবালয় সমূহ ও কেবল ভগ্ন হইতেছে কোনটীরও সংস্কার দেখা যায় না।

উৎকলের জঙ্গলা জাতীর বিবরণ।

উড়িষ্যার সমতল ক্ষেত্রের বাসিন্দা ব্যুহের বিবরণ এ পর্য্যন্ত বিবৃত করা হইল। গিরি গহন বিহারি বন্য দিগের বিষয় কিছুই বলা হয় নাই; অতএব যতদূর জানিতে পারিয়াছি লিখিতে অগ্রসর হইলাম। সাধারণত যাহা জঙ্গল মহাল বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে উহাতে ভূধর ও কানন দুই বুঝিতে হইবে।

এই সকল পার্ব্বত্য প্রদেশ ও বনবিভাগ সমুদায়ই প্রায় করদ রাজ্য সমূহের অন্তর্গত। মধ্যে, মধ্যে উপত্যকা ভূমিতে রাজাদিগের রাজধানী ও উচ্চ জাতির বসবাস তদ্ভিন্ন তাবদীয় স্থানই জঙ্গলা জাতির আবাস ভূমি। জঙ্গলা জাতীর মধ্যে সাওতালের সংখ্যাই অধিক তদপর কোল, ভিল, নধা, কন্দ, মাঝি, ভূমিজ প্রভৃতি অনেক গুলি জাতি দৃষ্ট হয়; ইহা ভিন্ন কাঞ্জর রাজ্যের পর্ব্বতে আর একটী জঙ্গলা জাতি অবস্থিতি করে, তাহারা অদ্যাপি বস্ত্র পরিধান করিতে শিক্ষা পায় নাই। সাল পত্র সেলাই করিয়া জাঙ্গিয়ার মত স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরিধান করে। কামিনী দিগের বক্ষস্থল আবর্ত্তন জন্য প্রচুর পরিমান মালা পরিধান করে কাষ্ঠ পুতি, পলা, কড়ি এই সকল দ্রব্যের মালা হয় তদ্ভিন্ন অল্পাংশ হাড়ের মালাও ব্যবহার করে। আমরা যেরূপ ৺ শ্যামা মাকে মাল্য দ্বারা সজ্জা করিয়া দি উহারা ও কাল মালায় বক্ষ ঢাকিয়া শ্যামা মার অনুশারিনী হয়। তবে শ্যামা মা অপেক্ষা উহাদের মালা হাটু অবধি লম্বমান করে। উহারা পার্ব্বত্য কৃষি জাত ফল মূল বিক্রয়ার্থে নিম্নস্থ গ্রাম বা পল্লিতে আইসে এবং উহা বিক্রয় করণান্তর তাহাদের আবশ্যকীয় খাদ্য দ্রব্য লবণ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে, প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় ভিন্ন স্থানে ব্যয় করিতে বাধ্য নয়। তীরকে বন্যরা কাঁড় কহে ঐ কাঁড় ও বন্দুক দ্বারা পুরুষেরা পশু স্বীকার করিয়া আনয়ন করে এবং উহাই উহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা নিরীহ কিন্তু কেহ উহাদের কামিনীর প্রতি কটাক্ষ কি উপহাস করিলে উগ্র মূর্ত্তী অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার জীবন নাশে উদ্যত হয়। কন্দ জাতি বহু শাখায় বিভিন্ন, নিজ কন্দমাল পরগণায় যাহারা বাস করে ইহারা অতিশয় দুষ্ট বুদ্ধি ও উগ্র প্রকৃতি, ইহারাই স্বদেশের হিত সাধনার্থ নরবলি প্রদান করিত। এই নরবলি প্রথা ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল।

একটী বালককে ভিন্ন স্থান হইতে চুরি করিয়া লইয়া যাইত ইহাতে কেহ এমত না বুঝেন যে সমুদায় পরগণার জন্য একটী হইলেই হইত তাহা নহে ভিন্ন গ্রাম বাসিরা স্ব স্ব গ্রামের মঙ্গল কামনায় সমুদায় গ্রাম বাসীই ঐরূপ করিত। বালকটীকে হত করিবার জন্য বর্ষ মধ্যে নির্দ্দিষ্ট দিন থাকিত, তৎপূর্ব্বে সংগ্রহ হইলে গ্রামে তাহাকে ছাড়িয়া দিত, উহার নাম গেরিয়া নামে অভি-

হিত হইত। মেরিয়ার জীবন কালে গ্রামে তাহার সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকিত। গ্রাম মধ্যে সে যে গৃহে গিয়া যেরূপে আহার বা বিহার করিবে তাহাতে কাহার প্রতিবন্ধকতা করিবার ক্ষমতা থাকিত না। এইরূপে সময় অতীত হইলে কৃষি ক্ষেত্রে তাহাকে বধার্থে লইয়া গিয়া অল্পে অল্পে মাংস ছেদন করিয়া দির্ঘ কাল যন্ত্রনা দিয়া জীবন নাশ করিত। উহাদের বিশ্বাস কৃষি ক্ষেত্রে মেরিয়া যত যন্ত্রনা পাইয়া আর্ত্তনাদ ও কষ্ট অধিক প্রকাশ করিবে তাহাদের তত মঙ্গল হইবে। হায়! কি নৃশংস ব্যাপার শুনিলেই শরীর সিহরিয়া; উঠে যাহা হউক বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের যত্নে এই লোমহর্ষণ কাণ্ডের এক্ষণে উন্মূলন হইয়াছে। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এই পরগণা বোদের রাজার অধিকার অন্তর্গত ছিল উল্লিখিত নৃসংশ ব্যাপার নিবারণার্থে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে লইয়াছেন ও অনেকটা সুবন্দোবস্ত ও করিয়াছেন। অপর সম্প্রদায় কন্দ অন্য অন্য করদ রাজ্যের বাসিন্দা হইয়াছে, তন্মধ্যে খোর্দ্দা বিভাগেই অধিক। কন্দ মালের কন্দ যেরূপ দুরন্ত অপর স্থানের বাসিন্দারা তেমনী শান্ত। ইহারা এত নিরীহ উহাদের বসতি মধ্য দিয়া আমরা যখন গমন করিয়াছি দূর হইতে আমাদের দেখিয়া ভয়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে লুকাইত। ইহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। সকলের একটী জল খাইবার ঘঠী কি একখানি থালা নাই, বাঁসের চোঙ্গা মাটীর ভাঁড় জল পাত্র, পুরুষদের পাঁচ ছয় হাত পরিধেয় বস্ত্র, স্ত্রীলোকদের কিছু বৃহৎ আছে। শীত কালে শীত নিবারণের উপায় অগ্নিদেব। কেবল ইহারা কেন জঙ্গলা জাতি মাত্রেরই শীতে হুতাশন ভরসা। উহাদের কৃষি কার্য্য মধ্যে মেড়ুয়া ও বেড়ীর চাষ তাহা ও অতি সামান্য। জঙ্গলের কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া জীবনের অধিক অভাব পূরণ করে কিন্তু তাহাতে আজ কাল বিধাতা উহাদের প্রতি বিরুপ। বৃটীশ কৃত পক্ষরা এক্ষণে জঙ্গলের কর স্থাপন করিয়াছেন। যাহারা অমনিই খাইতে পায় না তাহারা কর দিয়া কিরূপে কাটাইবে স্বহৃদয় ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

নধা জাতিয়েরা ব্যধের রূপান্তর, ইহারা ঘোর জঙ্গল মধ্যে পাতা লতায় কুটীর নির্ম্মাণ করত দিনাতীত করে। আবার এক কুটীরেই যে ষড়ঋতু অতীত করিবে তাহা নয়, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকে, ইহাদের প্রধান জীবিকা পশু হনন। পশুমাংস নিজে অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করে, তদ্ভিন্ন

স্বীকার লব্ধ পশু পক্ষী গ্রাম নগরীতে গিয়া বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পায় তদ্বারা অপরাপর দ্রব্য সংগ্রহ করে। বন্যমাত্রেই কৌপীন ব্যবহার করে, মাংস বিক্রয়ার্থ রমনীরাই আইসে। ইহাদের গৃহ উপকরণ মধ্যে স্বীকারের অস্ত্র শস্ত্রই প্রাধান তবে কাহারও কাহারও দুই একটী থালা ঘটী আছে। ইহারা এত নীবিড় অরণ্যে বাস করে যে ইহাদের গৃহাদি প্রত্যক্ষ করিবার কোন দিন স্থযোগ ঘটে না। এই কয় জাতি ভিন্ন কোল, ভিল, মাবিণ, ভূমিজ, সাঁওতাল প্রভৃতির প্রায়ই এক নিয়ম, তবে সিংহভূমের কোন দিকের কিছু কিছু রূপান্তর ব্যবহার আছে। এই সকল জাতি ভিন্ন ইহারা অন্য জাতির সহ একত্রে বাস করিতে ইচ্ছা করে না। এক স্থানে সাঁওতাল দশ ঘর আছে যদি তাহার নিকট উড়িষ্যার কোন জাতি দুই চারি ঘর বসবাস করে, অমনি উহারা বিরক্ত হইয়া বলে এখানে হেটুয়া লোক পুরিয়া গেল, আমরা আর কেমন করিয়া থাকি, এই বলিয়া সকলেই স্থানান্তরে গিয়া বাস করে। দেশী উড়ে প্রভৃতিকে উহারা হেটো লোক বলে, সাঁওতাল ও লোক দিগের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা আছে কিন্তু প্রায়ই বাঙ্গালা বা উড়ে কহিতে পারে। সাঁওতা-লেরা অতিশয় রাজভক্ত, রাজাকে দেবতার ন্যায় মান্য করে, রাজা যদি উহা-দের প্রতি ক্রুর আচরণ করেন তত্রাচ রাজার অখ্যাতি কি অপমান অথবা শরীরের প্রতি হস্ত ক্ষেপ কদাচ করিবে না, যত ক্রোধ রাজ কর্ম্মচারিদিগের প্রতি প্রকাশ করিবে। রাজা যদি স্বদলে গিয়া উহাদের আক্রমণ করেন উহারা এক হইয়া সমুদায় সাঁওতাল রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডয়মান হয়। যদি রাজা হত বল হইয়া পড়েন অমনি উহারা রাজাকে ঘেরওয়া করিয়া বন্য কাষ্ঠের একটী মাচা বাঁধিয়া রাজাকে তাহাতে বসাইয়া আপনারা স্কন্ধে করিয়া রাজবাটীতে রাখিয়া যায়, তদ্ভিন্ন রাজ পুরুষদিগকে যেখানে পায় নির্য্যাতন করে। আমরা জঙ্গলে যখনি যেখানে জঙ্গলাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি তোদের রাজা কেমন, তোদের কোন কষ্ট দেননা তো? অমনি উত্তর করিয়াছে বাবু রাজা আমাদের ভাল, কেবল কারবারে (অর্থাৎ কর্ম্মচারি) লোকে খাইতেছে। ইহাদের দলবদ্ধ হইবার বড় সহজ উপায়, এই রূপ মিলিত হওয়াকে ইহারা (মেলি) কহে। মেলি করিবার আবশ্যক হইলে গাঁটী ফিরাইয়া দেয়। গাঁট ফিরান এই একটু মালতী তরুর ছাল উঠাইয়া উহাতে কয়েকটী গাঁইট অর্থাৎ

গির দেয়, তাহার কারন অদ্য রবিবার আজ একটী গ্রামে বসিয়া যুক্তি হইল আগামী বুধবারে মেলি করিতে হইবে, তাহা হইলে রবি হইতে বুধ চারিদিন হইতেছে অতএব উল্লিখিত ছালের স্বকে চারিটী গাঁইট দিয়া ভিন্ন গ্রামে পাঠা-ইলে, তাহাতে তাহারা বুঝিবে আজ হইতে চারিদিন পরে যাইতে হইবে। ঐ গ্রামের লোক উহা অবগত হইয়া উহাদের নিকট যে গ্রামে পড়িবে সেই গ্রামে আসিবে, এইরূপ সকল গ্রামস্থই স্ব স্ব নিকটস্থ গ্রামে পাঠাইবে। যদি একদিনে সকল গ্রামে না পাঠান হয়, সন্ধ্যা সময়ে যে গ্রামে গাঁটী পৌছিবে পরদিন প্রাতঃকালে ভিন্ন গ্রামে প্রেরণ সময়ে উহারা একটী গাঁইট খুলিয়া দিবে, তাহাতে সেই দিনের গাঁটী প্রাপ্ত লোকে সেই দিন হইতে তিন দিন পরে বুঝিবে, এইরূপ যে কয়দিন লাগিবে এক একটী গাঁইট কম করিয়া দিবে। গাঁইট ফিরান হইলে কোন সাঁওতাল নিশ্চিন্ত থাকিবেনা, স্ত্রীপুরুষে নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইবে, কোন মঙ্গল কার্য্যে আহ্বান করিতে হইলেও ঐ রূপ গাঁটী দ্বারা সঙ্কেত করিতে হয়। ইহারা বন্যবৃক্ষ মূল কয়েকটী সংযোজিত করিয়া একরূপ আসব প্রস্তুত করে, উহাকে হেঁড়ে কহে। স্ত্রীপুরুষে উভয়েই খায়, এবং খাইয়া নাগরার বাদ্যে নরনারী একত্রেই নৃত্য করে। অমঙ্গল বা মঙ্গল যে কার্য্যে যাউক হেঁড়ে ও নাগরা ছাড়া কোথাও যাইবে না। ইহারা যখন নৃত্য আরম্ভ করিবে মণ্ডলাকারে নরনারী সমবেত হইয়া নাচিতে থাকিবে মধ্যে এক কি দুই জন নাগরা বাজাইবে, এইরূপ নৃত্য অবিরাম দুই চারদিন ও চলে, অর্থাৎ কতকগুলি নাচিতেছে কতক খাইতে যাইতেছে, আবার তাহারা আসিতেছে অপরে যাইতেছে, এই অবিরাম নৃত্য সহ অবিরত হেঁড়ে খাইতে ক্ষান্ত নয়। স্বজাতির সহিত ব্যভিচার ইহাদের দোষাবহ নহে, নৃত্য স্থলের অদূরেই প্রকাশ্য স্থলে ব্যভিচার সম্পন্ন হইতে বাধা হয় না, কিন্তু ভিন্ন জাতির সহিত হইলে তাহার জীবন সংশয়। ইহাদিগের স্বজাতির সমুদায় বস্তুই প্রিয়, অন্য জাতির কিছু মাত্র লইতে ইচ্ছুক নয়, তবে আজ কাল যাহারা নগরীর নিকটবর্ত্তী স্থলে বাস করিয়াছে কি সহর বাজারে সর্ব্বদা যাতায়াত করে তাহারাই বিলাতি বস্ত্র প্রভৃতি গ্রহণ করিতেছে। ইহাদের রমনী মাত্রেই চরকায় শুতা কাটে, ঐ শুতায় লাল কালা চার ছয় ইঞ্চি পাইড় দিয়া বস্ত্র বয়ন করে, বসনগুলি এত মোটা যে সতরঞ্চ সহ তুলনা করা যাইতে পারে।

ঐ সকল বস্ত্র বামাকুল বুকে একটী বেড় দিয়া বাঙ্গলার ন্যায় পরিধান করে, কিন্তু অপর পার্শ্ব কথকটা কোঁচার মত কাহার কাহার থাকে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরি কিছু চুলের পারিপাট্য আছে। কেশ বিন্যাসের উপাদান রেড়ী তৈল, তাহাতেই কেশ পেটেপাড়ে। স্ত্রীলোকদিগের খোঁপা অনেকটা মান্দ্রাজি ধরনের মাথা খোলা থাকে, এবং খোঁপায় যে কোন বনের কোন পত্র বা পুষ্প কতকগুলি গোঁজা থাকিবেই থাকিবে। অলঙ্কার মধ্যে যাহাদের সঙ্গতি আছে, উড়েদের ন্যায় পিতলের খাড়ু ও পরে। পিতলের বাঁকা মল ও কর্ণে পিতল কাঁসা বা রূপার পাশা পরিধান করে। ঐ পাশা গুলিতে একটু একটু পিতলের মিহি সিকল ঝুলান থাকে। নরনারী উভয়েরি কণ্ঠে পলার মালা কম হউক বেশীই হউক কিছু থাকিবে। ইহাদের দেখিতে কাল কুচকুচে ও খর্ব্বাকৃতি। দুইএকটী স্ত্রী খুব সুন্দরও পরিলক্ষিতা হয় অনেক বামার গঠন সোষ্ঠব ভাল দেখা যায়, কিন্তু পুরুষ সুশ্রীপ্রায়ই দৃষ্ট হয় না ইহাদের পরিনয় পদ্ধতি অতি চকৎকার। যথা তথা ইহাদের সদতই নৃত্য হইয়া বিবাহার্থে নৃত্যকালিন অভিলষিত পাত্রীর কপালে সিন্দুরের বিন্দু অর্থাৎ ফোটা দিতে হয়। ঐ রূপ ফোটা দিয়াই পলাইতে হইবে যদি পলাইতে না পারে কন্যার আত্মিয় বর্গ মিলিয়া ফোটা দাতাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিবে। তদপর বরের কর্তৃপক্ষের নিকট কন্যাকর্ত্তা যাইয়া পোণাপোণ ধার্য্য করত বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পণ গরু, মহিষ, ছাগ, মেষ, কুক্কুট, ধান্য, টাকাও দুই চারিটী হয়। এই সকল দ্রব্যই যে সকলে দেয় বা দিতে পারে এমত নয় ইহার মধ্য যত দূর হয়। উহারা নিজেই পুরোহিত নিজেই যজমান। প্রথমে যে পাত্রীর কপালে সিন্দুরের বিন্দু দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি, ঐ রূপ সিন্দুর যে ব্যক্তি দিবে সে ভিন্ন সে কন্যাকে আর কেহ বিবাহ করিতে পারিবে না, যদি ঐ পাত্র স্থানান্তর হয় তাহা হইলে পাত্রীর আর বিবাহ হইবে না, কিন্তু উহাদের সমাজে বিধবা বিবাহ ও প্রচলিত আছে। ইহাদের জাত্যাভিমান আছে ভিন্ন জাতির অন্নগ্রহণ করেণ, স্বীকার লব্ধ বা মৃত সমুদায় পশু মাংস ভক্ষণ করে। এজাতি নিতান্ত নির্ব্বোধ নয়, স্ব স্ব প্রয়োজন উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যাদি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করে, কাহার মুখাপেক্ষি নয়, যুদ্ধো পোকরণ বিবিধ লৌহ নির্ম্মিত উত্তম উত্তম অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করে, এবং উপদেশ পাইলে সমুদায় কার্য্য সহজে

শিখিতে পারে। আজকাল অনেকে বাঙ্গলা উড়ে শিখিয়া পণ্ডিতি পর্য্যন্ত করিতেছে, দুএকটী ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত হইয়া সিংহভূমের আদালতে কার্য্য করিতেছে, ইহারা স্বভাবত সত্যবাদি। যাহারা পর্ব্বত জঙ্গলে বাস করিতেছে তাহারা এখনও মিথ্যাকথা জানেনা, কিন্তু যাহারা সহর বাজারের নিকটস্থ হইয়াছে অথবা লেখা পড়া শিখিতেছে তাহারা মিথ্যাতেও লিপ্ত হইতেছে।

ইংরাজ জাতির সহিত সাঁওতালের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইংরাজ যেরূপ স্বজাতি ও স্বদেশীয় দ্রব্য প্রিয় সাঁওতালেরাও তদনুরূপ স্বজাতির পক্ষ-পাতি ও স্বদেশজাতি দ্রব্যে ভক্ত। ইংরাজ যেরূপ নরনারী মিলিত হইয়া নৃত্য করেন, উহারা ও ঐ রূপে মিলিয়া নৃত্য করে। ইংরেজ যেরূপ ব্যভি-চারে গ্রাহ্য করেন না, সাঁওতালদের ও তাই; ইংবাজদেরও পরিনয় পূর্ব্বে মনমিলন করা পদ্ধতি, ইহাদের ও প্রায় ঐ প্রকার, ইংরাজেরও খাদ্য বিচার নাই, সাঁওতালেরও নাই, ভিন্ন এই। ইংরেজ সকল জাতির খান সাঁওতাল স্বজাতির ভিন্ন খায় না, কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের সাদৃশ্য আছে। ইংরাজের ধর্ম্ম শাস্ত্র যেমন অদ্ভুত সাঁওতাল দের ও তেমনি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্র আছে। ভিন্ন মধ্যে এই ইংরাজ সাদাও শিক্ষিত, সাঁওতাল মূর্খও কাল

উড়িষ্যায় অষ্টাদশটী করদ রাজ্য আছে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু সকল গুলির নামোল্লেখ হয় নাই। আমরা সকলগুলি প্রত্যক্ষে দর্শন করিবার অবসর পাই নাই, যে গুলিতে গিয়াছি তাহার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, এক্ষণে, সমুদয়ের উল্লেখ করিব। সর্ব্ব প্রধান রাজ্য ময়ূরভঞ্জ, এই ময়ূরভঞ্জের বিভিন্ন অংশ ক্যঞ্চর রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। প্রস্তাবিত ক্যঞ্চর রাজেই বৃটিশ বিরুদ্ধে সাঁওতাল দল অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। এই বিদ্রোহি দলের অধিনায়িকা ক্যঞ্চরের রাণি। এই রাজ্ঞি ক্ষত্রিয় কন্যা কিন্তু উৎকলনীতি সম্পন্ন, রাজার পরলোকান্তে তাঁহার বিবাহিতা পত্নির গর্ভজাত পুত্রাদি নাথাকায়, প্রস্তাবিত রাজ্ঞি ময়ূরভঞ্জাধিপের কনিষ্ঠকে দত্তকরূপে গ্রহণ বাসনায় রাজধানীতে লইয়া গেলেন। ওদিকে ক্যঞ্চরাধিপের অন্যতর ভার্গ্যার গর্ভজাত এক তনয় ছিল, তিনি রাজ্য লাভাশয়ে কমিসনরের সরনাপন্ন হইলেন। কমিসনর তাঁহাকেই রাজাসনের উপবেসন করাইতে গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ করিলেন।

আমাদের সদাশিব গবর্ণমেন্ট কমিসনরের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তথাস্তু বলিয়া আজ্ঞা দিলেন। রাজধানীতে এই সংবাদ গোচর হইলে-ক্যাঞ্জরাধিশ্বরি স্বীয় অনুরক্ত প্রজাপুঞ্জের সাহায্য প্রার্থি হওয়াতেই সাঁওতাল ক্ষেপিল। বৃটিশ বীর্য্য তাহারা কতক্ষণ সহ্য করিবে অল্পেই আয়ত্ত হইয়া পরিশেষে কমিসনরের মনোনীত কুমারই রাজা হইলেন এবং বিদ্রোহ কারিনী রাণি কাঞ্জর রাজের সাবাল্য বৃত্তি ভোগী হইয়া পুরীতে নজরবন্দী রহিলেন। ইনি অদ্যাপি জীবিতা আছেন যাহকু স্ত্রীলোকটীকে ধন্যবাদ দিতে হয় যে বৃটীশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান হইয়াছিলেন ; ক্যঞ্জর রাজ্য হইতে আর একটী স্বতন্ত্র রাজ্যের সৃষ্টি হই-য়াছে, এক্ষণে যেমন ময়ূরভঞ্জের অধিন কণ্ডীপোতা নামে একটি করদ রাজ্য আছে, ক্যঞ্জরের অধিন পাল নেহড়া নামে একটী করদ রাজ্য ছিল। ক্যঞ্জরাধি-পের সহিত পাল নেহড়া রাজের গোলযোগ হওয়ায় গবর্ণমেন্ট পাল নেহ-ড়াকে বৃটীশ করদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। তদপর চেঙ্কানল, চেঙ্কানল করদ মহাল ভিন্ন কতকটা জমীদারি আছে, ইহা ভিন্ন নীলগিরি, তালচের বা গুজ-রাত, বড়ম্বা, নৃসিংহপুর, দলপালা, রামচন্দ্রপুর, খণ্ডপাড়া নয়াগড়, বোদ, রণপুর, জেমপাড়া, বাঁকি, হিন্দোল, অঙ্গুল। শেষ উক্ত রাজ্য ত্রয় এবং বোদের রাজার কন্দমাল পরগণা বৃটীশ গবর্ণমেন্টের খাষ মহাল হইয়াছে ইহা ভিন্ন চার পাঁচটী রাজ্য গবর্ণমেন্টের অধিন স্থানীয় কমিসনরের তত্বাবধানে। তদপর যে কয়টী রাজা রাজ্য করিতেছেন তন্মধ্যে তালচের বা গুজরাত রাজ্যের রাজা বেশ কার্য্য ক্ষম ও সুবিবেচক। তাঁহার রাজ্য অনেকটা সুবিধা মতে চালিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় তদ্ভিন্ন আর কোন রাজ্যই সুশাসন দৃষ্ট হয় না। বৃটীশ বন্ধু যে কি সৎ পরামর্শ দিতেছেন ও রাজাদের উন্নত করিতে-ছেন তাহা চিন্তা করিয়া নির্ণয় দুঃসাধ্য। কেবল দৃষ্ট হয় বিভাগীয় প্রভুর ঘটী-রাম সহকারি কতকগুলি অনুগত পোষণ ও স্বয়ং সুখী হইতেছেন। রাজাদের আজ ও যা কাল ও তাই তবে ইহাই আশ্চর্য্য যে ঘটীরাম সহকারির কথা-তেই বিভাগীয় প্রভু মহোদয়েরা সায় দিয়া এই উনবিংশ শতাব্দিতে মহা নগরীর এত সন্নিকটে এত অধিক ভেল চালনা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি স্বচক্ষে রাজাদের দরবার গুলি দেখিতেন কি বিভাগীয় কর্ত্তা একট মনোযো-গের সহিত ইক্ষণ করিতেন এতদিনে এই রাজ্য সমূহ অনেক উন্নত হইত।

প্রত্যক্ষ যাহা দেখিয়াছি তাহার ত কথাই নাই তদ্ভিন্ন সকল রাজ্যেরি সন্ধান করিয়াছি কোন একটী রাজ্যে চিন্তাশীল স্বাধীন; চেতা, ন্যায় পর, কার্য্য দক্ষ মন্ত্রী কি কর্ম্মচারি নাই। ময়ূরভঞ্জে দত্ত সাহেব মহোদয় গিয়া বৃষভ বৃষ্টাবৎ পর্ব্বত পার্শ্বে পড়িয়া আছেন। আমরা ত নিরেট কিন্তু বর্ত্তমানে উৎকলের করদ ভুপদিগের মন্ত্রি গণকে আমাদের সদৃশ লোকের নিকট এখন কিছু দিন দাগা বুলাইতে হইবে। পাঠক মহোদয়গণ বিবেচনা করুন উৎকলের প্রভুরা করদ রাজ্যের কেমন শ্রেয় সাধন করিতেছেন। কর্ত্তৃপক্ষ দিগের বোধ হয় ইহাই ধারণা জঙ্গল বাসীদের আর শুব্যবস্থা কি একরূপ চলিয়া গেলেই হইল? আর রিপোর্ট দোরস্ত থাকাই পর্য্যাপ্ত কেননা কাজেও তাহাই দৃষ্ট হয়। রাজাদিগের সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রিগণ আবার বৃটীশ নীতির অনুকরণে উন্মত্ত, হা অদৃষ্ট! কি আর ছাই বলিব, মাথায় বস্তু না থাকিলে লোকে কত বিভিষিকা ও প্রমাদ দেখে তাহার ইয়ত্বা করে কে? অগ্রে দেশ কাল পাত্র দেখিয়া স্থির হৃদয়ে শিক্ষা কর তারপর নীতিমদে মাতিও। এই সকল মন্ত্রি দ্বারা করদ রাজ্যে একরূপ শাসন সঙ্কট উপস্থিত। আমরা কয়েক মাস ময়ূরভঞ্জে অবস্থিতি করিয়া করদ রাজ্য সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছি, তবে আমাদের চিন্তা শোনে কে? আর বলি বা কাকে, কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র। আমাদিগের বিবেচনায় প্রস্তাবিত করদ রাজ্য গুলির হিতার্থে একটি কমিসন নিযুক্ত করিয়া উহাদের শাসন বিষয়ের বিবেচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

উৎকলের পুরাবৃত্ত সমালোচনা।

উড়িষ্যা একটি প্রাচীন রাজ্য, কোন সময়ে কাহা কর্ত্তৃক প্রথমে রাজশক্তি সঞ্চালিত হইয়াছে তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। চতুর্দ্দশ শত বর্ষের পূর্ব্বের উৎকলের কোন বিবরণ এ পর্য্যন্ত কাহার হস্তগত হয় নাই। এই অতীত সময়ের কোন বিষয় অবগত হইতে আশা করিলে একমাত্র পৌরাণিক প্রবন্ধাদি অবলম্বনে চিন্তা ভিন্ন উপায় নাই, কিন্তু ইহা ও আবার একটী গুরুতর চিন্তা যে আমাদের পুরাণ প্লাবিত দেশের কোন পুরাণের আশ্রয় লইলে আশার শুসার হইবে। আর এক কথা এই যে কেবল পুরাণে ও মানস পূরণ হয় না। প্রাচিনতত্ব অন্বেষণে উদ্যোগী হইলে পুরাণের পূর্ব্বসংহিতা ওতৎ পূর্ব্ব

প্রকৃত প্রাচীন বেদের আশ্রয় ভিন্ন উপায় হইতে পারে না। এতদূর আড়ম্বর করিয়া আসিলাম কিন্তু বেদের ভিতর প্রবেশের তো ক্ষমতা নাই, যাহা হউক পুরাণের পদতল ধারণ পূর্ব্বক বেদকে মস্তকে রাখিয়া চিন্তা ও যুক্তি দ্বারা যতদূর দেখিতে পাই চেষ্টা করিব। অথর্ব্ব বেদে পুরুশোত্তম তাপিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। যখন অথর্ব্ব বেদে পুরুশোত্তমের প্রবন্ধ রহিয়াছে তখন অথর্ব্ব বেদ রচনার পূর্ব্ব কি সমকালিন পরুশোত্তমে যে রাজশক্তি চালিত হইয়াছিল ইহা বিলক্ষণ বিবেচনা করা যাইতে পারে; আর একটী কথা এই যে উৎকলে রাজদণ্ড পরিচালিত ও শ্রীশ্রী ৺ জগন্নাথ মূর্ত্তি স্থাপনের সহিত অনেকটা সংলগ্ন হইবে একারণ উক্ত দেবের স্থাপনা উপলক্ষে রাজশক্তির নির্ণয় অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে না এক্ষণে আরো একটু গভির চিন্তার বিষয় এই যে পুরুশোত্তম মূর্ত্তির পূর্ব্বে ও উৎকল লোকালয় হয়। তদপর রাজশক্তি সঞ্চালিত হইয়া শ্রীক্ষেত্র প্রকাশ পায়, কেননা শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের স্থাপনের পূর্ব্বে ঐ লীলাচলে নীলমাধব থাকা প্রকাশ আছে ও ব্যাধের সেবা হইত। বাস্তবিক নীলমাধব পুরুশোত্তম ক্ষেত্রে ছিলেন কি বর্ত্তমানে যেখানে আছেন সেই থানে ছিলেন ইহার স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া সহজ নহে; যাহাহউক নীলমাধব পূর্ব্ববর্ত্তী কিন্তু ব্যাধের ঠাকুর বলিয়া পরিচিত। ইহা ভিন্ন অন্য একটী যুক্তি ও আছে। শ্রীশ্রী ৺ জগন্নাথ প্রতিষ্টিতের পূর্ব্বে মহামায়া পীটরূপী বিমলা দেবী লীলাচলে বিরাজীতা ছিলেন, তৎকালে লীলাচলকে বিমলা ক্ষেত্র নামে আখ্যাত করা হইত। নীলমাধব ব্যাধের হইতে পারেন, বিমলা সভ্য সম্প্রদায়ের অধিষ্টাত্রী ইহা অনুমান করা যাইতে পারে, তাহা হইলে অথর্ব্ব বেদের বহু পূর্ব্বে উৎকলে রাজশক্তি চালিত হইয়াছিল চিন্তা করিতে পারা যায়। বরাহ ও কপিল সংহিতায় যদি ও পুরুশোত্তম বিষয়িনী প্রস্তাবাদি দেখা যায় তাহার আর সমালোচনা অনাবশ্যক কেননা সংহিতা বেদের পরবর্ত্তী। এইতো গেল পূর্ব্ব অনুমান, শেষে একবার পুরাণকে দেখা যাক। পুরুশোত্তম সম্বন্ধে স্কন্ধ পুরাণই প্রশস্ত, অতএব উহাই কতক মন্থন করা যাউক।

স্কন্দ পুরাণ যে অথর্ব্ব বেদের পরবর্ত্তী ইহা এক বাক্যে সকলে স্বীকার করিবেন। অনেক পাঠক হয় ত বলিলেন স্কন্দ পুরাণ যখন পরবর্ত্তী তবে

আর উহার সমালোচনা কেন, সমালোচনার কারণ আমাদের পূর্ব্ব অনুমান অনেকটা খোলসা হইয়া আসিতে পারে। স্কন্দ পুরাণে ইহাই প্রকাশ যে পূর্ব্বে নীলাচলে নীলমাধব ও ব্যাধের বসতি ছিল। ঐ ব্যাধেরা ও নীলমাধবের সেবা কারী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কুরুক্ষেত্র সমরান্তে দ্বারাবতীতে শ্রীকৃষ্ণের দেহ লীলা শেষ হইলে তাঁহার অঙ্গ বিশেষ ভাসিয়া সমুদ্রে পতিত হয় এবং সমুদ্র হইতে উহা সংগৃহিত হইয়া নীল মাধবের অঙ্গে নিহিত হয়, উহারি নাম বিষ্ণু পঞ্জর মালব দেশীয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নে অবগত হন যে নীলাচলে নীলমাধব মূর্ত্তি মধ্যে বিষ্ণুপঞ্জর অবস্থিত আছে তাহাই অবলম্বনে রাজা জগন্নাথ মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। রাজা এইরূপ প্রত্যাদেশে উৎসাহিত হইয়া উহার অনুসন্ধান জন্য কয়েক জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। বিপ্রগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক মালবে প্রত্যাগমন করেন তদপর রাজা ঐ দ্বিজ সহ স্বদল বলে লীলাচলে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন এবং বিষ্ণুর আদেশ মত নীলমাধবের সেবা কারি ব্যাধ দিগকে নারায়ণের পরিবারের গণ্য করিয়া উহাদের দায়িতা উপাধি প্রদান করিলেনও তিথি বিশেষে উহাদিগের জগন্নাথকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতা রহিল। এই সময় হইতে ব্যাধের আবাস স্থান গিয়া শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে উঢ় জাতির বসতি বৃদ্ধি ও রাজ শক্তি চালিত হইতে লাগিল।

এইত স্কন্দ পুরাণে প্রকাশ, এইবার পাঠক মহোদয়গণ চলুন আমরা একবার সেই পুরাকালের সবর দলের বাসস্থান অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিন্তা সখী সহ গবেষণায় প্রবৃত্ত হই যদি কিছু বুঝিতে পারি। স্কন্দ পুরাণ যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সক্ষ্য হন নাই তাহার প্রধান তর্ক এই যে বিমলা দেবী সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করেন নাই আবার বিমলা মাতার দর্শনের পূর্ব্বে জাযপুরে বিরাজদেবী দেখা দিতেছেন, কেননা ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত মত যে উৎকলে প্রথম রাজধানী যাযপুরেই স্থাপিত হয়। এই মহাপীট দ্বয় কে বামপার্শ্বের অন্তরে রাখিয়া মধ্যস্থলে স্কন্দ পুরাণ জগন্নাথ স্থাপন করিয়া প্র চিনত্ব প্রতি পাদনে পারক হইতেছেন না। আবার এই স্থলে আর একটী কুট প্রশ্ন উপস্থিত এই যে দেবী স্বয়ং তান্ত্রিক মূর্ত্তি বেদের পরে তন্ত্র একবাক্যে সকলে স্বীকার করেন। এদিকে যদি অথর্ব্ব বেদের কাল জগন্নাথের স্থাপনের

সমকালিক হয় তবে দেবী দ্বয়ের প্রাচিনত্ব প্রতিপন্ন কিরূপে হয়। ইহার মধ্যে একটী যুক্তি মাত্র পরিলক্ষিত হয় এই যে অথর্ব্ব বেদ এক কালিন রচিত না হওয়া পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমরা তাহাই অনুমান করি কোন কোন তন্ত্র প্রকাশের পর অথর্ব্ব বেদের শেশাংস রচিত হইয়া থাকিবে। যাহা-হউক স্কন্দ পুরাণের সমালোচনার স্থত্রপাত করিয়া মধ্য হইতে অপর অনেক গুলি কথা বলা হইল এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ে মনোনিবেশ পূর্ব্বক ইহাই উপলব্ধ হয় যে যখন বহুতর পণ্ডিতেরা বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ দেহ বিশেষ ধারণ করিয়া মানব গর্ভে জন্মগ্রহন করেণ নাই। যদি তাঁহার জন্মগ্রহণ অসম্ভব হইল, তবে বিষ্ণু পঞ্জর কোথা হইতে সমাগত হয়, তদপর ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজের স্বপ্ন সম্বন্ধ প্রস্তাবে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার মনে একটি প্রবল ধর্ম্ম ভাবের আবির্ভাব ও রাজ্য বৃদ্ধির লালসা উপস্থিত হয়, ইহা শতঃ সিদ্ধ যে প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি বর্গ সদতই সীমা বৃদ্ধিতে ব্যবহার্য্যের ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন যে এরূপ ভাবের ভাবুক হন নাই তাহার কা ণ নাই, বরং হওয়াই প্রতিপণ্ণ হইতেছে। এই আশার বশবর্ত্তী হইয়াই জঙ্গল মহালে আধিপত্য স্থাপনার্থে অনুসন্ধান জন্য কয়েক জন বিজ্ঞ বিপ্রকে প্রেরণ করেন। এবম্বিধ রাজ্য স্থাপনে যে প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তি বলবৎ হইয়াছিল তাহা ও ভাবিতে পারা যায় কেননা তৎকালে উৎকলের অপর অংশে রাজশক্তি চালিত হইয়াছিল সেবিষয় পশ্চাৎ বিষদরূপে বিবৃত করিব।

স্কন্দ পুরাণে যে লীলাচলে নীলমাধবের মুর্ত্তী থাকা উল্লেখ করেণ, ও কথাটীর অর্থ পরিষ্কার হয় না। আমরা ইহাই অনুমান করি বর্ত্তমানে মহানদী তীরে কান্টিলো নামক স্থানে অনুউন্নত গিরি চূড়ে যেরূপ বিরাজ করিতেছেন, পূর্ব্বেও অর্থাৎ স্থাপনাবধি ঐ স্থানেই আছেন, একারণ জঙ্গল মহাল মধ্যে নীল মাধবের নাম ও স্থান সর্ব্বত্রে প্রসিদ্ধ ছিল, আর সবর সমূহ যে সেবক স্থানীয় ছিল, তাহাতেও সন্দেহ হইতে পারে না। অরণ্যই ব্যাধবৃন্দের বাস স্থান আর নীলমাধব যে সবরের দেবতা তাহা তাঁহার মুর্ত্তীতেই প্রতীয়মান হইতেছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন ইহাই অনুসন্ধানে বিপ্র-বৃন্দকে প্রেরণ করেণ যে নীলমাধবের স্থাপিত স্থল জঙ্গল মহালে রাজশক্তি পরিচালিত করিতে পারা যাইবে কি না। অধুনা যেরূপ সত্রাট

গণ ভারতের পশ্চিম উত্তর প্রান্তে জঙ্গল মহালে রাজশক্তি পরিচালনা প্রত্যাশায় দূত প্রেরণ করিতেছেন, তৎকালিক রাজাদিগের পক্ষে এরূপই বা না হইবে কেন, বিশেষ তৎকালে রাজ্য মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই জ্ঞানবান ছিলেন, এজন্য সমুদায় গুরুভার দ্বিজদিগের প্রতিই অর্পিত হইত। তাই ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতি ব্রাহ্মণদেরই দৌত কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তৎকালে জঙ্গল মহাল ভেদ করিয়া উড়িষ্যায় প্রবেশ সহজ ছিল না। একারণ অনুমান হয় মালবেশ্বর প্রেরিত বিপ্রগণ জল পথে মহানদী মন্থন করিয়া প্রথমে কাটি-লোতে নীলমাধবের স্থানে উপস্থিত হইয়া, স্থানীয় নিরক্ষর ব্যাধ দলকে বাক্য কৌশলে ও নানা প্রলোভনে বশীভূত করেন, তদপর তাহাদেরই সাহায্যে জঙ্গল পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক লীলাচলে উপস্থিত হন। বোধ হয় এই সময়ে বিমলাদেবী ও তাঁহার সেবকাদি দুই দশ জনের বসতি লীলা চলে হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা লীলা চলের চতুর্দ্দিক দৃষ্ট করিয়া ঐ স্থানের মহিমায় মোহিত হইবেন আশ্চর্য্য নয়, কেন না কবিগণ কাব্য যে চির বসন্তের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন লীলাচলে তাহা বিরাজিত এবং বালু-কাময় সমূহ বঙ্গোপসাগরের কুল উপকূলে সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদ স্বতেজে উৎপন্ন হইতেছে। আরও আশ্চর্য্য এই যে লীলাচলের নিম্নে সমুদ্র নতশীরে সমভাবে সর্ব্বদাই বহমান। সমুদ্র কুল স্বভাবে প্রায় থাকে না কিন্তু লীলা চল নিম্নে স্বভাবেই আছেন। যদিও আমাদের অতি পূর্ব্বকালের প্রমা-নের উপকরণ নাই, কিন্তু জগন্নাথ স্থাপনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত বিলক্ষণ প্রমাণ যোগ্য। বিশেষ বর্ত্তমান বৃটীশ নৃপতি বিদ্যাবিশারদগণ ও পরিক্ষায় স্থির করিয়াছেন পুরীর নিম্নে সমুদ্র বেগ স্বভাবে দির্ঘকাল স্থায়ী সম্ভব। লবণসমুদ্র কুলে লীলাচল কিন্তু উপকুলেই কুয়াতে সুমিষ্ট জল পাইবার অভাব হয় না। বিমলা ক্ষেত্রের এবম্বিধ স্বভাবের ঐশ্বর্য্য ভাব মালবা-ধিপতি প্রেরিত ব্রাহ্মণেরা সবিশেষ অবগত হইয়া নীলমাধবের স্থান স্থিত জঙ্গলাদের আয়ত্ব করিয়া, মালবে প্রত্যাগমন করণান্তর মালবে-শ্বরকে সবিশেষ অবগত করিলেন। রাজা এই সকল সমাচারে উৎসাহিত হইয়া স্বদল বলে লীলাচলে উপস্থিত হন, যদিও মালবেশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি-লালসা থাকুক কিন্তু তাঁহার হৃদয় উচ্চ ধর্ম্ম ভাবে পূর্ণিত ছিল, সেই

ধর্ম্ম ভাব বিকাশ করিয়া জন সাধারণকে আকর্ষণই তাঁহার মহৎ সঙ্কল্প,
তিনি যেরূপ ভাবুক তাঁর সভাসদ যে অনুরূপ হইবে আশ্চর্য্য নহে—
রাজা যে জ্ঞানি গণের সহিত মিলিত ছিলেন এক জগন্নাথই তাহার
সাক্ষ্য স্থল। প্রস্তাবিত মূর্ত্তী অঙ্কিত ও স্থাপনা কত উচ্চ চিন্তার ফল,
তাহা সাধারণ্যে সহসা হৃদয়ঙ্গম করা সুসাধ্য নহে। কেমন আশ্চর্য্য
কার্য্য দেখুন জগৎ মোহিনীমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের
ভারত বিবিধ দেবদেবীর উপাসক একারণ জগন্নাথ এরূপ কৌশলে
স্থাপিত যে উপাসক বিশেষের অভিষ্ট উল্লেখ হইবে না, আবার চিন্তা
করিলেই স্বীয় অভিষ্ট অনুমান হইবে; কেবল কৃষ্ণ বলদেবের ছায়া
আদর্শ করিয়া মূলে (ওঁ) ওঁঙ্কার মূর্ত্তীর আদর্শ অঙ্কিত করিয়া স্থাপিত
করিয়াছেন। সকলে বিবেচনা করুন কতদূর উচ্চ চিন্তার ফল, ওঁঙ্কার
উপাসনায় কোন প্রকার সাধকের আপত্ত হইতে পারে না, এজন্য লোকে
বৌদ্ধের অবতার ও বলিতেছেন, যিনি যে ভাবে দেখুন ও যাহাই
বলুন জগন্নাথের কিছুই অভাব হয় না। নামটীও উপযুক্ত হইয়াছে।
৺ জগন্নাথ, এবং সমুদায় জগৎ ও প্রেমে আকর্ষণ হইয়াছে, ধন্য রাজা
ইন্দ্রদ্যুম্ন ও তদীয় সভাসদ। বিপ্রবৃন্দ একটী ধন্যবাদ দিয়া মন ক্ষান্ত হইতে
চায় না ও লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ দিয়াও ক্ষোভ মিটে না, যাহক এই স্থানে
আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। ধর্ম্ম যে ধার্ম্মিক
লোকের কামনা পূরণ করেন, ও মূলে ধর্ম্মভাব থাকিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়
তাহার আর সন্দেহ নাই, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মনে মহৎ ধর্ম্মভাব থাকায় এক
ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে অল্পায়াসে রাজশক্তি পরিচালনায় কৃতকার্য্য হইলেন।
আর এক প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক হইতেছে, এই ব্যাধেরা বিষ্ণুর
পরিবার কি প্রকারে হইল, ইহার অনুমান এই হয় যে তৎকালে জঙ্গলে
ব্যাধদিগের আধিপত্য ছিল, মালবেশ্বর রাজশক্তি প্রচলন অনুষ্ঠান করিলে
বোধ হয় ব্যাধেরা স্ব স্ব আধিপত্য লোপ আশঙ্কায় রাজ শক্তির প্রতিকূলে
দণ্ডয়মান হইয়াছিল। তখন রাজা দেখিলেন রাজ্য অংশে ইহাদের অংশী
করিলে সত্ব স্বামিত্ব লইয়া পদে পদে বিশৃঙ্খল ঘটীতে পারে, অতএব
উহাদের কৌশল জালেই আবদ্ধ রাখা যুক্তি যুক্ত। তাহাতেই এইরূপ উপায়

অবলম্বন করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার মনে যখন এক ঈশ্বর ভাব ও অবাধে প্রসাদ একত্রে ভোজনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তখন ঐ ধর্ম্ম ভাবেই উহাদের আকর্ষণ করিয়া দেবালয়েরই কতটা সত্ব প্রদান শ্রেয়, এই বিবেচনা অন্তে ব্যাধদের বুঝাইলেন তোমরা যখন নারায়ণের সহিত পূর্ব্ব হইতে সহবাস করিয়াছ তখন তোমরা কৃষ্ণের পরিবার ভুক্ত হইয়াছ, তোমাদের সামান্য রাজ্যের সহিত সম্পক রাখা অকর্ত্তব্য। জগন্নাথের সেবাকর উহার প্রসাদ পাইবে এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমরা সময়ে সময়ে স্পর্শ করিতে পারিবে এবং পাণ্ডারা যেরূপ দক্ষিণা আদি পাইবে, তোমরাও তাহার কিয়দিংশ পাইবে, এবং তোমাদের দায়িতা উপাধি প্রদত্ত হইল, অবোধ ব্যাধ রাজনীতির অভিসন্ধি উপলক্ষ করিতে সক্ষ্য নয়, আশুলাভ জনক প্রসাদ পাইয়াই নিরস্ত হইল। উহাদের থামাইয়া ৺ জগন্নাথের মাহাত্ম দেশ বিদেশে প্রচার করিয়া ক্রমে নানা দেশের লোক আকর্ষিত হইয়া আগমন করিতে লাগিল। ঐ সময়েই রাজ সভাসদ কর্ত্তৃক বোধ হয় কৌশলে স্কন্দ পুরাণ রচিত হইল, কেন না স্কন্দ পুরাণে জগন্নাথের নীতি সেবা ভোগাদির সমুদায় বিষয় বর্ণিত আছে, ঐ স্কন্দ পুরাণানুসারেই অদ্যাপি সেবা কার্য্য চলিতেছে, আর স্কন্দ পুরাণই বিমলা ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে শ্রীক্ষেত্র বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

একটী কঠিন সমস্যা যে উচ্চ জাতির বসবাস বশতঃ এই স্থানের নাম উৎকল বা উড়িষ্যা হইয়াছে, লোক আগমন মাত্রেই বা দশবিধ বর্ণ বাস জানিত একটা প্রবল আখ্যা হওয়া সম্ভব হয় না আর মালব আগত ব্যক্তিরাই উড় কি তৎপূর্ব্বে অন্যস্থান হইতে উড়রা আসিয়া ছিল তাহারা প্রমানের কোন উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু অনুমান এই মালব রাজের অগ্রে বিমাল ক্ষেত্র বিস্তারের সময়েই উড় দেব আগমন ও উৎকল বলিয়া আখ্যাত হয় মালব পতির আগমনের পরই অল্প দিন মধ্যে জগন্নাথ প্রকাশ ও প্রকাশের পূর্ব্বেই স্কন্দ পুরাণ রচিত কেননা উহাতে সেবার বন্দ বস্ত আছে। স্কন্দ পুরাণ উৎকল খণ্ড বলিয়া স্বীকার করিতেছেন তবেই স্কন্দ পুরাণের পূর্ব্বে উৎকল স্থাপিত হওয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

অনেকে আর একটী তর্ক ধরিতে পারেন, এই যে বিমলাদেবীর ভৈরব

বলিয়া একটী উৎকল খণ্ডের বচনে জগন্নাথকে উল্লেখ করা হইতেছে জগন্নাথ বিমলার ভৈরব ভালরূপ সামঞ্জস্যই হইতেই পারে না তবে পৌরানিক কুট প্রশ্ন মীমাংসায় আমাদের সাধ্য নাই, কেবল যুক্তী পথে চালিত হইতেছি মাত্র। এই স্থানে অবশ্যই সকলে বলিবেন তবে বিমলা দেবীর ভৈরব কোন লীলাচলের এক মাইল দক্ষিণে স্বয়ম্ভু দেবাদি দেব লোকনাথ আখ্যায় পুরীতে ভৈরব রূপ বিরাজিত আছে।

পরিশেষে আর একটী সমালোচনার বিষয় আছে। লোক প্রবাদ ও স্কন্দ পুরাণে প্রকাশ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের অষ্টাদশটী তনয় থাকে, পাছে তাহার উত্তরাধিকারিরা মদীয় পিতা পিতামহের জগন্নাথ বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন একারণ ঐ সমুদায় আঠারটী পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া আঠার নালা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কথাটী প্রথমে শুনিতে সহজ বটে কিন্তু যদি একটু গাঢ় ভাবে চিন্তা করা যায় অন্য ভাবের উদয় হয়। রাজা যদি নাম প্রত্যাশী হইবেন তাঁহারই কৃত ৺ জগন্নাথ দেবের সেবার বন্দোবস্তের জন্য যে স্কন্দ পুরাণ রচনা করেন তাহাতে স্বনাম উল্লেখ ও আঠার তনয় নাশের গর্ব্ব। এ সকল প্রকাশ করান কেন কেবল ৺ দেবের সেবা সম্বন্ধীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলেই যথেষ্ট হইত, আবার চির দিন লোকে নাম করিবে বলিয়া আঠার নালা প্রকাশ করা হইয়াছে। এ আঠার নালা প্রকাশ স্বনাম স্থায়ির চিহ্ন নয়, যদি তাঁহার মনে নাম লুপ্ত করার অভিপ্রায় থাকিত কখনই স্কন্দ পুরাণে তাঁহার নাম থাকিত না আঠার নালা প্রকাশ ও হইত না। গোপনে পুত্র বিনাশ সাধন করিতেন এই কার্য্যে তাঁহাকে কুট নৈতিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ঐ সকল রাজাদের বহু ভার্য্যা ও সমধিক সন্তান থাকিত তাহার প্রমান অদ্যাপি হিন্দু রাজার এবং খলিকোর্ট রাজধানীতের আমরা পরিচয় দিয়াছি। বোধ হয় অভিলাষ অনুরূপ রাজ্যের বন্দোবস্তের জন্য রাজশক্তির কণ্টক স্বরূপ অবশীভূত অধিক অষ্টাদশ তনয় নাশ করিয়াছিলেন আমরা তাঁহার তনয় বিনাসের স্বপক্ষ হইতে প্রস্তুত নহি। এ ব্যবহার গুলি রাজনীতির কুটীল চক্র।

এক্ষণে দেখা যাউক মালব পতির আগমনের সময়ে উৎকলেও উৎকলের অন্য দিকে অপর কিছু দৃষ্ট হয় কি না। বালেশ্বর উড়িষ্যার প্রথম প্রকোষ্ঠ বঙ্গদেশ হইতে আসিতে হইলে প্রথমেই বালেশ্বরে উপস্থিত হইতে হয়

অতএব বালেশ্বরে প্রথমেই রাজশক্তি পরিচালিত হওয়া বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। বানেশ্বর নামক জনৈক অশুর প্রথমতঃ বালেশ্বরের রাজদণ্ড গ্রহণ করেন ইনি অতীব বলশালী ও বীর্য্য বন্ত এবং শিব ভক্ত ছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে সমুদ্রে স্নান করত প্রায় বিষ মাইল ব্যাপী চারি স্থানে চারিটি স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া অপর কার্য্য করিতেন, এই সকল শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বিরাজিত আছেন নিজ বালেশ্বরে ঝাড়েশ্বর, রেবুনায় গড়গড়ীশ্বর, সেরগড়ে থাজুরেশ্বর ও বর্দ্ধনপুরে মণিনাগেশ্বর। বালেশ্বরের অন্তর্গত শুনইট আউট পোষ্টের অধিনে এখনও বানাশ্বরের বাটীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে আর রাস্তা ইষ্টেসনের অন্তর্গত। ইহাঁরি কর্ত্তৃক এক দিঘি আছে, উহার দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ হাজার ফুট প্রস্ত হাজার ফুট হইবে, পাড়ী বা পাড় প্রায় নব্বুই ফুট উচ্চ হইবে এ দিঘিটির নাম বিদ্যাধর পুষ্করণী বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা বিবেচনা করি বানেশ্বরের নামের অপভ্রংশে বালেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বীর্য্যবন্ত ব্যক্তি দিগকে দেবাস্থর আখ্যায় আখ্যাত করিত তাহার প্রমাণ অদ্যাপি হিজলিতে পাওয়া যাইতেছে। তথায় মছলন্দ পীর বলিয়া এক্ষণে যিনি সমুদ্র গামীদিগের সিন্নি গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারা বাহুবলে হিজলিতে আধিপত্য প্রকাশে খ্যাতাপন্ন হন এবং লোকের এতদূর ভক্তি ভাজন হইয়াছিলেন ও বলবীর্য্যে এরূপ লোককে মোহিত করিয়া ছিলেন যে তাঁহার জীবনান্তে সকলে পীর বলিয়া স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে সেইরূপ বীর্য্যবন্ত বিধান লোকে বালেশ্বর কহিত। যাহাহউক এ স্থলে চিন্তার বিষয় এই যে যৎকালে লোকে মানুষ কে দেবতা বা অশুর বলিয়া মান্য করিত তখন আদিম কাল তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না; বালেশ্বরে রাজ্য বিস্তারের সমকালেই যাযপুরে রাজ্য ও রাজধানী স্থাপিত হয়। বালেশ্বরে ও যামপুরে রাজশক্তি বিস্তার অবগত হইয়া মালবেস্বর প্রতিযোগী রাজ্য স্থাপিতে প্রয়াসি হইয়া পুরীতে আগমন করিয়া জগন্নাথ ও রাজ্য স্থাপন করেন।

প্রতিযোগিতার আর একটী প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় এই যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজ্য স্থাপন করিলে তাঁহার ও ক্রমে তদীয় উত্তরাধিকারিগণের সময়ে, জগন্নাথের অভেদ ভোজন ভাবে আকৃষ্ট হইয়া বহুতর লোক বশীভূত হইতে লাগিল। তখন যায়পুরাধি পতি দেখিলেন ক্রমে তাহার রাজ্য হীনা-

বন্ধ্যা হইতে পারে একারণ যাযপুর রাজ ভুবনেশ্বরে ভূবনেশ্বর মূর্ত্তী প্রকাশ করিলেন, জগন্নাথের প্রতিবাদ প্রত্যাশায় পুরীর নিকটেই শ্রীক্ষেত্র অপেক্ষা যাহাতে ভুবনেশ্বরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় তাহাই করিতে লাগিলেন এবং শিবপূরাণ রচনা করাইয়া কাশীর ন্যায় ভুবনেশ্বরকে গুপ্ত কাশী বলিয়া বিখ্যাত করিলেন। যদিও এত করিলেন কিন্তু তখন লোকে অভেদ ভোজনে এত মজিয়াছেন যে তাহাদের ফিরাণ দুষ্কর, তখন ভুবনেশ্বর পতিও কাল স্রোতে অঙ্গ ভাসাইতে প্রস্তুত হইয়া প্রকাশ করিলেন যে ভূবনেশ্বরের প্রসাদও অভেদ ভোজন হইবে, কেবল একটু সীমা রাখিলেন যে কেবল ভুবনেশ্বরের বাটীতেই হইবে অন্যস্থানে নয়। কেবল কালের গতিতে বাধ্য হইয়া ভুবনেশ্বরের এ প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল নচেৎ শৈবধর্ম্মে অভেদ ভোজন কোথাও দৃষ্ট হয় না, যাহাহউক এইরূপ প্রতি-যোগিতায় সমগ্র উৎকল সুখ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয় সন্দেহ নাই। তদপর যাযপুর হইতে ভুবনেশ্বরে রাজধানীও স্থাপিত হয়, এ সময় সমগ্র উৎকলই এক রাজার শাসনাধীন হইয়াছিল।

উল্লিখিত অনুমান সমূহ ভিন্ন আর একটী চিন্তা আছে, এক্ষণে যেরূপ ভারতীয় অপরাধিদের দ্বীপ নির্ব্বাসন করা হইতেছে, পূর্ব্বকালে সমুদ্র পথে এরূপে নির্ব্বাসন প্রথা ছিলনা। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে বৈতরণী পারে যমালয়। বোধ হয় আমাদের ভারতীয় দণ্ডধরগণ অপরাধি দিগকে, বৈতরণী পারে যমালয়ে প্রেরণ করিতেন, এক্ষণে কয়েদিদিগের দ্বারা দ্বীপ সমূহে যেরূপ রাজ্য বিস্তার হইতেছে, এরূপও অনুমান অন্যায় হয় না। যে, বৈতরণী পারে ঐ প্রথাতেই রাজ্য সৃষ্টির সূত্রপাত হইয়া ক্রমে বিস্তার হইয়াছে নির্ব্বাসিত দলের যে জাতিভেদ থাকেনা তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। বৈতরণী পারে ঐরূপ লোকের বৃদ্ধি হইলে সেই সময়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আসিয়া নিজের উদ্য চিন্তার সহিত কালস্রোত মিশাইয়া কল্পনা বলে জগন্নাথ প্রকাশ করেন, তখন বৈতরণীর এপার স্থিত যাযপুরের রাজা ঈর্ষান্বিত হইয়া প্রতিযোগীতা প্রকাশার্থে ভুববনেশ্বরে রাজধানী স্থাপন করেণ, পরে কালক্রমে উভয় স্থলের রাজশক্তি একত্রে মিলিত হইয়া উৎকল সম্রাটরূপে পরিণত হয়।

উপরি উক্ত যে কোন রূপেই হউক উৎকলের সমতল প্রদেশ সমূহে রাজ্য দণ্ড পরিচালিত হইলে পূর্ব্বে সবর জাতির সহিত যে সকল জঙ্গলা জাতি বসতি করিত তাহারা সমতল ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করিল। সমতলক্ষেত্রে একস্থলে বহুলোক বাস করিতে পারে, অরুণ্যময় ভূধরে তদ্রূপ সমাবেশ হয় না এজন্য ঐ সকল জঙ্গলা জাতি নানা শ্রেণীতে ভিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসতি করিতে লাগিল এবং কালক্রমে বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়া সাঁওতাল, কোল, ভিল, নধাকন্দ প্রভৃতি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত হইল, ইহার মধ্যে সাঁওতাল ও কোল আদিবংশ বলিয়া অনুমান হয়, এইরূপ জঙ্গলারা স্ব স্ব সুবিধা মত গিরিশিখর, গুহা, অধি-ত্যকা, উপত্যকা, অরুণ্য প্রভৃতি আশ্রয়ে কাল যাপন করিতে প্রস্তুত হইল। ও দিকে জগন্নাথের মাহাত্ম সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হওয়ায়, মহাপ্রভুর মোহিনী মায়ায় আকৃষ্ট হওনান্তর নানা দেশের দর্শনার্থী, সমাগত হইতে লাগিলেন, পশ্চিমের বহুতর বড়লোক দর্শন আগমন করেণ, তদ্ভিন্ন সন্ন্যাসী, বৈরাগী, উদাসীন ইহারা যে আসিবেন ইহা বর্ণনা বাহুল্য। যে সকল গৃহী আকাঙ্খিত সম্পত্তিতে নিরাশ হন, তাঁহারাও নৈরাস্য হৃদয়ে দেব দর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করেণ, রাজবংশের মধ্যে বিভব বিহীন বহুতর ব্যক্তিগণ, রাজাদের বহুবিবাহ জনিত সন্তান ও সমধিক জন্মে, রাজার জীবন শেষে সম্পত্তি লাভ লালসায় সমুদায় সন্তানই সমুৎশুক হন পরিশেষে রাজলক্ষ্মী জনৈকয়িকে আশ্রয় করেন। প্রতিদ্বন্দী ভ্রাতাগণের তৎকালে প্রাণ সংসয় উপ-স্থিত হয়, অগত্যা নৈরাস্যনীরে ভাসিতে ভাসিতে তীর্থ পর্য্যাটনে গমন করেন তন্মধ্যে কাহার ও দেশান্তরে ভাগ্য লক্ষ্মী সানুকুলা হন। উড়িষ্যার জঙ্গল মহাল মধ্যে যে সকল করদ রাজ্য জীবিত আছে তন্মধ্যে অধিকাংশ রাজ্যের রাজ্ঞ-গণের আদি পুরুষ জগন্নাথদর্শনার্থী পশ্চিম দেশীয় নির্ব্বাসীত বা দেশত্যাগী রাজকুমার। প্রথমত মহা প্রভুর দর্শন লালসায় যে সকল নিপীড়ীত ভুপ বংশজগণ পুরীতে আসিতেন দর্শনান্তে উৎকল সম্রাটের নিকট পরিচিত হইতেন। অনেকে পরিচিতাবধি রাজাতিথেই দিনাতীত করিতেন। এই সকল অভ্যাগত মধ্যে কেহ কেহ বা সম্রাট পরিবারের সহ আদান প্রদানের যোগ্য পাত্র হওয়ায় সম্রাট তনয়াদিগকে সম্প্রদানাদি করিয়াছিলেন। যেরূপ বিদেশা-

গত বিবেগী ভূপাঙ্গজ দিগকে উচ্চ সম্বন্ধে সংস্থাপন করিলেন, সেইরূপ উচ্চ স্থানে বসাইতে পারি না, সম্ভব হয় না, এজন্য প্রস্তাবিত জঙ্গল খণ্ডের স্থানে স্থানে রাজশক্তি পরিচালন প্রত্যাশায় প্রস্তাবিত আত্মীয় অনাত্মীয় সমুদায় সমাগত স্বজাতিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বাধীন ভাবে স্বীয় প্রভুশক্তি পরিচালিতের অবসর দিয়াছেন। উপকৃত নৃপতি বংশোদ্ভবগণ ও কায়মনোবাক্যে উড়িষ্যাধিপকে সম্রাট স্বীকারে সম্মাননা করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে ভ্রমণ সময়ে কয়েকটী করদ রাজ্যের প্রথম রাজশক্তি প্রবর্ত্তকদিগের পরিচয় দিয়াছি। এ স্থানে আর অধিক পরিচয় দিবার অবসর নাই। ফলত যেরূপ প্রকারেই হউক, প্রথমত রাজ্যবিস্তারের কিঞ্চিৎ মাত্র সূচনা হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও সর্ব্ব শক্তিমান্ হইয়াছে, যখন জঙ্গল মহালে রাজশক্তি জন্ম লাভ করেন তৎকালে সম্রাটাধীন সমতল ক্ষেত্র স্বাধীন, উড়িষ্যার পূর্ণযৌবন যৌবনে উন্নত আকাঙ্ক্ষিত উত্তেজনা হৃদয়কে কতকটা আলোড়িত করে, তাহাতেই পথাপথ লক্ষ্য না করিয়া অনিবার্য্য ভাবে ধাবিত হইয়া থাকে। অধিকার হইতে অধিকান্তরে পদার্পণ করা স্বভাবের বেগ ; সেই প্রাকৃতিক বেগ স্রোতে সমতল ক্ষেত্রের রাজশক্তির পরমানুপঞ্জ কুটিল রাজনৈতিক যানারোহণ পূর্ব্বক পার্শ্বস্থ রাজ্যে ধীরে ধীরে পদচালনা করিতে লাগিল। জঙ্গলে ও অপূর্ণ রাজশক্তি সমতল ক্ষেত্রাগত পরমানুপুঞ্জ হইতে পূর্ণ হইতে অবসর পাইল। উভয় অভাবের সমাবেশে অনেকটা অনুকূল ঘটে, কেননা সমতল ক্ষেত্রের যৌবন বিকাশের অভাব জঙ্গলের জন্মের পরই পুষ্ট বর্দ্ধনের অভাব, একের ক্ষতি পূরণ অপরের অতিরিক্তের অবস্থান অনায়াসেই সুবিধাজনক সন্দেহ নাই। এইরূপ পণ্ডযোগেই জঙ্গল খণ্ডে শাসন শক্তি বদ্ধ হয় বা অমনি এবং প্রচলিতের প্রারম্ভেই ঐ সমুদায় রাজ্যে স্থাপনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয় এই এ ভারত দীর্ঘ কালে ও কোন একটী করদ রাজ্য প্রস্তুত উন্নতির পথের পথিক হইতে সখ্য হয় নাই। অধুনা বৃটিশ আধিপত্যে প্রস্তাবিত ভূপতি বর্গের একটী মাত্র শুভ এই দেখা যায় পূর্ব্ব কালে উক্ত রাজ্য সমূহে সুহৃদভাব বা এক রাজত্ব হইতে অন্যস্থলে সহসা গমনের সুবিধা ছিল না ; আশু সৌহৃদ্য সংস্থাপন যাতায়াতের সুগম হইয়াছে।

আমরা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহের উপ-

সংহার করিলাম, এবম্বিধ অবস্থায় সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম জানি না। যখন কেবল কল্পনা বলে অগ্রসর হইয়াছি, তখন ভ্রম জনিত ক্ষমা পাইতে অধিকারী এক্ষণে যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তদ্বিষয় বর্ণনায় বাধ্য হইলাম।

বর্ত্তমান আমলী সন প্রচালিতের শত অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে যাজপুরে যযাতি কেশরী নামক জনৈক ভূপতি রাজদণ্ড পরিচালিত করিতেন এবং কান্যকুব্জ হইতে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক একটী মহতী যজ্ঞ সমাগম করেন। যজ্ঞ সমাধান্তে অধিকাংশ বিপ্রগণ রাজ প্রসাদ লাভে সন্তুষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। কতকগুলি সম্রাটের বৃত্তিভোগী হইয়া উৎকলেই বসবাস করিলেন। ইহার আধিপত্য সময়ে শ্রীশ্রী ৺ জগন্নাথ দেবের ভালরূপ মন্দির না থাকায় ইনি একটী মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন পুরীতে ভূপাল প্রদত্ত দেউল দৃষ্ট করিয়া তাঁহার স্বধর্ম্মী শৈবগণ স্বীয়াভিষ্ট দেবের সম্মাননা না দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করায় পরিশেষে যযাতি কেশরী বর্ত্তমান ভুবন বিজয়ী মন্দিরের আরম্ভ করিয়া কাল কবলে কবলিত হন। প্রস্তাবিত ভূপাল সম্ভ্রমের সহিত একান্নবর্ষ রাজদণ্ড পরিচালিত করেন। এই কেশরী বংশের তৃতীয় নৃপতি ললাটেন্দ্র কেশরী আমলী পঞ্চ ষষ্টি সালের যযাতি কেশরীর আরব্ধ কার্য্য ভুবনেশ্বরের মন্দিরের কার্য্য সমাধা করেন। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে ভুবনেশ্বরের মন্দির আরম্ভের ন্যূনাধিক দেড়শত বর্ষের পর কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, ভুবনে যে বিন্দুসাগর নামে সরোবর আছে, উহাতেও মন্দিরের কার্য্য শেষ সময়ে খোদিত হইয়াছে, কেশরী বংশ যযাতি কেশরী হইতে চত্বারিংশ পুরুষ রাজধানী করেন। ইহাদের আদি রাজধানী যাযপুর; তৎপরে ভুবনেশ্বর, শেষে কটকে হয়। এই বংশের আধিপত্য সময়ে প্রজারা কৌড়ি ব্যবহার করিত। রৌপ্য বা তাম্র মুদ্রার ব্যবহার ছিল না।

আমলী পঞ্চ ষষ্টি সালের পর প্রায় পাঁচ শত বর্ষের বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। আমলী পঞ্চশত চত্বারিংশ সালে গঙ্গাবংশীয় চুরঙ্গদেব নামে জনৈক ভূপাল উৎকল সম্রাটের সিংহাসনারোহণ করেন। চৌ দুয়ার ও সারঙ্গ গড় নামক স্থানে দুইটী গড় নির্ম্মাণ ভিন্ন চুরঙ্গ দেবের আর কোন কার্য্যাদির পরিচয় নাই। ইহার পরেই এই বংশে অনঙ্গ ভীমসেন নামে একটী প্রতাপশালী

ভূপাল উৎকলাধিপতি হন। ইনি অতি উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, সকল বিষয়েই দক্ষ। প্রজা পালন, পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমদর্শিতা ছিল। প্রকৃতিপুঞ্জের সুবিধার্থে নানাস্থানে সরোবর কূপ ইত্যাদি খনন করান। কটকে বারবাটী নামক দুর্গ স্থাপন করেন। (অদ্যাপি এই দুর্গ বৃটিশ হস্তে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে) ও রাজ্যের বহু স্থলে বহুতর দেবালয় নির্ম্মাণ পরিশেষে পুরীর মন্দির জীর্ণ দৃষ্টে সুদীর্ঘ দেউল প্রস্তুত করিয়াছেন। অনঙ্গ ভীমসেন প্রদত্ত মন্দিরই পুরীর প্রধান মন্দির; যাহাতে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেব অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাঁর হৃদয় যেরূপ ধর্ম্মভাবে উন্নত ছিল, তেমনি ধীর ভাবেও প্রশস্ত ছিল। বহুতর সৈন্য রাখিয়া রাজ্য আয়তন বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন, গঙ্গা হইতে গোদাবরী ও সমুদ্র হইতে সোনপুর পর্য্যন্ত জয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া সমুদায় ভূভাগ জরীপ পর্য্যন্ত করেন, তৎপর অকালে কাল তাঁহাকে গ্রাস করে, দুঃখের বিষয় এই ইতি সপ্তদশ বর্ষাধিক রাজদণ্ড চালনার অবসর পান নাই, এই স্বল্প সময়ে যে প্রকার নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শাসনাধীনে উড়িষ্যা দীর্ঘকাল থাকিলে অনেক লাভবান হইত সন্দেহ নাই।

এক্ষণে কোনারকের যে ভগ্ন দেউল দৃষ্ট হয় এবং যাহার সংলগ্ন এক খণ্ড প্রস্তরে নবগ্রহ মূর্ত্তি খোদিত বৃটিশ কার্য্যকারক গণ বহু চেষ্টাতে ও জাহাজস্থ করিতে পারেন নাই ও যে মন্দিরের সম্মুখেস্থিত অরুণ স্তম্ভ এক্ষণে পুরীর সিংহ দরজার সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে, এই অদ্ভুত কীর্ত্তিটী গঙ্গাবংশীয় ও লাঙ্গলা নরসিংহ নামক জনৈক ভূপাল কৃত স্থাপিত হয়। এই রাজা সূর্য্য উপাসক ছিলেন। সমুদ্রতটে নির্জ্জনে সূর্য্য উপাসনা আশয়ে উল্লিখিত কোনারকে মন্দির প্রস্তুত করেন, ইনি প্রতাপান্বিত কম ছিলেন না, ইহার সময়ে যবনেরা দুইবার উড়িষ্যা আক্রমণ করে দুই বারই উহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। লাঙ্গল নরসিংহের পর কয়েকজন রাজা ক্রমান্বয়ে গত হওয়ায় পর, পুরুষোত্তমদেব নামক জনৈক রাজা শাসন দণ্ড গ্রহণ করেন। এই ভূপতির সহিত কাঞ্চি দেশাধিপের বারদ্বয় সংগ্রাম হয়। প্রথম পুরুসোত্তম দেব পরাস্ত হন, পরে প্রবল প্রতাপের সহিত দ্বিতীয় বার আক্রমণান্তর কাঞ্চি রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার ইষ্টদেব গোপাল ও গণেষ এবং তদীয় কন্যা পদ্মাবতী নাম্নী পরম রূপবতীকে আনয়ন করেন। পুরী মধ্যে শ্রীশ্রী ৺ জগন্নাথ

দেবের মন্দিরের পশ্চাতে গণেসকে স্থাপিত ও সত্যবাদিতে স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক গোপালকে গৌরবের সহিত সংস্থাপন করেন। অধুনা লোকে এই গোপালকে সাক্ষ্যগোপাল কহিয়া থাকে। আর পদ্মাবতীকে স্বীয় পট্ট মহিষী করেন, পুরুষোত্তম দেবের ঔরসে ও পদ্মাবতীর গর্ভে প্রতাপ রুদ্র নামক তনয় জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি আমলী নয়শত দ্বাদশ সালে রাজা হন, ইহার শাসন সময়ে চৈতন্য দেব শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন। প্রতাপ ভদ্রের পর আর দুইজন দণ্ডাধিপ উৎকল সিংহাসনে আরোহণ করেন, শেষ নৃপতিকে দীয় অমাত্য গোবিন্দ বিদ্যাধর কৌশলে বিনাশ করেন। এই স্থান হইতে গঙ্গাবংশ লোপ হয়। গঙ্গাবংশীয়দের সময়ে প্রকৃতি পুঞ্জ সুখে দিনাতিত করিয়াছেন। বার স্বার যবনেরা আক্রমণ করিয়া কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

আমলী নয় শত দ্বিচত্বারিংশ সালে গোবিন্দ বিদ্যাধর গোবিন্দদেব উপাধী ধারণপূর্ব্বক উৎকল শাসনের দণ্ড গ্রহণ করেন। ইনি সপ্ত বর্ষ মাত্র রাজ্যভোগ করেন, ইহার পর লোকান্তে ক্রমান্বয়ে তিনজন ভূপতি রাজ্য শাসন করেন। তৎপর মকুন্দদেব রাজেশ্বর হন, ইহার সময়ে কালাপাহাড় উড়িষ্যায় প্রবেশ করেন। কালাপাহাড়ের গতিরোধার্থে মুকুন্দ দেব স্বদল বলে যাযপুরে অগ্রসর হইয়া কালাপাহাড়ের সহিত সংগ্রামে হত হন। অগ্রেই দণ্ডধরের নিধন বশতঃ কালাপাহাড় স্বেচ্ছামত দেবালয়াদি বিনাস পুর্ব্বক পরিশেসে পুরীর জগন্নাথদেবকে অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া গমন করেন, তৎপর জনৈক ভক্ত অর্দ্ধদগ্ধ জগন্নাথ দেবকে কুজঙ্গ রাজবাটীতে লইয়া যায় কুজঙ্গাধিপ শ্রীশ্রী৺ দেবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

ইহার পরেই উৎকলের রাজশক্তি শিথিল হয়; এ কালে দিল্লীর সম্রাট আকবরের বিজয়ী পতাকা ভারতের চতুর্দিকে উড্ডীয়মান হয়। উড়িষ্যায়ও আকবরের আধিপত্য বিস্তার হইয়া দায়ূদ খাঁর উপর শাসন ভার ন্যস্ত হয়। দাউদ অল্পদিন পরেই সম্রাটের অধিনতা অস্বীকার করায় সম্রাটের অন্যতর সেনাপতি রাজা তোডলমল উপস্থিত হইয়া দায়ূদের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। তদপর ভোজ বংশীও রাজা রাজচন্দ্র দেব তোলমলের অনুগত হইয়া খোর্দ্দা; সিরাই, রাহাম, চব্বিশকুদ প্রভৃতি চারিটী পরগণা সম্রাটের অধিনে

বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া খোর্দ্দায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং উৎকলে
উড়িষ্যাধিপ বলিয়া পরিচিত হন, তৎপর উৎকলাধিপের অভীষ্টদেব জগন্নাথ
আনয়ন করতঃ নূতন কলেবর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পুরীতে স্থাপন করেন,
বংশ হইতেই পুরীর রাজবংশ শেষ। তৎপর আমলা একাদশ শত ত্রিষষ্টি সালে
নাগপুরের রাজা রঘুজী যবনদিগের আধিপত্য নাশ করিয়া শাসন দণ্ড চালি
করেন। বার শত দশম সাল পর্য্যন্ত উক্ত রঘুজীর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল, তৎপর
বার শত একাদশ সালে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের শাসন দণ্ড পরিচালিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে এক সময়ে বৌদ্ধ রাজাদিগের উৎকলে আধিপত্য হইয়াছিল
কোন্ সময়, তাহার নিশ্চয় করা যায় না। দুইটী আশ্চর্য্য কীর্ত্তি উদয় গিরি ও
খণ্ড গিরি বৌদ্ধ রাজ শক্তি চিহ্ন স্বরূপ উৎকলে দেদীপ্যমান প্রকাশ
রহিয়াছে।

উড়িষ্যার নিম্নে বঙ্গোপসাগরে যানারোহণপূর্ব্বক উড়েরা সমুদ্র গমন
করিত, তাহারও কতক কতক আভাস পাওয়া যায়, স্পষ্ট প্রমাণাভাব বশতঃ
এ বিষয়ের বাহুল্য বর্ণনায় নিরস্ত থাকিতে হইল।

উপসংহার।

উৎকল যে এক সময়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কেবল
প্রমাণ পাওয়া যায়, সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, স্থপতি বিদ্যা প্রভৃতি কোন
বিষয়ে উড়িষ্যা কাহারও মুখাপেক্ষী হয় নাই। সকল বিষয়েই উচ্চ আদর্শ প্রকাশ
করিয়াছে। এক্ষণে উত্তরাধিকারিগণ অন্ধ হইয়া ভ্রমে পতিত হইয়া বিভীষি-
কায় দিন কাটাইতেছেন। হিন্দুদিগের শাসন গুণেই ঐরূপ উৎকর্ষ লাভ হয়,
তৎপর বিদেশী শাসন নির্য্যাতনে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেকে
হয় ত মনে করিতে পারেন, পাশ্চাত্য শাসন উহাদের উপকার করিতেছে
কিন্তু পাশ্চাত্য শাসনকর্ত্তাগণ যে ভাবে উৎকলে শাসন দণ্ড পরিচালিত
করিতেছেন, তাহাতে উপকার প্রত্যাশা এখনও অনেক অন্তর। শান্তি রক্ষক
দিগের অশান্তিময় নীতি নির্য্যাতনে ছোট বড় সকলেই সশঙ্কিতভাবে
দিন কাটাইতেছেন। শান্তি রক্ষক যদি ইচ্ছা করেন, দিবায় বিচারাগার উদ্ঘা-

চিত না করিয়া বরষা কালের প্রহর রাত্র অন্তে বিচারাসনে বসিব, অধীন বর্গ ও অর্থিপ্রত্যর্থিগণকে তাহাতেই সন্তোষ প্রকাশ করিতে হইবে। নিম্ন বিচারকের দণ্ডিত ব্যক্তির মোচনাশয়ে উচ্চ বিচারকের নিকট প্রার্থনা করিলে প্রার্থনাপত্র পেষ হওয়ার পূর্ব্বে দণ্ডিতের দণ্ডকাল দণ্ডভোগে অতীত হয়। প্রধান শাসনকর্ত্তা কেহই দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন না। অগত্যা তাঁহাদের সহকারীর উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য নীতিশিক্ষা হীন কেবল সেরেস্তা দোরস্ত কারক সহকারিগণ কর্ত্তাকে যাহা বোঝান তিনি তাহাতেই নির্ভর করিয়া শাসন কার্য্য সমাধা করেন। এমত অবস্থায় উৎকল উন্নতি বহুদূরে তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

করদ জঙ্গলে স্বাধীন করদ রাজ্য গুলিকে গড় জাত বলে। আর বৃটীশ শাসিত প্রদেশ সমূহকে মোগল বন্দি কহিয়া থাকে। কি মোগলবন্দী, কি গড় জাত, উভয় স্থানে শোচনীয় শাসন কার্য্য চলিতেছে। একটী আহ্লাদের বিষয় এই, পূর্ব্বে উৎকলের পথে গমন সঙ্কটাপন্ন ছিল; এক্ষণে চৌর্য্য ভয় অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। তবে একেবারে নাই এমত যেন কেহ মনে না করেন।

এই স্থানে প্রথম সংখ্যা বিরাম লাভ করিল; দ্বিতীর সংখ্যায় অপরাপর বর্ণিত হইবে।